NARSINGHA

ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com

একদিন

EKDIN

এগিয়ে চলার সঙ্গী

এখন বিভিন্ন মাধ্যমে উপলব্ধ
একদিন
Website : www.ekdinnews.com
http://youtube.com/@dailyekdin2165
Epaper : ekdin-epaper.com
দেখুন
শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করুন

২ গ্যাসের দাম এক লাফে ৮১ টাকা, ভাড়া না বাড়লে স্টিয়ারিং বন্ধের হুঁশিয়ারি

ঝড়বৃষ্টির কারণে পারদ নামলেও এবার দক্ষিণে চড়বে গরম ২

কলকাতা ২ এপ্রিল ২০২৬ ১৮ চৈত্র ১৪৩২ বৃহস্পতিবার উনবিংশ বর্ষ ২৯০ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata 02.04.2026, Vol.19, Issue No. 290, 8 Pages, Price 3.00

অসমেও হ্যাটট্রিক, প্রত্যয় মোদীর

গুয়াহাটি, ১ এপ্রিল: এবার ভোটমুখী অসমে গিয়ে চা বাগানে প্রচারে নেমে পড়লেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। শ্রমিকদের সঙ্গে পাতা তুলতেও দেখা গেল প্রধানমন্ত্রীকে। তারপর নির্বাচনী প্রচারে নেমে অসমবাসীকে ধন্যবাদ দিয়ে বললেন, 'আপনাদের আশীর্বাদে প্রধানমন্ত্রী হওয়ার হ্যাটট্রিক করেছি। এবার অসমেও হ্যাটট্রিক করবে বিজেপি।' এমনকী লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধিকে 'রাজকুমার' বলে কটাক্ষও করেন তিনি। উল্লেখ্য, অসমে অন্তত ৩৫ লক্ষ ভোটার রয়েছেন চা বলয়ে। সরকার গঠনে এই ভোট অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তাই চা বাগানে নেমে পড়ে চা শ্রমিকদের মন জয় করতে চাইছেন মোদী, মত বিশ্লেষকদের।

মঙ্গলবার অসমে নির্বাচনের ইস্তেহার প্রকাশ করেছে বিজেপি। তার পরদিনই অসমে পা রাখলেন মোদী। ডিব্রুগড়ের একটি চাবাগানে যান তিনি। মহিলা শ্রমিকদের সঙ্গে চাপাতা তোলেন। সেলফিও তোলেন মহিলা চা শ্রমিকদের নিয়ে। নিজের এক্স হ্যান্ডলে সেই ছবি পোস্ট করেন প্রধানমন্ত্রী। ক্যাপশনে লেখেন, 'অসমের আত্মার সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে চা। গোটা বিশ্বে অসমের চা রপ্তানি করা হয়।' মোদী আরও বলেন, চা শ্রমিকদের কঠোর পরিশ্রমের ফলেই গর্বিত হয়েছে অসম।

চা বাগানে সফর শেষ করে প্রধানমন্ত্রী পৌঁছে যান গোগামুখের নির্বাচনী সভায়। সেখানেই বলেন, 'আমার সামনে থাকা জনসমুদ্রই বলে দিচ্ছে, অসমে এবার হ্যাটট্রিক করবে বিজেপি। আপনাদের আশীর্বাদে আমি প্রধানমন্ত্রী হিসাবে হ্যাটট্রিক করেছি। এবারও আপনারা আশীর্বাদ করবেন, বিজেপি হ্যাটট্রিক করবে। গত ১০ বছর ধরে সর্বানন্দ সোনোওয়াল এবং হিমন্ত বিশ্বশর্মার নেতৃত্বে অসমে উন্নতির নতুন যুগ শুরু হয়েছে। তাই এবার অসমে বিজেপি হ্যাটট্রিক করতে চলেছে। একই সঙ্গে কংগ্রেসের স্বঘোষিত রাজকুমার এখানে হারের হ্যাটট্রিক করবে।'

আগামী ৯ এপ্রিল অসমে বিধানসভা নির্বাচন। মঙ্গলবার দলীয় ইস্তেহার প্রকাশ করে বিজেপি। সেখানে গেরুয়া শিবিরের প্রতিশ্রুতি, ভোটে জেতার তিন মাসের মধ্যে লাগু হবে অভিন্ন দেওয়ানি বিধি। ৩১টি প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে রাজ্যবাসীকে। তার মধ্যে অন্যতম হল অভিন্ন দেওয়ানি বিধি লাগু, 'লাভ জিহাদ' ও 'ভূমি জিহাদ'-এর বিরুদ্ধে কঠোর আইন। অহমিয়া জনতার ঐতিহ্য ও অধিকার রক্ষার জন্য আইনগত সুরক্ষা জোরদার করার প্রতিশ্রুতিও দিয়েছে। মোদী বলছেন, বিজেপির এই ইস্তেহার আসলে অসমবাসীর মঙ্গলপত্র।

অসমে চা-শ্রমিকদের সঙ্গে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী।

শুরুর আগেই জট ট্রাইব্যুনালে, বৈঠক ভেস্তে ক্ষুব্ধ অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতিরা

নিজস্ব প্রতিবেদন: সুপ্রিম কোর্টে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হলেও এখনই শুরু করা যাচ্ছে না ভোটার তালিকা সংক্রান্ত ট্রাইব্যুনালের কাজ। বুধবার মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের দপ্তরে নির্ধারিত বৈঠক ভেস্তে যাওয়ায় বৃহস্পতিবার থেকেও ট্রাইব্যুনালের কার্যক্রম শুরু হচ্ছে না।

নির্বাচন কমিশন এদিন সুপ্রিম কোর্টে জানিয়েছিল, বিচারকদের প্রশিক্ষণ বুধবারের মধ্যেই শেষ করে বৃহস্পতিবার থেকে ট্রাইব্যুনালের কাজ শুরু করা হবে। সেই অনুযায়ী বিকেল ৫টায় গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক ডাকা হয়েছিল। কিন্তু সেই বৈঠক শেষ পর্যন্ত কার্যত ভেস্তে যায়। সূত্রের খবর, ট্রাইব্যুনাল গঠনে যুক্ত অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতিরা একাধিক গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন তোলেন। তবে সেই প্রশ্নগুলির সন্তোষজনক উত্তর দিতে পারেনি কমিশন। এর জেরে বৈঠকে অসন্তোষ ছড়িয়ে পড়ে এবং শেষ পর্যন্ত তা মুলতুবি রাখা হয়। পরিস্থিতি এমন পর্যায়ে পৌঁছয় যে, কয়েকজন অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি ট্রাইব্যুনাল থেকে সরে দাঁড়ানোর ইচ্ছাও প্রকাশ করেছেন বলে জানা গিয়েছে। ফলে গোটা প্রক্রিয়াই নতুন করে অনিশ্চয়তার মুখে পড়েছে।

এখন কবে ফের বৈঠক ডাকা হবে বা ট্রাইব্যুনালের কাজ কবে শুরু হবে, সে বিষয়ে এখনও স্পষ্ট করে কিছু জানানো হয়নি। নির্বাচনের মুখে ভোটার তালিকা সংক্রান্ত মামলার দ্রুত নিষ্পত্তি নিয়ে অনিশ্চয়তা তৈরি হওয়ায় প্রশাসনিক মহলে উদ্বেগ বাড়ছে।

উল্লেখ্য, যোগ্য ভোটারের নাম বাদ দেওয়া নিয়ে একাধিকবার সরব হয়েছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সম্প্রতি ফর্ম ৬ নিয়ে উত্তাল রাজ্য-রাজনীতি। এর মধ্যেই নাম বাদ নিয়ে ট্রাইব্যুনালকে নতুন নির্দেশ দিয়েছিল সুপ্রিম কোর্ট। নির্দেশে সর্বোচ্চ আদালত জানিয়েছে, যথাযথ ভাবে নথির সত্যতা যাচাই করতে হবে। আর তা না করে সেই নতুন নথি গ্রহণ করা হবে না।

যদিও এক্ষেত্রে কমিশনের যুক্তি, ফর্ম ৬ পূরণ এবং জমা দেওয়া চলমান পদ্ধতি। যে কেউ তা জমা দিতে পারে। কমিশন সব যাচাই করে সিদ্ধান্ত নেয়। এরপরেই ট্রাইব্যুনালকে কমিশনের নির্দেশ, যথাযথ ভাবে নথির সত্যতা যাচাই করতে হবে। আর তা না করে সেই নতুন নথি গ্রহণ করা হবে না। যদিও এর আগে প্রাথমিক নির্দেশে সর্বোচ্চ আদালত জানায়, বিচারবিভাগীয় আধিকারিকের কাছে দাখিল করা হয়নি এমন কোনও নতুন নথি আপিল ট্রাইব্যুনাল গ্রহণ করবে না। তবে, আবেদনকারীরা উদ্বেগ প্রকাশ করার পর, আদালত তার আদেশ সংশোধন করে জানায়, 'আপিল ট্রাইব্যুনাল নথির সত্যতা যাচাই না করে কোনও নতুন নথি গ্রহণ করবে না।'

শুধু তাই নয়, নির্দেশে সুপ্রিম কোর্ট আরও জানিয়েছিল, বুধবারই সমস্ত বিচার বিভাগীয় আধিকারিকদের প্রশিক্ষণ দিতে হবে। অনলাইন এবং অফলাইনে, দুই ধরনের আপিল সম্পর্কেই আপডেট দিতে হবে।

'অনুমানের ভিত্তিতে কথা বলবেন না', কল্যাণকে সমঝে দিলেন বিচারপতি

নয়াদিল্লি, ১ এপ্রিল: সুপ্রিম কোর্টে প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্ত ও বিচারপতি জয়মাল্য বাগচীর ডিভিশন বেঞ্চে এসআইআর মামলার শুনানির মাঝেই উঠে এল কমিশনের অফিস থেকে উদ্ধার হওয়া গুচ্ছ গুচ্ছ ফর্ম ৬ পাওয়া প্রসঙ্গ। বুধবারের শুনানিতে এই প্রসঙ্গ উত্থাপন করেন রাজ্যের আইনজীবী কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়। এদিন প্রধান বিচারপতির দৃষ্টি আকর্ষণ করে কল্যাণ জানান, মঙ্গলবার কমিশনের অফিসে প্রচুর পরিমাণ ফর্ম ৬ একসঙ্গে জমা পড়েছে। কমিশনেপ বিজ্ঞপ্তি অনুসারে, এখনও ফর্ম ৬ দেওয়া হচ্ছে বলে জানান কল্যাণ।

রাজ্যের আইনজীবী কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় সুপ্রিম কোর্টে বলেন, 'চূড়ান্ত ভোটার তালিকা বার হয়েছে। বিবেচনাধীনদের নামের নিষ্পত্তি করার কাজ চলছে। এই অবস্থায় বান্ডিল বান্ডিল ফর্ম ৬ জমা পড়ছে। কোনও রাজনৈতিক দলকে দোষারোপ করছি না। কিন্তু এখন কেন?' প্রধান বিচারপতি তখন আইনজীবী কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের উদ্দেশে বলেন, 'অনুমানের ভিত্তিতে কথা বলবেন না।'

তখন কমিশনের আইনজীবী নাইডু বলেন, 'নিয়মে বলা হয়েছে মনোনয়নের শেষ দিন পর্যন্ত ফর্ম ৬ জমা দেওয়া যাবে। এমনকি যাঁর আজ আঠারো বছর বয়স হচ্ছে, তিনিও আবেদন করতে পারেন। কারোর অধিকার এক্ষেত্রে আটকানো যায় না।' আইনজীবী কপিল সিব্বল তখন উল্লেখ করে বলেন, 'কিন্তু এ ক্ষেত্রে হাজার হাজার ফর্ম একসঙ্গে জমা পড়ছে।' কথার রেশ টেনেই আইনজীবী কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, 'একজন ব্যক্তি ৬০০০ ফর্ম জমা দিয়েছেন।'

প্রধান বিচারপতি তখন বলেন, 'আপনারা অভিযোগ তুলতে পারেন কিন্তু এ ধরনের ঘটনা নজির আছে।' পরিস্থিতির কথা বুঝিয়ে আইনজীবী কপিল সিব্বল বলেন, 'সমস্যা হল কারা আবেদন করছেন, তা আমাদের জানার কোনও সুযোগ নেই।' আইনজীবী কল্যাণ বলেন, 'কাদের আবেদন জমা পড়ছে তা বুথওয়াড়ি প্রকাশ করা হোক। সেক্ষেত্রে কোনও অভিযোগ থাকলে, আমরা তা দায়ের করতে পারব।'

বেপাত্তা সোনা পাপ্পুর বাড়িতে ইডির হানা

নিজস্ব প্রতিবেদন: ভোটের মুখে ফের অ্যাকশন মোডে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা ইডি। বুধবার সাতসকালে বালিগঞ্জের ফার্ন রোডে সোনা পাপ্পুর বাড়িতে হানা দেয় ইডি। এছাড়াও আরও ৫-৬টি জায়গায় অভিযান চলে বলে খবর। ইডি সূত্রে জানা গিয়েছে, জমি দখল করে বেআইনি নির্মাণ সংক্রান্ত আর্থিক দুর্নীতি মামলায় তদন্তে এই অভিযান।

বালিগঞ্জের বিশ্বজিৎ পোদ্দার ওরফে সোনা পাপ্পুর বিরুদ্ধে একাধিক অভিযোগ রয়েছে। তার খোঁজ করছে পুলিশ। এই আবহে বুধবার তার বাড়িতে হানা দেয় ইডির আধিকারিকরা। বাড়িতে তল্লাশি চলে। চারদিক ঘিরে রাখেন কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ানরা। সোনা পাপ্পুর

বাড়ির পাশাপাশি বালিগঞ্জের এক সংস্থার অফিস ও মালিকের বাড়িতে তল্লাশি চলে বলে জানা গিয়েছে। এই মালিককে আগে কয়লা পাচার মামলায় জেরা করেছিল ইডি। তবে সেই অফিসের সঙ্গে সোনা পাপ্পুর কোনও যোগসূত্র রয়েছে কি না, তা জানা যায়নি। এছাড়াও আরও কয়েকটি জায়গায় তল্লাশি চালাচ্ছেন ইডি আধিকারিকরা।

কসবা, তোপসিয়া এলাকায় 'ত্রাস' এই সোনা পাপ্পু। এর মধ্যেই ২০১৫ সালে বালিগঞ্জ রেল ইয়ার্ডে এলাকা দখলের নামে যে সংঘর্ষ

উদ্ধার নগদ ও অস্ত্র

■ কলকাতায় এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি)-এর অভিযানে ফের উদ্ধার হল নগদ টাকা। এক সংস্থার কর্তার বেহালার বাড়ি থেকে নগদ এক কোটিরও বেশি টাকা উদ্ধার করেছেন তদন্তকারীরা। অস্ত্র উদ্ধার হয়েছে দক্ষিণ কলকাতার কসবা এলাকার ব্যবসায়ী বিশ্বজিৎ পোদ্দারের বাড়ি থেকেও। সোনা পাপ্পুর বাড়ির পাশাপাশি দক্ষিণ কলকাতার আরও বেশ কয়েকটি জায়গায় ইডি হানা দিয়েছিল। অভিযান চলে বালিগঞ্জের এক ঠিকাদার সংস্থার অফিসেও। জানা যাচ্ছে, ওই সংস্থার কর্তা জয় কামদারের বেহালার বাড়ি থেকেই এই টাকা পাওয়া গিয়েছে।

এবার বিজেপির সূর্যাস্তের খেলা, রণহুংকার মমতার

মৃণালজিৎ গোস্বামী ● নানুর

নানুরের মাটিতে নির্বাচনী প্রচারে এসে ভোটে খেলা হওয়ার আহ্বান জানালেন তৃণমূল সুপ্রিম মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় । তিনি বলেন এবারের খেলা দুরন্ত খেলা- দুর্দান্ত খেলা, বিজেপির সূর্যাস্তের খেলা, বিজেপি এবার বাংলাকে টার্গেট করেছে তার ফল ভুগতে হবে। এখানকার মানুষ বিজেপিকে গো হারা হারাবে তারপর আমাদের টার্গেট হবে দিল্লী। বুধবার নানুর বিধানসভার পাপুড়ি ফুটবল ময়দানে নির্বাচনী জনসভায় উপস্থিত হয়ে পুরনো মেজাজে মমতা স্মৃতিচারণ করলেন নানুরের গণহত্যার কথা।

জানালেন, দুর্গাপুরে রাজধানী এক্সপ্রেস স্টপেজ হওয়ার 'অজানা কাহিনী'। নির্বাচনী প্রচারে এসে রাজ্যের পাশাপাশি বীরভূম জেলার উন্নয়নের তালিকা তুলে ধরে বিজেপিকে এক হাত নেন তিনি। মমতা বলেন, যেখানে অনুন্নয়ন দেখেছি সেখানে কাজ করেছি। তবে সেখানে তাঁর কোনও কৃতিত্ব নেই দাবি করে সমস্ত কৃতিত্বের ভার চাপিয়েছেন মানুষের উপরেই।

কৃষকদের কাছ থেকে ধান কেনা কিংবা আলু চাষেদের জন্য রাজ্যের শস্য বীমা কখনো চাষের জন্য বিদ্যুৎ অথবা যুবকদের পকেট খরচা বাবদ যুবসাথী আর রাজ্যের মহিলাদের লক্ষ্মীর ভাণ্ডার সবকিছুই করা হয়েছে দাবি করেন মমতা। এরপরে এশিয়ার দ্বিতীয় বৃহত্তম কয়লা খনি প্রকল্প এই বীরভূমে দেউচা পাচামিতে প্রকল্প সম্পূর্ণভাবে তৈরি হলে প্রায়ই এক লক্ষ লোকের কর্মসংস্থান হবে বলে ফের দাবি করেন মমতা। বিজেপিকে নিশানা করে মমতা বলেন, বিজেপি মানুষকে ভুল বোঝাচ্ছে, মিথ্যা কথা বলছে। আগে সিপিএম যা করত এখন বিজেপি সেটাই করছে। এসআইআর নিয়ে বলতে গিয়ে মমতা অভিযোগ করে বলেন, 'বিজেপি বেছে বেছে মানুষের নাম বাদ দিচ্ছে। ওরা মানুষকে ইচ্ছে করে লাইনে দাঁড় করিয়েছে। মানুষ ওদের গণতান্ত্রিকভাবে ভোটের লাইনে দাঁড়িয়ে বেলাইন করবে।' তবে তিনি আজ খুশি সুপ্রিম কোর্টের রায়ে। মমতা বলেন, 'পদ্ম ফুলের বস্তা দিয়ে বাইরের নাম ঢোকাচ্ছিল। সুপ্রিম কোর্ট বলে দিয়েছে, হবেনা। যাদের নাম এখনো ঢোকেনি তাদের নাম ট্রাইব্যুনালে যাবে।' মমতা বলেন, আপনারা নথি নিয়ে যাবেন।

এরপর ফের গ্যাসের দাম বৃদ্ধি নিয়ে বিজেপিকে আক্রমণ করে মমতা কটাক্ষ করে বলেন, ইলেকশন পেরিয়ে গেলে গ্যাসও পাবেন না। সেই উনুনেই রান্না করতে হবে। এক মাসের জন্য কেরোসিন হয়তো পাবেন কিন্তু সুগারের কোটাকেড়ে নিয়েছে। কিন্তু যতক্ষণ পারবো দিয়ে যাবেন দাবি করে মমতা বলেন, বিনে পয়সায় খাদ্য দিচ্ছে তৃণমূল সরকার আর বিজেপি রোজ কাগজে পয়সা দিয়ে বিজ্ঞাপন প্রচার করছে। সারা ভারতে চল্লিশ শতাংশ বেকার বাড়লেও বাংলায় ৪০ শতাংশ বেকারের হার কমেছে। আমরা ধর্মনির্বিশেষে স্বাস্থ্যসাথী দিই, নব্বই শতাংশ লোক এখানে রেশন পান, বাংলায় সকলের কথা ভাবা হয়।

এরপর দরাজ মমতা বলেন, বাড়িতে বাড়িতে জল পৌছাবো , যত কাঁচা বাড়ি আছে সব পাকা হবে, কৃষকদের জন্য পৃথক বাজেট। তৃণমূল সুপ্রিমো বলেন বাইরে থেকে 'যতই পাঠান অবজার্ভার শূন্য হবে বিজেপির দরবার।' মানুষ ভোট দেবে -অবজারভার ভোট দেবে না। বাংলা একটু অন্যরকম বিহারের লোকে তা বুঝতে পারেনি , মহারাষ্ট্র -হরিয়ানা কেউ বুঝতে পারেনি, ছলনা করে বিজেপি জিতেছে। তারপর তাঁর সাবধানবাণী, কাউন্টিং-এর দিন ইভিএম মেশিন চেক করে সবকিছু ঠিকঠাক দেখে নিও, খেয়াল রাখতে হবে লোডশেডিং-এর নামে মেশিন পাল্টে যেন না ফেলা হয়। কোনও জায়গায় মেশিন খারাপ হয়ে গেলে মেশিনের ভোট আর এলাও করবে না, ভিপিপ্যাড ছাড়া কোনও কিছু মানবে না। এরপর তাঁর নির্দেশ, যাদের নাম এখনও বাদ আছে তাদের নাম গুলো ঢোকাবার ব্যবস্থা করুন। এবারও খেলা হওয়ার আহ্বান জানিয়ে তিনি বলেন, 'এবারের খেলা দুরন্ত খেলা দুর্দান্ত খেলা, বিজেপির সূর্যাস্তের খেলা'। বাংলাকে টার্গেট করার ফল ভুগতে হবে ভোটের রেজাল্টের পর আমাদের টার্গেট হবে দিল্লী। তারপর মমতা মঞ্চে স্লোগান তোলেন, 'যতই করো হামলা, আবার জিতবে বাংলা।'

বীরভূমের নানুরে জনসভা সেরে বড়এঞ্চার তৃণমূল প্রার্থী প্রতিমা রজকের সমর্থনে ডাকবাংলার কিষান মান্ডিতে ছিল মমতার জনসভা। সভামঞ্চে কান্দির প্রার্থী অপূর্ব সরকার, খড়গ্রামের প্রার্থী আশিস মার্জিত ছিলেন। বড়এঞ্চার নির্বাচনী জনসভা সেরে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নবগ্রামে অপর একটি জনসভায় যোগ দেওয়ার কথা ছিল। দুপুর ২টো ১০ মিনিট নাগাদ নবগ্রামের উদ্দেশ্যে বড়এঞ্চার মাটি ছাড়ে মমতাবন্দ্যোপাধ্যায়ের কপ্টার।

ফের দুর্যোগের কবলে কপ্টার

■ বুধবার ফের দুর্যোগের কবলে পড়ে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের হেলিকপ্টার। মুর্শিদাবাদের বড়এঞ্চায় সভা করার পর কপ্টারে ওই জেলারই নবগ্রামে যাচ্ছিলেন তিনি। কিন্তু প্রবল ঝড়বৃষ্টির কারণে কপ্টার নবগ্রামের সভাস্থলে অবতরণ করতে পারেনি। কপ্টারের পাইলট ঝুঁকি না-নিয়ে কপ্টারটিকে বড়এঞ্চাতেই ফিরিয়ে আনেন। বড়এঞ্চা থেকে সড়কপথেই নবগ্রামের উদ্দেশে রওনা দেন মুখ্যমন্ত্রী।

প্রাথমিক ভাবে জানা গিয়েছে, দুপুর ২টো ১০ মিনিটে বড়এঞ্চা থেকে কপ্টারে নবগ্রামের উদ্দেশে রওনা দিয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। বড়এঞ্চায় আবহাওয়া স্বাভাবিকই ছিল। কিন্তু নবগ্রামের সভাস্থলে নামতে গিয়ে অসুবিধার মুখে পড়ে কপ্টার। আবহাওয়া পরিস্থিতি অনুকূল না-থাকায় কপ্টারের মুখ ঘুরিয়ে ফের বড়এঞ্চাতেই নিয়ে যান কপ্টারের পাইলট। সেখানেই কপ্টারটি অবতরণ করে। কয়েক দিন আগেই দুর্যোগে আকাশপথে বিপাকে পড়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। ফের একই অভিজ্ঞতা,তবে থামেনি সফর, পথ বদলেছে মাত্র।

এর আগে গত বৃহস্পতিবার দুর্যোগের কবলে পড়েছিল মুখ্যমন্ত্রীর বিমান। ওই দিন বীরভূমের দুবরাজপুরে সভা সেরে অন্ডাল বিমানবন্দর থেকে কলকাতা ফেরার জন্য বিমান ধরেছিলেন। কিন্তু নির্ধারিত সময়ে তা অবতরণ করতে পারেনি।দুপুরের পর থেকে আচমকা ঝড়বৃষ্টি শুরু হয় কলকাতার বিস্তীর্ণ অংশে। কলকাতা বিমানবন্দর এলাকায় বৃষ্টির বেগ বাড়ে। সেই সঙ্গে ছিল ঝোড়ো হাওয়ার দাপট।

অশান্তির আশঙ্কায় জোরদার নিরাপত্তা

নিজস্ব প্রতিবেদন: ফর্ম ৬ জমা নিয়ে তৃণমূল ও বিজেপির সংঘাত ক্রমশ তীব্র হওয়ার প্রেক্ষিতে বড়সড় অশান্তির আশঙ্কায় কড়া পদক্ষেপ নিল কলকাতা পুলিশ। বিবাদি বাগে অবস্থিত রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের দপ্তরকে ঘিরে বাড়ানো হল নিরাপত্তা। স্ট্র্যান্ড রোড সংলগ্ন এলাকায় বিএনএসএস-এর ১৬৩ ধারা জারি রেখে তার পরিসরও আরও বিস্তৃত করা হয়েছে।

লালবাজার সূত্রে জানা গিয়েছে, নির্ভরযোগ্য তথ্যের ভিত্তিতে আশঙ্কা করা হচ্ছে, সিইও দপ্তরের সামনে বড় ধরনের বিক্ষোভ বা হিংসাত্মক পরিস্থিতি তৈরি হতে পারে, যা জনশান্তি ভঙ্গ করতে পারে। সেই কারণেই আগের নির্দেশিকার সীমানা সংশোধন করে নতুন করে কড়াকড়ি আরোপ করা হয়েছে।

নতুন নির্দেশ অনুযায়ী, স্ট্র্যান্ড রোডের সম্পূর্ণ অংশ, কয়লাঘাটা ক্রসিং থেকে কিরণশঙ্কর রায় রোড ক্রসিং পর্যন্ত, এবং রাস্তার দু'পাশের ফুটপাথ জুড়েই বিধিনিষেধ জারি থাকবে। আগে এই অংশের একটি অংশ বিধিনিষেধের বাইরে থাকলেও বর্তমান পরিস্থিতিতে গোটা এলাকাকেই নিরাপত্তার আওতায় আনা হয়েছে।

আজ ভবানীপুরে মনোনয়ন শুভেন্দুর, থাকবেন কি শাহ?

নিজস্ব প্রতিবেদন: ভবানীপুর আজ মনোনয়ন জমা দেবেন শুভেন্দু অধিকারী। জোর জল্পনা, শুভেন্দুর মনোনয়নের সময় উপস্থিত থাকতে পারেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। দলীয় মহলের ইঙ্গিত, কর্মসূচি সাজানো হয়েছে ধাপে ধাপে, হাজরা মোড়ে জনসভা, তার পর সংক্ষিপ্ত রোড শো, শেষে পদযাত্রা করে মনোনয়ন পেশ। এক বিজেপি নেতার কথায়, 'এটা শুধু মনোনয়ন নয়, একটা বার্তা।'

রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, এই সম্ভাব্য উপস্থিতির লক্ষ্য স্পষ্ট, ভবানীপুরকে জাতীয় রাজনীতির কেন্দ্রে তুলে আনা। শীর্ষ নেতৃত্ব, যার মধ্যে নরেন্দ্র মোদী-র সম্মতির কথাও শোনা যাচ্ছে, এই লড়াইকে বৃহত্তর প্রেক্ষাপটে দেখতে চাইছে। দলের একাংশ বলছে, 'প্রশাসনের বাইরে এসে সরাসরি ময়দানে নামাই এখন কৌশল।' ফলে ভবানীপুরে

আজকের দিনটি শুধু আনুষ্ঠানিক নয়, একটি রাজনৈতিক শক্তিপরীক্ষার সূচনা।

উল্লেখ্য, বিধানসভা ভোটের জন্য বিজেপি এখনও তাদের ইস্তাহার (সংকল্পপত্র) প্রকাশ করেনি। তার আগেই ভবানীপুর কেন্দ্রের জন্য পৃথক ভাবে ইস্তাহার প্রকাশ করে দিলেন শুভেন্দু অধিকারী। এই এলাকার বাসিন্দাদের জন্য মোট চার দফা প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন তিনি। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে শুভেন্দুর এই লড়াইকে যে বিজেপি বাড়তি গুরুত্ব দিচ্ছে, তা আরও স্পষ্ট হল এই পৃথক ইস্তাহারে। এখানকার জনবিন্যাসের কথা মাথায় রেখেই এই ইস্তাহার তৈরি করা হয়েছে। চেষ্টা হয়েছে ভবানীপুরবাসীর প্রায় সব অংশকেই ছুঁয়ে যাওয়ার। মনোনয় জমা দেওয়ার ঠিক আগের দিনই শুভেন্দুর এই ইস্তাহারে চার দফা প্রতিশ্রুতির মধ্যে উল্লেখযোগ্য ভাবে জায়গা পেয়েছে ভবানীপুর অঞ্চলের পুর পরিষেবা। মুখ্যমন্ত্রীর আসনেও সাধারণ জনতা পর্যাপ্ত পুর পরিষেবা পাচ্ছেন না, এমন একটি ধারণা তুলে ধরার চেষ্টা হয়েছে ওই ইস্তাহারে। ভবানীপুরবাসীর জন্য উন্নত পুর পরিষেবার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন শুভেন্দু।

বিমানের জ্বালানির দাম দ্বিগুণ

নিজস্ব প্রতিবেদন: মধ্যপ্রাচ্যে যুদ্ধের জের। এক ধাক্কায় দ্বিগুণ বাড়ল বিমানের জ্বালানির (এটিএফ) দাম। এর ফলে আরও মহার্ঘ হতে চলেছে উড়ান সফর। তেমনটাই আশঙ্কা করা হচ্ছে। বিমানের জ্বালানির দাম এখন প্রতি কিলোলিটার বেড়ে দাঁড়িয়েছে ২.০৭ লক্ষ টাকা। সূত্রের খবর, ভারতে বিমান জ্বালানির দাম আন্তর্জাতিক মানদণ্ডের ভিত্তিতে প্রতি মাসে সংশোধন করা হয়। হরমুজ প্রণালী বন্ধ থাকায় বিশ্বব্যাপী জ্বালানি সংকট সৃষ্টি হয়েছে। এর জেরেই বিমানের জ্বালানির দাম এক ধাক্কায় এতটা বাড়ল। মনে করা হচ্ছে, এই দাম বৃদ্ধি সরাসরি প্রভাব ফেলতে পারে বিমানের ভাড়ায়। তবে সরকারের একটি সূত্রের খবর, বিমান ভাড়া যাতে নাগালের বাইরে না চলে যায় তার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করতে চলেছে কেন্দ্র। বিমানের জ্বালানির পাশাপাশি ইন্ডিয়ান অয়েলের প্রিমিয়াম পেট্রোল এবং ডিজেলের দামও বৃদ্ধি পেয়েছে। ইন্ডিয়ান অয়েলের এক্সপি ১০০-র (প্রিমিয়াম পেট্রল) দাম ছিল প্রতি লিটারে ১৪৯ টাকা। এখন তা বেড়ে হয়েছে ১৬০ টাকা। অর্থাৎ প্রতি লিটারে মূল্যবৃদ্ধি ১১ টাকা। অন্যদিকে, ইন্ডিয়ান অয়েলের এক্সট্রা গ্রিন (প্রিমিয়াম ডিজেল)-এর নতুন দাম হয়েছে ৯২.৯৯ টাকা। আগে এর দাম ছিল লিটারপ্রতি ৯১.৪৯ টাকা।

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন

[illegible]

[illegible]

AFFIDAVIT

I, **Saareesh Churiwala** S/O Sanjay Churiwalla residing at 8/1, Loudon Street, 2nd Floor, Kolkata-700 017, W.B. do hereby declare vide affidavit before the Notary Public, Kolkata dated 01.04.2026 that my father's correct and actual name is Sanjay Churiwalla which has been recorded in my PAN card, in my father's Passport being no. Z6537607, in Aadhar card and Voter ID card but in my passport being no. P4751648, my father's name has been recorded as Sanjay Churiwala. Sanjay Churiwalla and Sanjay Churiwala is the same and one identical person i.e. my father.

নাম-পদবী

24/3/26 জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আলিপুর কোর্টে এফিডেভিটে আমার পিতা Ashok Biswas ও Ashoke Biswas একই ব্যক্তি হইল পুত্র সুমন বিশ্বাস উভয়।

নাম-পদবী

আমি Jay Chand 16/03/26 এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট কৃষ্ণনগর কোর্টের এফিডেভিটে আমার পিতা Habal Chand ও Sushanta Chandra উভয়ে একই ব্যক্তি হইল।

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সর্ব্বসাধারণকে জানানো যাইতেছে যে, পশ্চিমবঙ্গে বিভিন্ন আদালতে এবং বি.এল. এ্যান্ড এল.আর অফিসে নিম্ন লিখিত 'ল' ক্লার্কসগণ কাজ করিতেছেন। পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কাউন্সীল অফিস শিয়ালদা কোর্ট কমপ্লেক্স (১ম তল) ১নং বেলেঘাটা রোড, কলকাতা-৭০০০১৪, ঠিকানায় তাঁহাদের নামে লাইসেন্স করিবার জন্য আবেদন করিয়াছেন। ইহাতে কাহারো আপত্তি থাকিলে পর বিজ্ঞপ্তি জারির ১৫ দিনের মধ্যে উপোরক্ত ঠিকানা কাউন্সীল অফিসে জানাইতে পারেন। ১) জেলা- পশ্চিম মেদিনীপুর। (ক) প্রীতমজানা, থানা- মোহনপুর, সাং- বোরাই, (খ) প্রদীপকুমার দত্ত, থানা- খড়গপুর (এ্যান), সাং কৌশল্যা, ২) জেলা- পূর্ব মেদিনীপুর, (ক) সয়েদ মনিরুল ইসলাম, থানা- মহিষাদল, সাং- জগৎপুর।

Adhir Manna
President
All India Law Clerks Federation
West Bengal State Committee
31-03-2026

CHANGE OF NAME

I, Pritam Halder, S/O Partha Halder and Susmita Halder, residing at Raipur, Paglachandi, Kaliganj, Nadia-741181, do hereby declare that there is discrimination in my and my parents 'Surname', but I myself, Pritam Haldar & Pritam Halder will be known henceforth as the same & one identical person. My family surname is "Halder" vide affidavit no. 61AB 859795, dt 06.08.2024, declared before the 1st class Judicial Magistrate, at Berhampore court, Murshidabad.

NOTICE

In the Court of Learned District Delegate, Hooghly at Chinsurah
ACT XXXIX Case No. 34 of 2025
Sri Sourav De -Vs- Sri Sougata De

Whereas the above named petitioner Sri Sourav De has filed a petition before this Court for the grant of Succession Certificate regarding the debts and securities left by his deceased father **Umapada De,** S/o. Late Pareshnath De, died on 19.10.2023 & his mother **Swapna De,** W/o. Umapada De, died on 15.12.2021, both were residents of Suripara, Near Mosque, P.O. & P.S. Chinsurah, Dist. Hooghly - 712101, West Bengal.

Notice is hereby published in for the knowledge of all concerned that in case anybody has any objection for the grant of succession certificate, he can file objection to the same within 30 days from the date of publication of this notice failing which the petition shall be decided in accordance with law.

Identified by me
Shankha Subhra Chatterjee
Advocate, Judges' Court, Chinsurah
By Order of the Court
Jyotirmoy Sarkar (Sheristadar)
District Delegate, Hooghly

নাম -পদবী পরিবর্তন

গত 18/03/2026, S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী, কোর্টে 5738 নং এফিডেভিট বলে আমি Amit Dey & Amit Kumar Dey ও আমার পিতা Asit Dey, A Dey & Asit Kumar Dey সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

গত 25/02/2026, জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর, হুগলী, কোর্টে 6506 নং এফিডেভিড বলে আমি Ajmira Begam Mondal W/o. Mobarak Mondal, সাং দরগাপাড়া, বাবনান, দাদপুর, হুগলী-৭১২৩০৫, পঃবঃ, ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার পুত্রের (Mohammad Mahbub Hossain Mondal) জন্ম সার্টিফিকেটে (being Regn. no. 290/04, dt. 30.04.2004) আমার/পুত্রের মাতার সঠিক নাম Ajmira Begam Mondal-এর পরিবর্তে Mst Ajmira Bibi ও আমার স্বামী/পুত্রের পিতার সঠিক নাম Mobarak Mondal-এর পরিবর্তে Mohammad Mobarak Hossain Mondal লিপিবদ্ধ আছে। আমি/পুত্রের মাতা Ajmira Begam Mondal ও Mst Ajmira Bibi ও আমার স্বামী/পুত্রের পিতা Mobarak Mondal ও Mohammad Mobarak Hossain Mondal সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

গত 18/02/2026, জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর, হুগলী, কোর্টে 6214 নং এফিডেভিট বলে আমি Habiba Khatun (old name) D/o. Sk. Mazizal Haque, R/o. Matukpur, Pandua, Hooghly-712149, W.B., ঘোষণা করিয়াছি যে, আমি Habiba Khatun নাম পরিবর্তন করিয়া সর্বত্র Mst. Habiba Khatun (New Name) নামে পরিচিত হইয়াছি। আমি Mst. Habiba Khatun & Habiba Khatun D/o. Sk. Mazizal Haque সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

গত 01/04/2026, জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর, হুগলী, কোর্টে 8872 নং এফিডেভিট বলে আমি Subhasree Bhattacharjea D/o. Soumendra Nath Bhattacharjea (old name), R/o. Roy Bajar, (Durga Mandir), Chinsurah, Hooghly-712103, W.B. ঘোষণা করিয়াছি যে, আমি Subhasree Bhattacharjea D/o. Soumendra Nath Bhattacharjea নাম পরিবর্তন করিয়া সর্বত্র Subhasree Bhattacharjee D/o. Soumendra Nath Bhattacharjee (New Name) নামে পরিচিত হইয়াছি। আমি Subhasree Bhattacharjee D/o. Soumendra Nath Bhattacharjee & Subhasree Bhattacharjea D/o. Soumendra Nath Bhattacharjea সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

গত 30/03/2026, জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর, হুগলী, কোর্টে 8398 নং এফিডেভিট বলে আমি Aslema Begam D/o. Sk Korban Ali সাং কাজিপাড়া রোড, চুঁচুড়া, হুগলী-৭১২১০১, পঃবঃ, ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার পিতা Sk Kurban Ali & Sekh Kurban Ali & Sk Korban Ali S/o. Sk Rashid Ali & Sk Korban Ali S/o. Sk Rasid Ali & Korban Sk S/o. Rashid Sk, একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন, যাহা 2002 সালের ভোটার লিস্টে, ১৮৩ সিঙ্গুর বিধানসভা, অংশ নাম্বার ৮৩, ক্রমিক নাম্বার ২৫৬, হুগলী, এবং আমার ও আমার পিতার সকল ডকুমেন্টে লিপিবদ্ধ আছে।

গত 27/01/2026, জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর, হুগলী, কোর্টে 3136 নং এফিডেভিট বলে আমি Samit Adhikary S/o. Becha Adhikary, সাং ধনিজপুর, মালিপাড়া, দাদপুর, হুগলী-৭১২৩০৫, পঃবঃ, ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার সকল ডকুমেন্টে আমার পিতার সঠিক নাম Sagar Adhikary-এর পরিবর্তে পিতার ডাক নাম (Nick Name) Becha Adhikary লিপিবদ্ধ রহিয়াছে। আমার পিতা Sagar Adhikary ও Becha Adhikary সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন।

গত 30/03/2026, জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর, হুগলী, কোর্টে 8423 নং এফিডেভিট বলে আমি Sukumar Bangal S/o. Panchugopal Bangal, R/o. Patna Bhairabpur, Polba, Hooghly-712148, ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার সকল ডকুমেন্টে আমার নাম Sukumar Bangal লিপিবদ্ধ রহিয়াছে। কিন্তু আমার দুই পুত্রের (Avijit Ghosh & Barun Ghosh) সকল ডকুমেন্টে আমার/পুত্রের পিতার নাম Sukumar Ghosh লিপিবদ্ধ রহিয়াছে। আমি Sukumar Bangal ও Sukumar Ghosh সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

গত 30/03/2026, জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর, হুগলী, কোর্টে 8424 নং এফিডেভিট বলে আমি Barun Ghosh S/o. Sukumar Ghosh, R/o. Patna Bhairabpur, Polba, Hooghly-712148, ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার সকল ডকুমেন্টে আমার সঠিক নাম Barun Ghosh S/o. Sukumar Ghosh, লিপিবদ্ধ রহিয়াছে। কিন্তু আমার পিতার সকল ডকুমেন্টে পিতার নাম Sukumar Bangal লিপিবদ্ধ রহিয়াছে। আমি Barun Ghosh S/o. Sukumar Ghosh ও Barun Ghosh S/o. Sukumar Bangal, সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

গত 30/03/2026, জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর, হুগলী, কোর্টে 8425 নং এফিডেভিট বলে আমি Avijit Ghosh S/o. Sukumar Ghosh, R/o. Patna Bhairabpur, Polba, Hooghly-712148, ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার সকল ডকুমেন্টে আমার সঠিক নাম Avijit Ghosh S/o. Sukumar Ghosh, লিপিবদ্ধ রহিয়াছে। কিন্তু আমার পিতার সকল ডকুমেন্টে পিতার নাম Sukumar Bangal লিপিবদ্ধ রহিয়াছে। আমি Avijit Ghosh S/o. Sukumar Ghosh ও Avijit Ghosh S/o. Sukumar Bangal, সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

আজকের দিনটি কেমন যাবে?

আজ ২রা এপ্রিল। ১৮ই চৈত্র। বৃহস্পতিবার। পুর্নিমা তিথি। জন্মে কন্যা রাশি, অষ্টোত্তরী বুধ এর বিংশোত্তোরী চন্দ্র র মহাদশা কাল। মৃতে দোষ নেই।

মেষ রাশি : প্রাপ্তি। বিদ্যা ভাগ্য ভালো। আজ বাধা থাকলেও, নতুন কিছু করার শক্তি পাবেন। বৈবাহিক জীবনে কিছু সমস্যা আসছে, প্রতিবেশীর দ্বারা সমাধান। ঋর কর্ম ক্ষেত্রে বিশেষ সম্মান বৃদ্ধির সুযোগ। মন্ত্র ওম নমঃ শিবায়। শুভ রং সাদা। শুভ দিক পূর্ব।

বৃষ রাশি : মানষিক ভাবে ভাল। সম্পর্কে শুভত্ব আনতে চেষ্টা করতে হবে। পরিবার এর কোন গোপন কথা, সমস্যা তৈরি করতে পারে। এক প্রবীনা সদস্য র ভুল বাক্য দ্বারা হঠাৎ করেই সমস্যা হবে। যারা কম্পিউটার টেকনোলজি বিভাগে কাজ করছেন, তারা সম্মান পাবেন। মন্ত্র গণ গণশায় নমঃ। শুভ রং ঘিয়ে। শুভ দিক উত্তর।

মিথুন রাশি : কিছু শুভ।মানুষ চিনতে ভুল করেছেন। তৃতীয় ব্যক্তির জন্য পরিবারে, ভুল বোঝাবুঝি হবে। খুব তাড়াতাড়ি কাজ করার জন্য আজ ক্ষতির সম্মুখীন হতে হবে। বিশ্বাস করে যাকে দায়িত্ব দিয়েছেন, নজর রাখুন সেই দিকে। মন্ত্র দুর্গে দুর্গে রক্ষিণী স্বাহা। শুভ রং সবুজ। শুভ দিক পূর্ব।

কর্কট রাশি : তর্কে জিততে পারবেন না। নৈরাশ্য হতাশা গ্রাস করবে মনটাকে। নতুন বন্ধুত্বের অনুরোধ, কেন উপেক্ষা করছেন? সময় দিন, শুভ হবে। সম্পত্তি দখল নিয়ে মামলা শুরু হতে পারে। মন্ত্র ওম নমঃ শিবায়। শুভ রং সাদা। শুভ দিক পূর্ব।

সিংহ রাশি : খুব ভালো যোগাযোগ হবে। সবাই সামনে আপনার কথা মেনে নিয়ে, পিছনে বসে গুপ্ত শত্রুর ষড়যন্ত্রের করছে। সতর্ক থাকুন। খাদ্যদ্রব্যর ব্যবসায়ীদের জন্য আজকের দিনটা অতীব শুভ। মন্ত্র ওম গন গণেশায়। শুভ রং। হলুদ। শুভ দিক উত্তর।

কন্যা রাশি : পরিবার পরিজন সবাই আজ আপনার সহযোগ করবেন। ছাত্র ছাত্রীদের জন্য আজকের দিনটা অতীব শুভ। প্রবীন নাগরিক হিসেবে আজ আর্থিক সাহায্য পাবেন। তবে পুরাতন কোন মামলা থেকে সতর্ক থাকুন। মন্ত্র নমঃ শিবায় / কৃষ্ণায়। শুভ রং সবুজ। শুভ দিক দক্ষিণ।

তুলা রাশি : এক বান্ধব দ্বারা সুসংবাদ প্রাপ্তি। পরিবার পরিজন দের সাথে মধুর সম্পর্ক। আজ মন খুলে বান্ধব দের সাথে কথা বলতে পারেন। শুধু সন্ধ্যার পর অপরিচিত র ফোন না ধরা ভাল। ছাত্র ছাত্রীদের জন্য আজকের দিনটা অতীব শুভ। যারা কস্মেটিক্স ব্যবসা করেন, তাদের ব্যবসা বৃদ্ধি নিশ্চিত। মন্ত্র নমঃ শ্রী বিষ্ণু। শুভ রং লাল। শুভ দিক পশ্চিম।

বৃশ্চিক রাশি : দুঃখ প্রাপ্তি। সতর্ক থাকুন। আজ হয়রানির মধ্যেই সীমাবদ্ধ। কোন সমস্যা তৈরী হবে ব্যাংক লোন নিয়ে। কাগজপত্র গুছিয়ে রাখুন, কিছু প্রমান দিতে হতে পারে। রাজনৈতিক দলের নেতা কর্মীদের সাথে শুভ। মন্ত্র শন শনি দেবায় নমঃ। শুভ রং লাল। শুভ দিক পশ্চিম।

ধনু রাশি : বিবাহিত জীবনের জন্য শুভ। আজ ছাত্র ছাত্রীদের জন্য অতীব শুভ। বৈবাহিক দাম্পত্য জীবনে কোন তৃতীয় ব্যক্তির ব্যবহারে সমস্যা তৈরী হতে পারে। একটু সতর্ক থাকুন, ছলনা কারী স্বজন কে আজ চিনতে পারবেন। মোটর মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং এর কাজে আজ সফলতা। মন্ত্র দূর্গা মন্ত্র। শুভ রং হলুদ। শুভ দিক উত্তর।

মকর রাশি : শান্তির বাতাবরন পরিবারে। ফোন কলে আজ লাভ প্রাপ্তি। পুরাতন বান্ধব দ্বারা শুভ। যারা উচ্চ বিদ্যা তে আছেন, সফলতা অর্জন করতে পারবেন। বৈবাহিক দাম্পত্য জীবনে শুভ। লৌহ আকরিক ব্যবসা তে ধন প্রাপ্তি। মন্ত্র কৃষ্ণ মন্ত্র। শুভ রং কালো। শুভ দিক পশ্চিম।

কুম্ভ রাশি : ধার্মিক আধ্যাত্মিক মন যুক্ত দিন। আপ্যায়ন ভাল, তবে আজ দুই পরিচিত মানুষ সম্পর্কে সতর্ক থাকুন। গুপ্ত শত্রুর ষড়যন্ত্রের মোকাবিলা করতে হবে। সবাই আপনার মতো সরলতায় পূর্ন নয়। মন্ত্র কৃষ্ণ মন্ত্র। শুভ রং নীল। শুভ দিক পশ্চিম।

মীন রাশি : প্রতিবাদ না করাটা ভাল। আজ সত্য উদঘাটন হতে পারে। দাম্পত্য জীবনে কষ্ট। মনের মানুষ কে ভুল বুঝে কষ্ট পাবেন। আর্থিক স্থিতি শুভ। প্রেমিক যুগল, বয়স্কদের সাহায্যে নিয়ে এগিয়ে যাও, শুভ হবে। মন্ত্র শিব মন্ত্র। শুভ রং হালকা হলুদ। শুভ দিক উত্তর।

(আজ জৈন ধর্মের ওলি পর্ব। শ্রী শ্রী হনুমান জয়ন্তী। চৈত্র পুর্নিমা তিথি। শ্রী শ্রী মা কমলেকামিনী পুজো।)

ঘোষণা- এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সত্যতা সম্পর্কে এজেন্ট বা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ কোনওভাবে দায়বদ্ধ নয়।

প্রার্থীদের সমর্থনে ফালাকাটা ও রাজগঞ্জে জনসভা অভিষেকের

নিজস্ব প্রতিবেদন, রাজগঞ্জ ও ফালাকাটা: বুধবার উত্তরবঙ্গে নির্বাচনী জনসভা করেন তৃণমূলের সেকেন্ড ইন কমান্ড অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। সেই সভা থেকেই বিজেপিকে একহাত নিলেন তিনি। আলিপুরদুয়ারের ফালাকাটায় দাঁড়িয়ে অভিষেক বলেন, ফালাকাটায় এবার কচুকাটা হতে চলেছে বিজেপি। মঞ্চ থেকে বিজেপির উদ্দেশে চ্যালেঞ্জ ছুড়ে তিনি বলেন, ২০১৯ সালেও আলিপুরদুয়ার লোকসভায় বিজেপি জয়লাভ করেছে, কেন্দ্রে ১২ বছরের বিজেপি সরকারকে চ্যালেঞ্জ করে বলছি কাজের রিপোর্ট কার্ড নিয়ে আসুক। যাঁরা ভোট দিয়ে জনপ্রতিনিধিদের নির্বাচন করেন, তাঁদেরকে রিপোর্ট কার্ড দেখানো জনপ্রতিনিধিদের কর্তব্য। তাঁর আরও সংযোজন, 'এখন ভোট এসেছে। পরিযায়ী বিজেপি নেতারা আসবেন। গত পাঁচ বছরে বাংলার আবাস যোজনায় ১০ পয়সা দিয়েছে প্রমাণ করতে পারলে আমরা ভোট চাইব না। ২০২১ থেকে ২০২৬ সাল পর্যন্ত বাংলার মানুষের অ্যাকাউন্টে ৫ পয়সা সাহায্য করেছে প্রমাণ করতে পারলে বুঝব বিজেপির বুকের পাটা আছে। এদিন দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি নিয়েও কেন্দ্রীয় সরকারের তুমুল সমালোচনা করেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। পাশাপাশি ফালাকাটায় পাকা সেতু ও পুরসভার স্থায়ী ভবন নির্মাণ ও পরিকাঠামো তৈরির প্রতিশ্রুতিও দেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়।

এছাড়া এদিন অভিষেক রাজগঞ্জের প্রার্থী স্বপ্না বর্মনের সমর্থনেও জনসভা করলেন। তিনি বলেন, এই জনসভায় তপ্ত রৌদ্রকে উপেক্ষা করে রাজগঞ্জবাসী প্রমাণ করলেন বাংলায় বিরোধীদের স্থান নেই। তাঁদের রায় তৃণমূলের পক্ষে ছিল এবং আগামী দিনেও থাকবে। যে বাংলা-বিরোধী দিল্লির জমিদাররা গরিব মানুষের টাকা ইচ্ছাকৃতভাবে আটকে রাখে, যে প্রতিনিধিরা বাংলার মনীষীদের অসম্মান করে, সেই প্রতিনিধিরা আর যাইহোক সাধারণ মানুষের প্রতিনিধি হতে পারে না। বাংলার বিভিন্ন প্রান্তে ঘুরে ঘুরে মানুষকে বোকা বানানোর চেষ্টা করে চলেছে বিজেপির পরিযায়ী নেতারা।

তিনি আরও বলেন, বাংলা-বিরোধী, গণতন্ত্রের হত্যাকারী, সংবিধান বিনষ্টকারীদের চিরতরে বিদায় দিতে - রাজগঞ্জ বিধানসভার প্রার্থী বাংলার গর্ব স্বপ্না বর্মন'কে জোড়াফুল চিহ্নে ভোট দিয়ে এত ব্যবধানে জেতান যাতে, লজ্জায় স্বৈরাচারীরা আর মুখ দেখাতে না পারে। নিজের অধিকারকে বজায় রাখতে, রাজগঞ্জ বিধানসভার উন্নয়ন অব্যাহত রাখতে, তৃণমূল কংগ্রেসকে ভোট দিন - আমি কথা দিচ্ছি আপনাদের ভালো রাখার দায়িত্ব আমাদের।

ভোটের তালিকা ঘিরে চাপ বাড়ছে, প্রধান বিচারপতির দ্বারস্থ তৃণমূল

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: ভোটের আগমুহূর্তে তালিকার অদৃশ্য ফাঁক যেন ক্রমশ বড় হচ্ছে। কোথাও নাম উধাও, কোথাও বিভ্রান্তি; এই আবহেই আদালতের দরজায় কড়া নাড়ল শাসক শিবির। লক্ষ্য একটাই, বাদ পড়া মানুষের পথ সহজ করা। দলের বক্তব্য, শুধু অনলাইন ভরসা করলে চলবে না। বিশেষ করে গ্রামাঞ্চলের মানুষের কথা মাথায় রেখে সরাসরি আবেদন জানানোর সুযোগ চালুর দাবি তোলা হয়েছে। তাদের কথায়, মানুষ যাতে নিজে গিয়ে আবেদন করতে পারে, সেই ব্যবস্থাই জরুরি। চিঠিতে আরও প্রস্তাব; ব্লক স্তর পর্যন্ত আবেদন জমা নেওয়ার সুযোগ তৈরি হোক। এতে দূরের মানুষের যাতায়াতের ঝক্কি কমবে। একই সঙ্গে শোনা যাচ্ছে, শুনানির ক্ষেত্রেও বিকল্প দরকার। সশরীরে বা ভার্চুয়াল; দুটোই খোলা থাকুক, এমনই দাবি। প্রক্রিয়ার স্বচ্ছতা নিয়েও সরব শাসকদল। আবেদন জমা দিলে সরকারি রশিদ দেওয়া বাধ্যতামূলক করার কথা বলা হয়েছে। পাশাপাশি, প্রতিদিনের ভিত্তিতে ফল প্রকাশের আবেদনও জানানো হয়েছে, যাতে অনিশ্চয়তা না থাকে। ভোটের আগে সময় কম। তাই দ্রুত নিষ্পত্তির উপরেই জোর। দলের কথায়, মানুষ যেন জানে;তার নাম ফিরল কি না, সেটাই এখন সবচেয়ে জরুরি।

দক্ষিণ-পূর্ব রেলে নতুন দায়িত্বে সৌমিত্র মজুমদার

নিজস্ব প্রতিবেদন: নতুন অর্থবর্ষের শুরুতেই দায়িত্বে বড় পরিবর্তন। সৌমিত্র মজুমদার-এর হাতে এল দক্ষিণ-পূর্ব রেলের জেনারেল ম্যানেজারের দায়িত্ব। এতদিন তিনি একই সংস্থার অতিরিক্ত জেনারেল ম্যানেজার পদে ছিলেন। ১৯৮৯ ব্যাচের আইআরটিএস অফিসার হিসেবে দীর্ঘ প্রশাসনিক অভিজ্ঞতা তাঁর ঝুলিতে। বাণিজ্যিক বিভাগ থেকে যাত্রী পরিবহণ; বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব সামলেছেন তিনি। রেল সূত্রে দাবি, অপারেশন ও জনসংযোগ; দুই ক্ষেত্রেই তাঁর দক্ষতা প্রমাণিত। সংগীত, ক্রীড়া ও সংস্কৃতির প্রতিও আগ্রহী এই আধিকারিক আপাতত অন্তর্বর্তীকালীন দায়িত্বেই থাকছেন। নিয়মিত নিয়োগ না হওয়া পর্যন্ত তিনিই সামলাবেন দক্ষিণ-পূর্ব রেলের হাল।

তৃণমূলের মুখগুলোই কালো, গো-ব্যাকের প্রত্যুত্তর সুকান্তর

নিজস্ব প্রতিবেদন, দিনহাটা: বুধবার দুপুরের দিনহাটা, হঠাৎই স্লোগানে থমকে গেল রাস্তা। সুকান্ত মজুমদার-এর কনভয় ঢোকার মুখেই কালো পতাকা উড়ল, উঠল 'গো ব্যাক' ধ্বনি। ভোটার তালিকা বিতর্কের আবহে জমে থাকা ক্ষোভ যেন আচমকাই বিস্ফোরিত। তবে দৃশ্যটিকে হালকাভাবে উড়িয়ে দিয়েছেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী নিজেই। তাঁর কথায়, কালো পতাকা দেখিনি, কিছু তৃণমূলের পতাকা দেখেছি। ওদের আলাদা করে কালো পতাকা লাগে না; মুখগুলোই কালো। কেউ চাকরি চুরি করেছে, কেউ কয়লা, কেউ বালি। একইসঙ্গে চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিয়ে বলেন, তআমি তো দাঁড়িয়ে আছি, দেখলাম কার কত দম। পালটা আক্রমণে উদয়ন গুহ। তাঁর কটাক্ষ, কেন্দ্রীয় বাহিনী সরিয়ে রাস্তায় নামুক বিজেপি, মানুষই বুঝিয়ে দেবে কত ধানে কত চাল।দ পুলিশি ঘেরাটোপে বড় কোনও সংঘর্ষ এড়ানো গেলেও, কোচবিহারের বাতাসে স্পষ্ট; ভোটের আগে লড়াই এখন শুধু মঞ্চে নয়, রাস্তাতেও।

কসবা বিধানসভা কেন্দ্রের তৃণমূল মনোনীত প্রার্থী জাবেদ আহমেদ খান ঢাকুরিয়া রেলস্টেশন অঞ্চলে নির্বাচনী প্রচার করছেন। ছবি: অদিতি সাহা

মনোনয়ন শুরু, আর প্রকাশ নয় নতুন সাপ্লিমেন্টারি তালিকা, সিইও দপ্তরের স্পষ্ট বার্তা

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: প্রথম দফার ১৫২টি বিধানসভা কেন্দ্রের ভোটের জন্য মনোনয়ন পর্ব শুরু হয়েছে। তাই এই কেন্দ্রগুলিতে 'আন্ডার অ্যাজুডিকেশন' বা বিচারাধীন ভোটারদের নথির নিষ্পত্তি হলেও আর কোনও নতুন সাপ্লিমেন্টারি তালিকা প্রকাশ করা হবে না বলে নির্বাচন কমিশন সিদ্ধান্ত নিয়েছে। মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের দপ্তর সূত্রে খবর, এই ১৫২টি কেন্দ্রে ইতিমধ্যেই চারটি সাপ্লিমেন্টারি তালিকা এবং একটি সাব-সাপ্লিমেন্টারি তালিকা প্রকাশিত হয়েছে। নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে যাঁদের নথির নিষ্পত্তি হয়েছে এবং জুডিশিয়াল অফিসাররা ই-সাইন করেছেন, কেবল তাঁরাই সাব-সাপ্লিমেন্টারি তালিকায় অন্তর্ভুক্ত হয়েছেন। জানা গিয়েছে, রবিবার দুপুর ৩টে থেকে রাত ১২টার মধ্যে যাঁদের আবেদন নিষ্পত্তি হয়ে ই-সাইন সম্পন্ন হয়েছে, তাঁদের নামই শেষ সাব-সাপ্লিমেন্টারি তালিকায় জায়গা পেয়েছে। এর পরে আর নতুন করে তালিকা প্রকাশের সুযোগ নেই।

দ্বিতীয় দফার ক্ষেত্রেও একই নীতি গ্রহণ করেছে কমিশন। বুধবার রাত ১২টা পর্যন্ত যেসব আবেদন নিষ্পত্তি হবে এবং বিচারকদের ই-সাইন সম্পূর্ণ হবে, সেগুলি অন্তর্ভুক্ত করে সপ্তম সাব-সাপ্লিমেন্টারি তালিকা প্রকাশ করা হবে। কমিশন সূত্রে জানা গিয়েছে, এপর্যন্ত অ্যাজুডিকেশন তালিকায় থাকা প্রায় ৬০ লক্ষ আবেদনের মধ্যে ইতিমধ্যেই ৪৭ লক্ষের নিষ্পত্তি হয়েছে। এর মধ্যে গড়ে প্রায় ৪৫ শতাংশ ক্ষেত্রে নাম 'ডিলিটেড' হয়েছে বলে সূত্রের দাবি।

বুথ বাড়তেই নিরাপত্তায় চাপ, অতিরিক্ত কেন্দ্রীয় বাহিনী চাইলেন সিইও

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনের আগে বুথ পুনর্বিন্যাসের জেরে রাজ্যে ভোটগ্রহণ কেন্দ্রের সংখ্যা উল্লেখযোগ্যভাবে বেড়ে যাওয়ায় নিরাপত্তা নিয়ে নতুন করে চাপ তৈরি হয়েছে। এই পরিস্থিতিতে অতিরিক্ত কেন্দ্রীয় বাহিনী চেয়ে নির্বাচন কমিশনের কাছে চিঠি পাঠাল রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের দপ্তর। নির্বাচন কমিশন সূত্রে জানা গিয়েছে, আগে রাজ্যে মোট বুথের সংখ্যা ছিল ৮০,৭১৯। পরে নির্দেশ দেওয়া হয়, কোনও বুথে ১,২০০-র বেশি ভোটার রাখা যাবে না। সেই নির্দেশ কার্যকর করতে গিয়ে রাজ্যে আরও ৪,৬৬০টি নতুন বুথ বাড়ানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। ফলে স্বাভাবিকভাবেই নিরাপত্তা ব্যবস্থায় পরিবর্তন আনতে হচ্ছে কমিশনকে। পূর্ব পরিকল্পনা অনুযায়ী প্রথম ও দ্বিতীয় দফার ভোটে ২,৪০০ কোম্পানি করে কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েনের কথা ছিল। কিন্তু বুথ সংখ্যা বৃদ্ধির ফলে সেই হিসাবেও বদল আনতে হচ্ছে। কমিশন সূত্রের খবর, নতুন বুথগুলিতে নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে আরও প্রায় ১২৫ কোম্পানি কেন্দ্রীয় বাহিনী প্রয়োজন হতে পারে। সেই কারণেই অতিরিক্ত বাহিনী চেয়ে কমিশনের কাছে আনুষ্ঠানিকভাবে আবেদন জানানো হয়েছে। প্রশাসনিক মহলের মতে, বুথ সংখ্যা বৃদ্ধি যেমন ভোটারদের সুবিধা বাড়াবে, তেমনই নিরাপত্তা নিশ্চিত করাও বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে উঠেছে। কমিশনের লক্ষ্য, প্রতিটি বুথে নির্বিঘ্ন ও শান্তিপূর্ণ ভোটগ্রহণ নিশ্চিত করা।

এসআইআরের প্রতিবাদে এসইউসিআই-এর বিক্ষোভ। ছবি: অদিতি সাহা

৯ এপ্রিল থেকে ২৯ এপ্রিল পর্যন্ত এক্সিট পোল নিষিদ্ধ, কমিশনের নির্দেশ

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: আসন্ন নির্বাচনকে সামনে রেখে এক্সিট পোল প্রকাশে নিষেধাজ্ঞা জারি করল নির্বাচন কমিশন। কমিশনের বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী, ৯ এপ্রিল সকাল ৭টা থেকে ২৯ এপ্রিল সন্ধ্যা ৬টা ৩০ মিনিট পর্যন্ত এক্সিট পোল পরিচালনা, প্রকাশ ও প্রচার সম্পূর্ণভাবে নিষিদ্ধ থাকবে। নির্বাচন কমিশন জানিয়েছে, জন প্রতিনিধিত্ব আইন, ১৯৫১-এর ১২৬এ ধারার অধীনে এই নির্দেশ জারি করা হয়েছে। এই সময়ের মধ্যে কোনও প্রিন্ট বা ইলেকট্রনিক মাধ্যম, কিংবা অন্য কোনও উপায়ে এক্সিট পোল সংক্রান্ত তথ্য প্রকাশ বা প্রচার করা যাবে না। কমিশনের তরফে স্পষ্ট করা হয়েছে, একাধিক রাজ্যে চলতে থাকা নির্বাচন প্রক্রিয়ার নিরপেক্ষতা বজায় রাখতেই এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। ভোটগ্রহণ সম্পূর্ণ শেষ না হওয়া পর্যন্ত ভোটারদের উপর কোনও প্রভাব না পড়ে, তা নিশ্চিত করাই এই নিষেধাজ্ঞার মূল উদ্দেশ্য। নির্বাচন কমিশন সূত্রে জানানো হয়েছে, নির্দেশ অমান্য করলে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি বা সংস্থার বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

ঝন্টু দে তাঁর নিজের জন্মদিনে সমাজকল্যাণে আয়োজন করলেন রক্তদান শিবিরের।

সিউড়িতে পুলিশ ও বিজেপি প্রার্থীর তরজা

নিজস্ব প্রতিবেদন, সিউড়ি: 'পুলিশ ইচ্ছাকৃতভাবে বিজেপির কর্মীদের চমকাচ্ছে।' এমন অভিযোগ আনলেন সিউড়ি বিধানসভা কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী জগন্নাথ চট্টোপাধ্যায়। ঘটনার সূত্রপাত বুধবার সকালে রবীন্দ্র পল্লিতে। উপেন দাস যিনি ১৬৮ নম্বর বুথ সভাপতি তাঁকে পুলিশ ও কেন্দ্রীয় বাহিনী গিয়ে হঠাৎই ভয় দেখাতে থাকেন বলে অভিযোগ। যদিও পুলিশ এই অভিযোগ অস্বীকার করেছে। তবে জগন্নাথ চট্টোপাধ্যায়ের দাবি, 'ভোটের আগে হেরে গিয়ে এখন হুমকিকে আশ্রয় করছে তৃণমূল। পুলিশ লেলিয়ে কেন্দ্রীয় বাহিনীকে ভুল বুঝিয়ে ব্যবহার করছে। আমরা এর শেষ দেখে ছাড়ব, প্রয়োজনে কমিশনে জানাব।'

একদিন আমার শহর

কলকাতা ২ এপ্রিল ২০২৬, ১৮ চৈত্র ১৪৩২ বৃহস্পতিবার

‘মধ্যযুগীয় বর্বরতার মতো আচরণ করছে তৃণমূল’

মহুয়া মৈত্রকে একহাত নিলেন বিরোধী দলনেতা

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: ভোটের মুখে আবারও উত্তপ্ত পূর্ব মেদিনীপুর। সংখ্যালঘু রাজনীতি ঘিরে সরাসরি তৃণমূলকে আক্রমণ শানালেন শুভেন্দু অধিকারী। তাঁর দাবি, নন্দীগ্রামে বিজেপির সংখ্যালঘু কর্মীদের উপর সামাজিক বয়কট থেকে জল বন্ধ, মধ্যযুগীয় বর্বরতার মতো আচরণ করার অভিযোগ করলেন শুভেন্দু। ঘটনার কথা জানিয়ে তিনি বলেন, রাষ্ট্রবাদী মুসলিম ভাইদের ভয় দেখানো হচ্ছে, কিন্তু তাঁরা মাথা নত করেননি। এরপরই ভেকুটিয়ার দেওয়ানচকে গিয়ে আক্রান্তদের সঙ্গে দেখা করার কথা জানান তিনি; সবসময় পাশে থাকার আশ্বাস দিয়েছি। রাজনৈতিক অধিকারের প্রসঙ্গ টেনে তাঁর মন্তব্য, বিজেপি করা কোনও অপরাধ নয়।

সংবিধান প্রত্যেক নাগরিককে নিজের মত বেছে নেওয়ার অধিকার দিয়েছে। একই সঙ্গে তৃণমূলের বিরুদ্ধে কড়া সুরে বলেন, এই ধরনের হস্তক্ষেপ মানে সংবিধানকে চ্যালেঞ্জ করা। শেষে সতর্কবার্তা, এই অত্যাচার বন্ধ না হলে বিজেপি চুপ করে থাকবে না। অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলার ক্ষমতা আমাদের আছে।

অন্যদিকে, ভবানীপুর ঘিরে রাজনৈতিক আবহ যখন তুঙ্গে, ঠিক তখনই তৃণমূল সাংসদকে নিশানা করে বিস্ফোরক অভিযোগ তুললেন শুভেন্দু অধিকারী। তাঁর দাবি, গুজরাতি সমাজকে অপমান করে আসলে দেশের আত্মাকেই আঘাত করা হয়েছে। মহুয়া মৈত্র-র মন্তব্য ঘিরে তীব্র প্রতিক্রিয়া জানিয়ে শুভেন্দুর কটাক্ষ, স্বাধীনতা সংগ্রামে গুজরাতিদের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তোলা মানে মহাত্মা গান্ধি আর সরদার প্যাটেলের উত্তরাধিকারকে অপমান। আরও যোগ করেন, প্যাটেলের দৃঢ়তা না থাকলে ৫৬২টি দেশীয় রাজ্য কখনও এক হত না। তৃণমূলকে সরাসরি আক্রমণ করে তাঁর অভিযোগ, একদিকে আমরা ‘এক ভারত শ্রেষ্ঠ ভারত’-এর কথা বলি, অন্যদিকে ওরা ‘ভাগ করে রাজ করো’ নীতিতে বিশ্বাসী। শেষে গুজরাতি ভোটারদের উদ্দেশে বার্তা, এই অপমানের জবাব গণতন্ত্রই দেবে। ভোটের আগে এই ইস্যুতে উত্তাপ যে আরও বাড়বে, তা স্পষ্ট।

চাঙড় ভেঙে বিপত্তি

■ রাতের নিস্তব্ধতা হঠাৎ ভেঙে দিয়েছিল বিকট শব্দ। মুহূর্তের ব্যবধানে বড় দুর্ঘটনা এড়ালেন এক তরুণ চিকিৎসক। আরজি কর মেডিক্যাল কলেজের লেডিজ হস্টেলের শৌচাগারে ছাদের অংশ ভেঙে পড়তেই চাঞ্চল্য ছড়ায় আবাসিকদের মধ্যে। চোখের সামনে ঘটনার সাক্ষী এক পড়ুয়ার কথায়, ওই ইন্টার্ন ঠিক বেরোনোর পরেই চাঙড়টা ভেঙে পড়ে। এক মিনিট দেরি হলে কী হত ভাবলেই শিউরে উঠছি। ঘটনার পর ক্ষোভে ফুঁসছেন পড়ুয়ারা। তাঁদের অভিযোগ, শুধু এই হস্টেল নয়, প্রায় সব আবাসনের অবস্থাই জরাজীর্ণ। বারবার জানিয়েও কোনও সুরাহা হয়নি। কর্তৃপক্ষের দিকে অভিযোগের তির, প্রতিবারই বলা হয়, টাকা নেই, উপরের অনুমতি আসেনি। এই ঘটনার প্রতিবাদে দ্রুত সংস্কারের দাবিতে স্মারকলিপি জমা দিয়েছেন পড়ুয়ারা। তাঁদের সাফ কথা, এভাবে আর চলতে পারে না। হাসপাতালের নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন যখন আগেই ছিল, এই ঘটনায় তা আরও জোরালো হয়ে উঠল।

প্রার্থী ঘিরে ক্ষোভ, উত্তেজনা

■ বুধবার দুপুর গড়াতেই উত্তেজনার আঁচ ছড়িয়ে পড়ে বিধানভবনের অন্দরে। প্রার্থী ঘোষণার পর থেকেই জমে ওঠা ক্ষোভ বুধবার যেন বিস্ফোরিত হল। অভিযোগের তির প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি শুভঙ্কর সরকার-এর দিকে; টিকিট বিক্রি হয়েছে, এমন দাবি তুলেই বিক্ষোভে ফেটে পড়েন একাংশ কর্মী-সমর্থক। চোখের সামনে পরিস্থিতি বদলে যেতে দেখেছেন প্রত্যক্ষদর্শীরা। এক কর্মীর কথায়, শান্তিপূর্ণ অবস্থান থেকেই শুরু হয়েছিল। আচমকা হামলা হয়। অন্য পক্ষের পাল্টা দাবি, ওরা প্রথমেই ভাঙচুর চালায়, আমরা আক্রান্ত। এই ধস্তাধস্তির মধ্যেই রক্ত ঝরার অভিযোগ। এক কর্মীর মাথা ফেটে যাওয়ার পাশাপাশি শ্লীলতাহানির মতো গুরুতর অভিযোগও সামনে এসেছে। উত্তপ্ত পরিস্থিতিতে বিধানভবন কার্যত রণক্ষেত্রে পরিণত হয়। ক্ষোভের আগুন কিন্তু শুধু শহরেই সীমাবদ্ধ নয়। জেলার পর জেলা জুড়ে একই ছবি; প্রার্থী নির্বাচন ঘিরে অসন্তোষ, ভাঙচুর, বিক্ষোভ। পরিস্থিতি নিয়ে গুলাম আহমেদ মীর বলেন, অনেক আবেদন থেকে প্রার্থী বাছাই হয়েছে, তাই কিছু অসন্তোষ থাকতেই পারে। নির্দিষ্ট অভিযোগ এলে তা খতিয়ে দেখা হবে। ভোটের আগে দলের অন্দরেই এই টানাপোড়েন এখন বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে উঠছে।

নির্বাচনের আগে বিপাকে সোহম

■ নির্বাচনের আবহে আচমকাই অন্য সুর। পর্দার নায়ক এবার আদালতের কাঠগড়ায়। অভিযোগ, প্রতিশ্রুত টাকা ফেরত না দেওয়ায় আইনি জটিলতায় জড়ালেন অভিনেতা সোহম চক্রবর্তী। হুগলির এক ব্যবসায়ীর দাবি, ২০২১ সালে ছবির কাজে ৬৮ লক্ষ টাকা দিয়েছিলাম, কিন্তু এখনও পাইনি। শুধু অর্থ ফেরত না পাওয়া নয়, অভিযোগের তালিকায় রয়েছে হুমকির ইঙ্গিতও। বাধ্য হয়েই আদালতের দ্বারস্থ হওয়ার কথা জানিয়েছেন তিনি। এই অভিযোগের প্রেক্ষিতে আদালত নির্দেশ দিয়েছে, নির্দিষ্ট দিনে হাজিরা দিতেই হবে সোহম বা তাঁর প্রতিনিধিকে। এর আগে থানাতেও অভিযোগ দায়ের হয়েছিল, যার সূত্রেই পুলিশি নোটিস পৌঁছয় অভিনেতার কাছে। অভিযোগ অস্বীকার করে সোহমের সাফ কথা, আমি কাউকে হুমকি দিইনি, এর পেছনে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য থাকতে পারে। তবে পালটা জবাবে অভিযোগকারী জানান, আমরা ব্যক্তি দেখে রাজনীতি করি না, আদর্শে বিশ্বাসী। ভোটের মুখে এই আইনি টানাপোড়েন যে নতুন চাপ তৈরি করেছে, তা মানছেন রাজনৈতিক মহলও।

গ্যাসের দাম একলাফে বাড়ল ৮১ টাকা, ভাড়া না বাড়লে স্টিয়ারিং বন্ধের হুঁশিয়ারি

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: সকালের আলো ফুটতেই পাম্পে পৌঁছে যেন অন্য বাস্তবতার মুখোমুখি হলেন অটোচালকেরা। আগেরদিন যে দামে গ্যাস ভরেছেন, বুধবার তা হঠাৎই উধাও। এক লাফে লিটারপিছু দাম বেড়ে পৌঁছেছে প্রায় ৮১ টাকায়। মঙ্গলবার পর্যন্ত কলকাতায় এক লিটার অটোর এলপিজির দাম ছিল ৭০ টাকা। চালকদের কথায়, এই দামে চালানো সম্ভব নয়, ভাড়া না বাড়ালে গাড়ি নামানোই কঠিন। কেউ আরও সরাসরি বলছেন, দিন শেষে মালিককে টাকা দিয়েই কিছু থাকে না, এবার হয় ভাড়া বাড়বে, নয়তো অটো বন্ধ। ইতিমধ্যেই শহরের অনেক রুটেই অটো ভাড়া বাড়ানো হয়েছে। এবার বাকি রুটেও ভাড়া বাড়ানোর দাবি জানিয়েছেন অটো চালকরা।

পাম্পে লম্বা লাইনে দাঁড়িয়ে থাকা এক চালকের ক্ষোভ, কিছুক্ষণ আগেও পুরনো দরে গ্যাস মিলছিল, হঠাৎ এত বাড়ল কীভাবে? জ্বালানির এই ঊর্ধ্বগতির পেছনে আন্তর্জাতিক অস্থিরতার প্রভাব স্পষ্ট। গত একমাসে ধাপে ধাপে দাম বাড়তে বাড়তে পরিস্থিতি এখন চরমে। ফলে রাস্তায় নামার আগে এখন অঙ্ক কষছেন চালকেরা; চাকা ঘুরবে, না থমকে দাঁড়াবে, সেটাই বড় প্রশ্ন।

উল্লেখ্য, পশ্চিম এশিয়ায় যুদ্ধ শুরুর পর থেকেই বিশ্বজুড়ে বিভিন্ন দেশে জ্বালানির সংকট দেখা দিয়েছে। এর প্রভাব পড়েছে ভারতেও। অটোর এলপিজি, রান্নার গ্যাস থেকে শুরু করে জ্বালানির জোগান দিতে সমস্যা হচ্ছে বেশ কয়েকদিন ধরেই। মার্চ মাসে অটোর গ্যাসের দাম ৫ টাকা বেড়েছিল। সেই সময় এক লিটার গ্যাসের দাম ৫৭ টাকা ৬৮ পয়সা থেকে বেড়ে দাঁড়ায় ৬২ টাকা ৬৮ পয়সা। এরপর ৩১ মার্চ অটোর এলপিজির দাম ফের বাড়ে। বুধবার একধাক্কায় ১২ টাকা ২৮ পয়সা বাড়ল অটোর এলপিজির দাম। নির্দেশিকা আসার সঙ্গে সঙ্গেই নতুন দাম কার্যকর হয়েছে।

জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক ও মুকুল রায়ের ইন্ধনে বিকাশ বসু খুন হয়েছিলেন: অর্জুন সিং

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: বামজমানায় ২০০০ সালের ১ এপ্রিল ইছাপুর স্টোর বাজারে দুষ্কৃতীদের গুলিতে খুন হন তৃণমূল নেতা বিকাশ বসু। বুধবার ছিল তাঁর প্রয়াণ দিবস। এদিন সকালে ইছাপুরে ভোট প্রচারে বেরিয়ে বিকাশ বসুর স্মৃতি উসকে দিলেন নোয়াপাড়া কেন্দ্রের তৃণমূল প্রার্থী অর্জুন সিং। এদিন তিনি ইছাপুর মিনি মার্কেট থেকে বাড়ি বাড়ি জনসংযোগ শুরু করেন। স্টোর বাজার অতিক্রম করে তিনি মানিকতলায় ভোট প্রচার শেষ করেন। প্রচারে বেরিয়ে বিকাশ বসু ইস্যুতে নোয়াপাড়ার বিজেপি প্রার্থী অর্জুন সিং দাবি করেন, জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক ও মুকুল রায়ের ইন্ধনে খুন হয়েছিলেন বিকাশ বসু। অথচ অর্জুন সিংকে বলির পাঁঠা করা হয়। তাঁর দাবি, সবাই জানেন এই খুনের ঘটনার নেপথ্যে কে বা কারা ছিলেন। তাঁর সাফ বক্তব্য, তৃণমূল দল কারও পাশে থাকে না। ভোট আসলেই তৃণমূল বলবে অর্জুন সিং বিকাশ বসুর খুনি। ভোট মিটলেই অর্জুন সিং ভালো হয়ে যায়। প্রসঙ্গত, স্টোর বাজারে এদিন স্বামীর আবক্ষ মূর্তিতে মাল্যদান করতে এসে কান্নায় ভেঙে পড়েন বিদায়ী বিধায়িকা মঞ্জু বসু। তাঁর স্বামীর কয়েকজন অনুগামীরা এদিন উপস্থিত ছিলেন। কিন্তু অন্যবারের মতো স্থানীয় তৃণমূল নেতাদের মঞ্জু বসুর পাশে দেখা গেল না। পরবর্তীতে নোয়াপাড়ার তৃণমূল প্রার্থী-সহ দু’একজন ঘাসফুলের নেতৃত্ব বিকাশ বসুর প্রতিকৃতিতে মাল্যদান করেন। অশ্রুভেজা নয়নে বিদায়ী বিধায়িকা মঞ্জু বসু বলেন, ২৬ বছর ধরে স্মৃতিকে আকড়ে ধরে তিনি চলছেন। যাঁরা ওনাকে ভালোবাসতেন, তাঁরা সবাই এসেছেন। তাঁরাই আমার পথ চলার সাথী। এদিন তিনি আক্ষেপের সুরে বলেন, কারা তাঁর পাশে থাকল, আর কারা পাশে থাকল না, সেটা ঈশ্বরই বিচার করবেন। প্রসঙ্গত, এবারে তাঁকে দল টিকিট দেয়নি। এপ্রসঙ্গে মঞ্জু বসু বলেন, আজকে তিনি রাজনীতির মঞ্চ থেকে আসেননি। তিনি দল ছেড়ে দিয়েছেন। তিনি তো এখন দলের কেউ নন। কিন্তু এখানে যাঁরা এসেছেন, তাঁরা জননেতাকে শ্রদ্ধা জানাতে এসেছেন।

ভোটের আগে ডিএ ইস্যুতে কালীঘাটমুখী মিছিলের প্রস্তুতি

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: ভোট যত সামনে আসছে, ততই তীব্র হচ্ছে ডিএ-কে ঘিরে সরকারি কর্মীদের অসন্তোষ। রাজ্য সরকারি কর্মীদের একাংশ এবার সরাসরি পথে নামার প্রস্তুতি নিচ্ছেন। ‘সংগ্রামী যৌথ মঞ্চ’-এর ডাকে আগামী ১২ এপ্রিল কালীঘাটমুখী মিছিল ঘিরে তৈরি হচ্ছে রাজনৈতিক উত্তাপ। মঞ্চের অভিযোগ, ঘোষণার পরেও বকেয়া ডিএ-র অর্থ এখনও কর্মীদের অ্যাকাউন্টে পৌঁছয়নি। কেবল একটি বার্তা পাঠানো হয়েছে, কিন্তু বাস্তবে কোনও আর্থিক প্রাপ্তি হয়নি। এই পরিস্থিতিকে সামনে রেখেই তাঁরা সরাসরি মানুষের দরজায় পৌঁছে প্রচারের পরিকল্পনা নিয়েছেন। যুগ্ম আহ্বায়ক ভাস্কর ঘোষের কথায়, এখনও পর্যন্ত কোনও ব্যক্তির অ্যাকাউন্টে একটা টাকাও ঢোকেনি। শুধু এসএমএস ঢুকেছে। তাঁর আরও দাবি, যাঁরা ভাবছেন সব বকেয়া মিটে গিয়েছে, তাঁদের সামনে সত্যিটা তুলে ধরব।

১২ এপ্রিল বেলা ১২টা ৩০ মিনিটে হাজরা মোড়ে জমায়েতের পর কালীঘাটের দিকে মিছিল হবে। কর্মসূচিতে সাধারণ মানুষকেও যোগ দেওয়ার আহ্বান জানানো হয়েছে। নেতৃত্বের মতে, এটাই সুবর্ণ সুযোগ পথে নামার। মিছিলের আগে রাজ্য জুড়ে প্রচার চালিয়ে ‘প্রশাসনিক ব্যর্থতা ও দুর্নীতি’র অভিযোগ মানুষের সামনে তুলে ধরার কথাও জানিয়েছে মঞ্চ। নির্বাচন যত ঘনাচ্ছে, ততই ডিএ প্রশ্নে চাপ বাড়ছে রাজ্যের রাজনৈতিক আবহে।

ফর্ম ৬ ঘিরে তরজা, ‘বহিরাগত’ তত্ত্বেই নতুন সংঘাত

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: ভোটার তালিকা সংশোধনকে ঘিরে শুরু হওয়া বিতর্ক এখন সরাসরি রাজনৈতিক লড়াইয়ের কেন্দ্রে। ‘ফর্ম ৬’ জমা নিয়ে তৃণমূলের তোলা ‘বহিরাগত’ অভিযোগকেই এবার উল্টে অস্ত্র করল বিজেপি। বুধবার তৃণমূলের প্রকাশ করা কিছু আবেদনপত্রের তথ্য তুলে ধরে বিজেপির দাবি, যাঁদের নাম আগে তালিকা থেকে বাদ গিয়েছিল, তাঁদেরই অনেকে পুনরায় আবেদন করেছেন। বাকিরা নতুন ভোটার। সেই সঙ্গেই প্রশ্ন, পদবি ‘বন্দ্যোপাধ্যায়’ বা ‘দে’ হলেই তাঁরা কীভাবে বহিরাগত হয়ে যান? বিজেপি নেতা অমিত মালব্য সরাসরি অভিযোগ তোলেন, পরিকল্পিতভাবে বাঙালি হিন্দুদের ভোটাধিকার খর্ব করার চেষ্টা চলছে। এমনকী তাঁর দাবি, লিয়েন্ডার পেজকেও ‘বহিরাগত’ বলা হয়েছে। পালটা জবাব দিতে দেরি করেনি তৃণমূল। দলের মুখপাত্র অরূপ চক্রবর্তী বলেন, বিজেপি নিজের ফাঁদেই আটকে গেছে। বাঙালি হিন্দুদের নাম বাদ দেওয়ার কারিগর কারা, মানুষ জানে।

এই টানাপোড়েনের মাঝেই মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক মনোজ আগরওয়াল পরিস্থিতি ঠান্ডা রাখতে বলেন, দপ্তরে নানা ধরনের আবেদন আসে, তবে প্রতিটি ক্ষেত্রেই নির্দিষ্ট নিয়ম মেনেই যাচাই করা হবে। রাজনীতির এই দ্বন্দ্বে স্পষ্ট; ভোটার তালিকা এখন আর নিছক প্রশাসনিক নথি নয়, বরং নির্বাচনের আগে আবেগ ও আস্থার সবচেয়ে সংবেদনশীল মঞ্চ।

ঝড়বৃষ্টির কারণে পারদ নামলেও এবার দক্ষিণে চড়বে গরম

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: সকালটা মেঘলা, হাওয়ায় হালকা স্বস্তি; তবু আড়ালে যেন গরমের আগমনী সুর। ঝড়বৃষ্টির সাময়িক বিরতিতে কিছুটা নেমেছে পারদ, কিন্তু আবহবিদদের ইঙ্গিত, এই শান্তি বেশি দিন স্থায়ী নয়। কলকাতায় তাপমাত্রা ঘোরাফেরা করবে প্রায় ৩১ ডিগ্রির কাছাকাছি, রাত নামবে ২৫ ডিগ্রির আশেপাশে। বুধবার কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ২৫.৬ ডিগ্রি সেলসিয়াস, স্বাভাবিকের চেয়ে ০.৬ ডিগ্রি বেশি। মঙ্গলবার শহরের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল ২৮.৭ ডিগ্রি সেলসিয়াস, স্বাভাবিকের চেয়ে ছয় ডিগ্রি কম। তবে এই সাময়িক স্বস্তির মধ্যেই ভবিষ্যতের সতর্কবার্তা স্পষ্ট। আবহবিদ সৌরিশ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কথায়, এখনই খুব বেশি ঝড়বৃষ্টি নেই, মূলত শুষ্ক আবহাওয়া থাকবে। তিনি আরও জানান, ধীরে ধীরে বৃষ্টি কমে গিয়ে অস্বস্তিকর গরম বাড়বে। ইতিমধ্যেই দক্ষিণবঙ্গের পশ্চিমের জেলাগুলিতে তাপমাত্রা ৩৫ থেকে ৪০ ডিগ্রির কাছাকাছি উঠানামা করছে। অন্যদিকে, সাম্প্রতিক বৃষ্টির জেরে কলকাতায় তাপমাত্রা স্বাভাবিকের থেকে প্রায় ৬ ডিগ্রি কমে গিয়েছে। আবহাওয়ার এই ওঠানামার মধ্যেই নতুন উদ্বেগ; এই মাসেই উপকূলবর্তী এলাকা-সহ রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে তাপপ্রবাহের দিন বাড়তে পারে। ফলে এখনের মেঘলা আকাশ যেন একপ্রকার বিরতি, যার পরেই অপেক্ষা করছে দীর্ঘ, দহনজ্বালা গ্রীষ্ম। আজ, ২ এপ্রিল উষ্ণ ও আর্দ্র আবহাওয়ার সতর্কতা জারি করা হয়েছে দক্ষিণ ২৪ পরগনা, হাওড়া, পশ্চিম মেদিনীপুর, বাঁকুড়া, পশ্চিম বর্ধমান এবং পুরুলিয়ায়। ৩ এপ্রিল এবং ৪ এপ্রিল এই জেলাগুলির পাশাপাশি সতর্কতা রয়েছে কলকাতা এবং বীরভূমেও।

বরানগর বিধানসভা কেন্দ্রে তৃণমূল প্রার্থী সায়ন্তিকা বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রচারাভিযান।

আজ থেকে থামছে উবের শাটল, যাতায়াতে অনিশ্চয়তা

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: শহরের ব্যস্ত সকালের ছন্দে বড় ফাঁক পড়তে চলেছে। দু’বছরের অভ্যেস হঠাৎ ভেঙে দিয়ে আজ থেকেই বন্ধ হয়ে যাচ্ছে উবের শাটল পরিষেবা। আর তাতেই বিপাকে পড়েছেন নিত্যযাত্রীরা। অ্যাপভিত্তিক এই বাস পরিষেবা শুরু হয়েছিল সীমিত পরিসরে, পরে তা বেড়ে দাঁড়ায় শতাধিক গাড়িতে। নির্দিষ্ট আসন, আরামদায়ক যাত্রা; সব মিলিয়ে বহু অফিসযাত্রীর কাছে এটি হয়ে উঠেছিল নির্ভরতার অন্য নাম।

এখন সেই ভরসা হঠাৎ উধাও। নিউটাউনের এক তথ্যপ্রযুক্তি কর্মীর আক্ষেপ, ভোরের শিফটে এই পরিষেবা না থাকলে অফিস পৌঁছনোই মুশকিল। আর এক যাত্রীর কথায়, ক্যাবের ভাড়া সেই সময় আকাশছোঁয়া, বিকল্পও নেই। শুধু যাত্রী নয়, ধাক্কা লেগেছে পরিবহণ ব্যবসাতেও। এক সংগঠকের দাবি, এই পরিষেবার জন্য অনেকেই নতুন বাস নামিয়েছিলেন, এখন তাঁদের ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত। কেন এই সিদ্ধান্ত; সংস্থার তরফে স্পষ্ট কিছু জানানো হয়নি। তবে শহরের যাতায়াত ব্যবস্থায় এর প্রভাব যে পড়বে, তা নিয়ে কোনও সংশয় নেই।

ভুয়ো খবরের ছায়ায় ভোট, উত্তর কলকাতায় ‘অদৃশ্য আতঙ্ক’

রাজীব মুখোপাধ্যায়

উত্তর কলকাতার ঘিঞ্জি গলি, ঐতিহ্যের পুরনো দালান আর রক-বাজির আড্ডায় এখন আলোচনার কেন্দ্রে শুধুই নির্বাচন। কিন্তু এই চিরচেনা মেজাজে এবার ভাগ বসিয়েছে এক ‘অদৃশ্য আতঙ্ক’। এই আতঙ্কের নাম কোনো সরাসরি হিংসা নয়, বরং হাতের মুঠোয় থাকা স্মার্টফোনে বয়ে আসা ‘ভুয়ো খবর’ বা ফেক নিউজ।

হোয়াটসঅ্যাপের গোলকধাঁধায় সাধারণ মানুষ

সকাল হতেই উত্তর কলকাতার বিভিন্ন হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে ভেসে উঠছে নানা সতর্কবার্তা। কোথাও লেখা থাকছে, অমুক বুথে বহিরাগতরা ঢুকে পড়েছে, আবার কোথাও লেখা, বিশাল গন্ডগোলের জেরে যমুনা গলি বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। এই খবরগুলোর সত্যতা যাচাইয়ের আগেই তা আগুনের মতো ছড়িয়ে পড়ছে শ্যামপুকুর থেকে জোড়াসাঁকো পর্যন্ত। সাধারণ ভোটাররা, বিশেষ করে বয়স্ক নাগরিকরা, এই ধরনের বার্তায় বিভ্রান্ত ও আতঙ্কিত হয়ে পড়ছেন।

অদৃশ্য এক মানসিক চাপ

নির্বাচন কমিশনের পরিসংখ্যান অনুযায়ী বড় কোনো হিংসার খবর না থাকলেও, জনমানসে এক ধরনের থমথমে ভাব লক্ষ্য করা যাচ্ছে। রাস্তা স্তায় দাঁড়িয়ে চার-পাঁচজনের জটলা দেখা গেলেই পথচলতি মানুষের মনে প্রশ্ন জাগছে; কোথাও কোনো গন্ডগোল হল নাকি? স্মার্টফোনের স্ক্রিনে ‘ফরোয়ার্ডেড’ মেসেজের আধিক্য মানুষের বিচারবুদ্ধিকে আচ্ছন্ন করে ফেলছে। এই মনস্তাত্ত্বিক চাপই হল সেই ‘অদৃশ্য আতঙ্ক’, যা গণতন্ত্রের উৎসবে এক কালো ছায়া ফেলেছে।

দেওয়াল বনাম ডিজিটাল যুদ্ধ

উত্তর কলকাতার দেওয়ালগুলোতে যেমন রাজনৈতিক দলগুলোর প্রচার তুঙ্গে, ঠিক তেমনই পাল্লা দিয়ে চলছে ভুয়ো খবরের বিরুদ্ধে প্রচার। প্রশাসনের পক্ষ থেকে দেওয়ালে দেওয়ালে বড় হরফে লেখা হয়েছে, ভুয়ো খবরে কান দেবেন না, নির্ভয়ে ভোট দিন। কিন্তু দেওয়ালের এই সচেতনতার বার্তার চেয়েও যেন ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে আসা উসকানিমূলক বার্তার গতিবেগ অনেক বেশি। পাড়ার মোড়ে মোড়ে যখন একদল লোক ফোনে আসা কোনো ভুয়ো ভিডিও নিয়ে উত্তেজিত তর্কে মাতেন, তখন সচেতনতার প্রচার সেখানে অসহায় হয়ে পড়ে।

প্রশাসনের ভূমিকা ও আগামী পথ

কলকাতা পুলিশের সাইবার সেল ক্রমাগত চেষ্টা চালাচ্ছে এই ধরনের খবরের উৎস খুঁজে বের করার। প্রশাসনের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে যে, যে কোনো ধরনের গুজব ছড়ালে কঠোর আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হবে। তা সত্ত্বেও, মানুষের সচেতনতাই শেষ কথা। নির্বাচনের এই লগ্নে উত্তর কলকাতার প্রতিটি ভোটারকে বুঝতে হবে যে, তথ্য প্রযুক্তির এই যুগে তথ্যের সত্যতা যাচাই করাই হলো বড় অস্ত্র।

গুজব ও ভয়ের এই অদৃশ্য জাল ছিন্ন করে নির্ভয়ে বুথমুখী হওয়াই এখন উত্তর কলকাতার সাধারণ মানুষের কাছে বড় চ্যালেঞ্জ। অদৃশ্য আতঙ্ককে জয় করে গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষা করাই হোক এই নির্বাচনের মূল সুর।

অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় হলেন বড়লোক মা-বাবার বখে যাওয়া ছেলে: সুকান্ত

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: ভোটের প্রচারে উত্তাপ যেমন বাড়ছে, তেমনই চড়ছে ভাষার পারদও। উত্তরবঙ্গের প্রচার শেষে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে তীব্র আক্রমণে নামলেন সুকান্ত মজুমদার । নিশানায় অভিষেক ব্যানার্জি। কোনও রাখঢাক না রেখেই সুকান্তর মন্তব্য, অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় হলেন বড়লোক মা-বাবার বখে যাওয়া ছেলে। পিসি না থাকলে বুথ সভাপতিও হতে পারতেন না। রাজনীতিতে প্যারাসুট নিয়ে নেমেছে। একইসঙ্গে কেন্দ্রীয় অর্থ ও রাজ্যের হিসেব নিয়ে প্রশ্ন তুলে তিনি বলেন, কেন্দ্রের টাকা হচ্ছে জনগণের টাকা। টাকা নিয়েছো সেই টাকার হিসেব দিতে হবে।

এর আগে করনদিঘির সভা থেকে সুকান্তকে কটাক্ষ করেছিলেন অভিষেক। সেই প্রসঙ্গ টেনে বিজেপি নেতার পালটা, আমি অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভাষণ শুনেছি। অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় হচ্ছেন বড়লোক মা-বাবার বখে যাওয়া ছেলে। পিসি না থাকলে বুথ সভাপতিও হতে পারতেন না। কতবার যে আমার নাম নিয়েছেন, আমার নাম নিলে তবেই প্রাসঙ্গিক থাকা যায়। শুধু অভিষেক নন, এদিন আক্রমণের মুখে পড়েন শশী পাঁজা-ও। সুকান্তর

কটাক্ষ, শশী পাঁজা জানেন না, আসলে তিনি দক্ষিণ ভারতের, বাঙালি নন। কোচবিহারে বিজেপি প্রার্থীর উপর হামলার প্রসঙ্গ তুলে তিনি বলেন, যাঁরা হামলা চালিয়েছে, তাঁদের অবিলম্বে গ্রেপ্তার করা দরকার। আর যদি পুলিশ গ্রেপ্তার না করতে পারে তাহলে পুলিশকে উচিৎ সাসপেন্ড করা। দুর্নীতির অভিযোগেও সরব সুকান্ত। তাঁর দাবি, যেদিকে ঢিল মারবে সেদিকে দুর্নীতি। ইডি হাঁপিয়ে যাবে। ভোটের আগে এই তীব্র বাক্যবাণে রাজনীতির ময়দান আরও উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে।

সম্পাদকীয়

ফর্ম ৬-এর সাজানো চিত্রনাট্য নিয়ে বাজার গরম করা রাজনীতির নয়া কৌশল

অনেক বিতর্কের পর এসআইআর প্রক্রিয়া কার্যত শেষ পর্যায়ে। অ্যাডজুডিকেশনের গেঁরো কাটিয়ে ধীরে ধীরে প্রকাশিত হচ্ছে সাপ্লিমেন্টারি তালিকা। সর্বশেষ খবর, প্রায় ৪০ লক্ষ নামের নিষ্পত্তি হয়েছে। প্রথম দফা নির্বাচনের বাকি তিন সপ্তাহ। বর্তমানে যে গতিতে কাজ চলছে, তাতে বাকি কাজ ভোটের আগে শেষ হয়ে যাবে, এটা স্পষ্ট। আর ঠিক এটা আঁচ করতে পেরেই শেষ পর্যায়ে পৌঁছে যাওয়া এসআইআর প্রক্রিয়া ভণ্ডুল করতে আসরে নেমে পড়েছে রাজ্যের শাসক দল। একটা কয়েক সেকেণ্ডের ভিডিয়ো সোশ্যাল মিডিয়ায় ছড়িয়ে দিয়ে অভিযোগ করা হল, অবৈধ ভাবে নাকি ফর্ম ৬ জমা করা হচ্ছে! যাদের নামে ফর্ম ৬ জমা দেওয়া হচ্ছে তাঁরা আদতে বাংলার লোকই নয়। এভাবে ভিনরাজ্যের লোকেদের ভোটার তালিকায় নাম তুলে নাকি তৃণমূলকে হারানোর খেলায় নেমেছে বিজেপি ও কমিশন। এখানেই শেষ নয়, এই একই কায়দায় নাকি, দিল্লি, মহারাষ্ট্র, হরিয়ানা, মধ্যপ্রদেশে জিতেছিল বিজেপি। কিন্তু সেই একই কায়দা এই রাজ্যে করতে গিয়ে তাঁরা নাকি ধরা পড়ে গিয়েছে! এই সব অবান্তর কথা বলে বাজার গরম করছে তৃণমূল। দলের সেকেন্ড ইন কমান্ড কর্মীদের সিইও দফতরের সামনে নজরদারিরও নির্দেশ দিয়েছেন। তারপরই নতুন করে উত্তেজনা ছড়িয়েছে বঙ্গ রাজনীতিতে। গত ৪৮ ঘন্টায় একাধিকবার সিইও দফতরের বাইরে সংঘর্ষে জড়িয়েছে যুযুধান দু'পক্ষ। এখন প্রশ্ন সত্যিই কি এরকম কিছু ঘটছে? নাকি পুরোটাই সাজানো চিত্রনাট্য? রাজনীতিকমহলের একাংশ বলছে, পুরোটাই তৃণমূলের সাজানো চিত্রনাট্য। তাঁদের ছক ছিল নানা ভাবে মানুষকে ভয় দেখিয়ে লোক খেপিয়ে এসআইআর ভেস্তে দেওয়া হবে। যখন হল না, তখন গেল সুপ্রিম কোর্টে। সেখানেও ব্যর্থ। একাধিক শর্ত চাপালেও আদালত একবারও একে বেআইনি বলেনি। তারপর ভেবেছিল কমিশন শেষ করতে পারবে না এসআইআর। তখন সেটাকে হাতিয়ার করে ময়দানে নামবে তাঁরা। কিন্তু সব অস্ত্র অকেজো হয়ে যাওয়ায় এখন ফর্ম ৬ বিতর্ক ভাসিয়ে দেওয়া হল। এখন এই কৌশল কতটা কাজে দেয় সেটাই প্রশ্ন।

শব্দছক ১১৮

রবি দাস

পাশাপাশি: ১. উঁচু বাসনা ৩. এক নম্বর ৫. যুদ্ধ ৬. পরিশেষ ৯. সবুজ রঙের মূল্যবান প্রস্তর ১০. সমাধি ১১. নফর ১৩. শিশির ১৪. মাতালের কাজ ১৮. শর্করা ১৯. সর্পরাজ ২০. শেষ

ওপর-নিচ: ১. মরুভূমির জাহাজ ২. কলঙ্ক ৩. প্রতিজ্ঞা ৪. আগ্নেয়গিরি নিঃসৃত গলিত তরল ৫. কচ্ছের ঊষর মরুভূমি অঞ্চল ৬. চিমটে ৭. পথযাত্রী ৮. অবজ্ঞা ৯. পক্ষ বা ডানা ১১. বাদুরজাতীয় ক্ষুদ্র প্রাণী ১২. লক্ষ্মীদেবী ১৫. শরীরের মনোরম কৃশতা ১৬. ভেড়া ১৭. চিন্তাকরা

সমাধান ১১৭ — পাশাপাশি: ১. সাবধান ৩. অভ্র ৫. মধ্য ৬. নীতি ৮. অতি ১০. মিটার ১২. দাবানল ১৪. রগ ১৫. সব ১৬. যমরাজ ১৮. পুরধা ১৯. ক্ষয় ২০. নথ ২২. সৎ ২৩. কেরী ১৪. রণবাদ্য

ওপর-নিচ : ১. সাধ্য ২. ননী ৪. ভ্রমর ৫. ময়দা ৭. তিমিরময় ৮. অনবধান ৯. তিল ১১. টাগরা ১৩. বাসর ১৬. যক্ষ ১৭. জগৎ ১৮. পুলক ২১. থর ২২. সদ

আজকের দিন

■ ২০০৫ — পোপ জন পল দ্বিতীয়ের মৃত্যুতে ব্যাপক শোকের ছায়া নেমে আসে।

■ ২০১১ — শ্রীলঙ্কাকে পরাজিত করে ক্রিকেট ভারত বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন।

■ ২০১৫ — আল-শাবাবের বন্দুকধারীরা গারিসা ইউনিভার্সিটি কলেজে হামলা চালিয়ে অন্তত ১৪৮ জনকে হত্যা করে।

জন্মদিন

অজয় দেবগণ

১৯৫৬ *বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ অধীররঞ্জন চৌধুরীর জন্মদিন।*

১৯৬২ *বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ অর্জুন সিংয়ের জন্মদিন।*

১৯৬৯ *বিশিষ্ট চলচ্চিত্রাভিনেতা অজয় দেবগণের জন্মদিন।*

ভোট হোক গণতন্ত্র রক্ষার স্বার্থে জনমত প্রকাশের আয়োজনে

স্বপনকুমার মণ্ডল

নির্বাচন যত এগিয়ে আসে, রাজনৈতিক চেতনা তত উগ্র হয়ে ওঠে, ক্ষমতা দখলের লড়াই ততই 'মারি অরি পারি যে কৌশলে' পরিণত হয়। সামনে ২০২৬-এ রাজ্যের বিধানসভা নির্বাচন। এদিকে ভোটার তালিকায় বিশেষ নিবিড় সংশোধন বা (জ্জটু চলছে। তার মধ্যেই ছাব্বিশের নির্বাচনী কনসার্ট শোনা যাচ্ছে । মাস তিনেক পরেই তার নিবিড় আয়োজন । অথচ তার ফলাফল নিয়ে রাজনৈতিক চাপানউতোর শুরু হয়ে গিয়েছে । আসলে জয়-পরাজয় থাকলেও জয়েই জীবন দেখার বাতিকগ্রস্ত মনই পরাজয়ে মৃত্যুতে পৌঁছে যায় । অস্তিত্বের সোপানে জয়ের ক্ষুধাই পরাজয়ের গ্লানি বয়ে আনে। জয়ের সাফল্যে মুখে হাসি আর তার ব্যর্থতায় বোবাকান্না । সেখানে প্রতিদ্বন্দ্বী মানে বিরোধী, আর বিরোধী মানেই শত্রু । তখন স্বাভাবিক ভাবেই 'মারি অরি পারি যে কৌশলে'র দুর্নীতি সক্রিয় হয়ে ওঠে । আর এই শত্রুতাবোধ থেকেই গণতন্ত্র আজ বিপন্ন। সেখানে গণতন্ত্রের আশীর্বাদই তার অভিশাপ হয়ে উঠেছে । মুখে গণতন্ত্র বললেও মনে তার একনায়কতন্ত্র । স্বাভাবিকভাবেই তাতে গণের তন্ত্রই ষড়যন্ত্রের শিকার, আর তার সাফল্যেই ব্যর্থতার আধার। যা ছিল সমাধানের শ্রেষ্ঠ পথ,তাই আজ সমস্যার বিপথ। সরকারের নির্বাচনে গণতন্ত্রের দোহাই দিয়ে ব্যক্তিগত বা দলগত স্বার্থরক্ষার প্রকট আয়োজন । সেখানে সংখ্যাগরিষ্ঠ জনমতের ভিত্তিতে শাসন-শোষণের মৌরসী পাট্টা লাভের নির্বাচনই আজ প্রশ্নের সামনে এসে পড়েছে । বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতা থেকে প্রার্থীপদ প্রত্যাহারের মতো নানা রকমের ফন্দিফিকিরের প্রকট উপস্থিতি থেকে বিপক্ষের প্রার্থীকে হাতে, নয় ভাতে মারার প্রচ্ছন্ন বা প্রকট চেতাবনি গণমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়েছে । তার চেয়েও ভয়ঙ্কর মনে হয় যখন তার প্রতিরোধে বা প্রতিবিধানে প্রশাসনের নীরবতা থেকে সেই চেতাবনিতেই সক্রিয় ভূমিকা উঠে আসে। যেন তেন প্রকারে জয়ী হওয়ার আয়োজন সেখানে আতঙ্কের কারণ হয়ে উঠেছে । গণতন্ত্রে নির্বাচনের মাধ্যমেই তার সৌরভ ছড়িয়ে পড়ে । অথচ সেই নির্বাচনই আজ নির্বিচারে তার মৃত্যু ঘণ্টা বাজিয়ে চলেছে! আসলে আমরা গণতন্ত্র পেলেও তার সৌরভ আমাদের অধরা মাধুরী ।

আধুনিক সভ্যতায় মানুষের কাছে গণতন্ত্রই শ্রেষ্ঠ উপহার । সেখানে উনিশ শতকের নবজাগরণের পথে আধুনিকতার আলো যত ছড়িয়েছে,তার মননের অন্ধকার তত ঘুচেছে,ততই জ্বলেছে জ্ঞান-বিজ্ঞানের আলো, যুক্তির রংমশাল । সেখানে ঈশ্বর বা ধর্মবিশ্বাসের অন্ধভক্তির পরিবর্তে যুক্তি ও প্রমাণ যত মান্যতাবোধে জাগ্রত হয়েছে, তত মানুষের অধিকারবোধ তীব্র গতি লাভ করেছে,ততই গণতন্ত্রের পথ প্রশস্ত হয়েছে । সেই গণতন্ত্রে সাম্য-মৈত্রী-স্বাধীনতার ত্রিবেণী সঙ্গমে মানুষের অধিকারবোধ সামাজিক শৃঙ্খলমোচনেও সক্রিয় করে তোলে। উনিশ শতকেই ব্যক্তি বনাম সমাজের ঘাত-প্রতিঘাত নানাভাবে মূর্ত হয়ে পড়ে। সমাজ-সংস্কারের মধ্যেও সেই ব্যক্তির স্বতন্ত্র অস্তিত্ব সক্রিয় ছিল । বিশ শতকে সেই স্বতন্ত্রতার আলোয় ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবোধ প্রকট হয়ে ওঠে । এতে সমাজের সঙ্গে ব্যক্তিমানসের নিবিড় সংযোগ শিথিল হয়ে পড়লেও তা একেবারে নিঃস্ব করে তোলেনি। কেননা সমাজবদ্ধ জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন হলেও সমষ্টিচেতনায় সমাজের ভূমিকা অনস্বীকার্য । কেউ একা চলতে পারে না, পারস্পরিক সম্পর্কের ভিতেই মানুষের সভ্যতা এগিয়ে চলে। আবার সেখানেই বিকল্প সমাজের ধারণায় রাজনৈতিক ক্ষমতায়নের প্রভাব তীব্রতা লাভ করে । সমাজের মধ্যে তার ছায়া ঘনিয়ে আসে। একদিকে সমাজের অস্তিত্ব যখন বিপন্নপ্রায়, অন্যদিকে রাজনৈতিক সমাজের উত্থান ঘটে। আর সেখানেই গণতন্ত্রের মানবিক ভূমিকাই দানবিক হয়ে ওঠে ।

যুক্তির আলোতে শুধু ভক্তির অন্ধত্ব দূর হয় না, অন্ধ আনুগত্যও চলে যায় । ব্যক্তির অধিকারবোধও সক্রিয় হয়ে ওঠে । শিক্ষা-সংস্কৃতির বিস্তারে বাইরের দৃষ্টি যত দ্রুত প্রসারিত হয়, অন্তর্দৃষ্টি তার চেয়েও বেশি বৃদ্ধি পায় । আর সেখানেই গণতান্ত্রিক চেতনায় যুক্তিবোধ যত প্রখরতা লাভ করে, ততই তাতে ব্যক্তিস্বার্থের চেতনা ঘনিয়ে ওঠে। মানুষ স্বভাবতই নিজেকে ভালোবাসে,নিজের স্বার্থসিদ্ধিতেই সাফল্য খুঁজে পায়। যতক্ষণ নিজের অতৃপ্তি না মেটে,ততক্ষণ অন্যের দিকে ফিরে তাকায় না। সেক্ষেত্রে যুক্তির তীব্রতায় 'আপ ভালা তো জগৎ ভালা'র আত্মকেন্দ্রিকতা সক্রিয় হয়ে ওঠে । যে যুক্তিবোধে আধুনিক মানুষ গণতন্ত্রের মাধ্যমে দাসত্বমোচন থেকে মুক্তির পথে রাজত্বের স্বপ্ন দেখতে শুরু করেছিল,তা অচিরেই সর্বজনীনতায় দুঃস্বপ্নে মিলিয়ে যায় । যেখানে সবার মনে রাজার বাস, সেখানে তার রাজত্বের বিস্তার অতিদ্রুততার সঙ্গে ছড়িয়ে পড়ে শহর থেকে শহরতলি, গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে। স্বাভাবিক ভাবেই তাতে রাজ করার নীতিতে গণতন্ত্রের উদার হাতছানি সবাইকে আমন্ত্রণ জানায়,সকলে সাড়াও দেয়। অথচ আপন স্বার্থসিদ্ধিতে মনের রাজা ধনেও রাজা হতে চাইল,মানেও চাইল রাজকীয় সমাদর। সেদিক থেকে জনগণের ক্ষমতায়নে গণতন্ত্র মাধ্যম না হয়ে প্রকৌশল হয়ে উঠল। তখন 'আমরা করব জয় নিশ্চয়'-এর 'আমরা' 'আমি'তে এসে ঠেকে। ক্ষমতায়নের হাতছানিতে সমাজ অকেজো হয়ে পড়ে, বহুধাবিভক্ত রাজনৈতিক সমাজ গড়ে ওঠে। সেখানে সমাজপতি নেই,কিন্তু অসংখ্য দলপতির জন্ম হতে থাকে । যত দলের প্রভাব বাড়ে,ততই জনগণের অস্তিত্ব সংকটে পড়ে। দলীয় পরিচয়ই সেখানে প্রাধান্য লাভ করে। 'কোন্ দল' থেকে কোন্দল শুধু সময়ের অপেক্ষায় ওত পেতে থাকে। শুধু তাই নয়, ভিন্ন মত হলেই বিরোধী দলের লোক বলে উপেক্ষা করার প্রবণতা তাতে সক্রিয় । দলীয় ব্যবস্থায় যেখানে অগণতান্ত্রিক সঙ্কীর্ণতা তীব্রতা লাভ করে, সেখানে ক্ষমতায়নের ক্ষেত্রে গণতন্ত্রের পথটিই আপনাতেই দুর্গম হয়ে ওঠে। ক্ষমতা লাভ করাই লক্ষ্য হয়ে ওঠায় গণতান্ত্রিক নির্বাচনের পথটিকেই কন্টকাকীর্ণ মনে হয় । আর সেখানেই দলীয় অস্তিত্ব প্রকট হয়ে ওঠে । যেখানে ব্যক্তি বড় অসহায়, সেখানেই সংগঠনের আধিপত্য ।

অন্যদিকে জনগণের রায় আর ভোটের জয়ের মধ্যে বিস্তর ফারাক । সেখানে জনগণের জয় প্রতিফলিত হয় না, সংখ্যাগরিষ্ঠের রায়ের নামে দলীয় জয়োচ্ছ্বাসই মান্যতা লাভ করে । আর তার সাফল্যেই গণতন্ত্রের জনকণ্ঠ চাপা পড়ে যায়, বিপক্ষের মনে জেগে ওঠে অস্তিত্ব সংকটের বিপন্নতাবোধ । নির্বাচনের পথের কাঁটা দূর করার জন্য যে সঙ্ঘশক্তির প্রয়োজন,তাতেই দলীয় সংগঠনের যূথবদ্ধ শক্তির বিস্তার সর্বব্যাপী । তাতে গণতন্ত্রের অস্তিত্বকে বিপন্ন করে দলতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা অত্যন্ত স্বাভাবিক । অন্যদিকে জনগণের নির্বাচনের চেয়ে নির্বাচনের জনগণ আরও ভয়াবহ হয়ে ওঠে। সেখানে আমরা-ওরা'র বিভাজনে বৈষম্যপীড়িত জনসাধারণ পরের নির্বাচনে পালাবদলের প্রতীক্ষায় থাকে । গণতন্ত্রের সৌরভও তার অধরা মাধুরী । সাম্য নিয়ে দলীয় স্তরে বা তার প্রার্থী বাছাই-এ যাও-বা লক্ষ করা যায়, দলের বাইরে শুধুই বৈষম্যের ঘনঘটা । শুধু তাই নয়, সেই বৈষম্যবোধ জিইয়ে রেখে দলীয় স্বতন্ত্র আভিজাত্য খোঁজার বাতিক সমান সচল । গণতন্ত্রের লক্ষ্য যা ছিল মিলনের বাণী, ক্রমশ তাই হয়ে ওঠে বিচ্ছেদের পারানি । স্বাভাবিক ভাবেই মৈত্রীও দলীয় স্তরে সীমাবদ্ধ । এসব না থাকাটাই জনমনে যত স্বাভাবিকতা লাভ করে, গণতন্ত্রের ট্রাজিক পরিণতি ততই প্রকট হয়ে পড়ে । অন্যদিকে গণতন্ত্রে সবচেয়ে বেশি প্রভাবশালী স্বাধীনতাই অন্যদুটির চেয়ে ভয়কেও ছাপিয়ে যায়। ভয় হয়ে ওঠে আতঙ্ক । স্বাধীনতার নামান্তরে স্বেচ্ছাচারিতা সক্রিয়তা লাভ করে । অন্যের অধিকার হরণেই তার অবাধ বিস্তার,ক্ষমতাকে কুক্ষিগত করে চলাতেই তার বাহাদুরি । এই স্বেচ্ছাচারিতার মধ্যে যেমন কায়েমি স্বার্থ জড়িত থাকে,তেমনই ক্ষমতায় নির্বিরোধী আধিপত্যের মানসিকতাও ভর করে। শুধু তাই নয়, ক্ষমতায়নের লক্ষ্যেই নির্বাচন থেকে উন্নয়নের ছকবন্দি ধারণাই সকলের মধ্যে মান্যতা পেয়ে যায় । সেখানে দলীয় নীতি আদর্শের চেয়ে ক্ষমতায়নই একমাত্র লক্ষ্য হয়ে ওঠে । নির্বাচন তার ছাড়পত্র পাওয়ার আয়োজন । আর তাতে প্রতিশ্রুতি থেকে উন্নয়ন সবেতেই ক্ষমতায়নের রণকৌশল। গণতন্ত্র নয়,দলতন্ত্র প্রতিষ্ঠাই তার প্রথম ও শেষ কথা। ক্ষমতায়নের পথে জনগণ ভোটারে পরিণত হয়, তার মতামতই ভোট হয়ে ওঠে । সেক্ষেত্রে জনগণের সার্বিক উন্নয়ন নয়, দলের লোকজন বা দলীয় স্বার্থ বিস্তার করাই তার পাখির চোখ । স্বাভাবিক ভাবেই তাতে নির্বাচনকে কেন্দ্র করেই জনমানসে অশনি আতঙ্ক নানাভাবে নেমে আসে । সেখানে ক্ষমতায়নের চেয়ে ক্ষমতায় টিকে থাকার লড়াই ভয়ঙ্কর হয়ে ওঠে । গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে যা ছিল জনগণের ক্ষমতায়ন,তাই অচিরে পরিণত হয় জনসাধারণের ক্ষমতাকেই নিঃস্বকরণ। সেখানে ভোটে জেতার জন্য মরিয়া চেষ্টার মধ্যেই গণতন্ত্রকে অস্বীকার করার প্রবণতা জারি থাকে। একটি পরিবারের মধ্যেই যেখানে তীব্র মতানৈক্য দেখা দেয়, সেখানে প্রার্থীদের বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয়ের ক্যারিশমায় ছড়িয়ে পড়ে ! । নির্বাচনের সূচনা থেকেই পারস্পরিক বিবাদ-বিতর্ক থেকে রক্তক্ষয়ী হানাহানি চলতে থাকে। আত্মবিশ্বাসের অভাব হলেই লোকে অবৈধ পথের আশ্রয় নেয় । তাতেও জয় নিশ্চিত মনে না হলে বা আত্মবিশ্বাস ফিরে না পেলে প্রতিদ্বন্দ্বীকেই নিঃস্ব করায় সক্রিয় হয়ে ওঠে। ভোটে জিততে গিয়ে আসলে গণতন্ত্রকে পরাজিত করা হয় । জনগণের মতামতকে উপেক্ষা করে অবৈধ পথে জেতার মাধ্যমে একনায়কতন্ত্র বেঁচে ওঠে,গণতন্ত্রের মৃত্যু হয় । কেননা গণতন্ত্র জনগণের মতামতকেই প্রতিষ্ঠা করতে বলে। অবৈধ পথে জিতের চেয়ে বৈধ পথে হারাও তার গৌরব। ছলেবলে জিত নয়, জনগণকে জেতানোই গণতন্ত্রের লক্ষ্য । আমরা কি এখনও গণতন্ত্রমনস্ক হতে পারিনি? না হলে জেতার এত প্রাণঘাতী লড়াই বা সংঘবদ্ধ সাংগঠনিক ষড়যন্ত্র কেন? এত গণতন্ত্রে অনাস্থারই নামান্তর! সেক্ষেত্রে আসন্ন বিধানসভা নির্বাচন হোক গণতন্ত্র রক্ষার স্বার্থে, জনমত প্রকাশের আয়োজনে ।

*লেখক: অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ,
সিধো-কানহো-বীরসা বিশ্ববিদ্যালয়*

ঔজ্জ্বল্যের ত্যাগের মন্ত্রে দীক্ষিত সুভাষ জননী

বেবি চক্রবর্তী

শৈশব থেকেই নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু ছিলেন অত্যন্ত মেধাবী। ১৯২১ সাল সুভাষচন্দ্র বসু আইসিএস পরীক্ষায় চতুর্থ হয়েছিলেন। কিন্তু তিনি ঠিক করেন আইসিএস ছেড়ে দেশের স্বাধীনতার উদ্দেশ্যে কাজ করবেন উ সুভাষচন্দ্র বসুর বাবা জানকীনাথ বসু প্রথমে এই সিদ্ধান্তে পুরোপুরি সম্মতি দেননি। সুভাষচন্দ্র বসুর মা প্রভাবতী দেবীকে এই কথা জানান এবং দেশের কাজ করার অনুমতি চান। জবাবে প্রভাবতী দেবী সুভাষচন্দ্র বসুকে বলেন তআমি ত্যাগের মন্ত্রে বিশ্বাস করি।দ এই কথা শোনার পর আর পিছনে তাকাননি নেতাজি। ঝাঁপিয়ে পড়েন দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে।

বসু পরিবারের বাস ছিল দক্ষিণ ২৪ পরগনার কোদালিয়া গ্রামে। রেলস্টেশন চিংড়ি পোতা যেটি বর্তমানে (সুভাষ গ্রাম) নামে পরিচিত। কিছুদূর পদব্রজে গেলেই হরনাথ বসুর বাড়ি। তিনি দুবার বিবাহ করেন। প্রথম স্ত্রীর একমাত্র পুত্র ছিলেন দেবনাথ বসু। তিনি ছিলেন অতি বিদ্বান কটকের রাভেনশ কলেজে অধ্যাপনা করতেন। দ্বিতীয় স্ত্রীর তিন পুত্র ও এক কন্যা। জানকীনাথ বসু পুত্রদের মধ্যে সর্বকনিষ্ঠ।ত্রয়ী শিক্ষিত উপযুক্ত ছিলেন। কোদালিয়া গ্রাম থেকে কলকাতায় আসা-যাওয়া করে পড়াশোনা করতেন। সংসারে আর্থিক স্বচ্ছলতা তেমন ছিল না। সেজন্য জানকীনাথ বসু কে শিক্ষালাভের জন্য প্রচুর পরিশ্রম করে পড়াশোনা করতে হয়েছে। তিনি কৃতী ছাত্র ছিলেন এবং সব পরীক্ষায় স্কলারশিপ পেয়েছেন। এই সামান্য অর্থ না পেলে তার লেখাপড়ার কি করে চলত জানিনা। বই কিনবার তার ক্ষমতা ছিল না। কলেজে সহপাঠীদের কাছ থেকে বই নিয়ে তিনি হাতে লিখে নকল করে নিতেন।সন্ধ্যাবেলায় বাড়িতে প্রদীপ জ্বালিয়ে পড়াশোনা করার মতো তেলটুকু ছিল না, এছাড়াও সংসারের কাজকর্ম তাকেই করতে হতো এইভাবে লেখাপড়া করে তিনি আইন পরীক্ষায় পাশ করেন।

সুভাষচন্দ্র অসাধারণ কিন্তু তার পিতা জানকীনাথ এর জীবন কাহিনী অনেকেই জানেন না। তিনিও কম অসাধারণ ছিলেন না। এমন পিতারই শরৎচন্দ্র ও সুভাষ চন্দ্রের মতো পুত্র হওয়া স্বাভাবিক।

জানকীনাথ এর বিবাহ একটি চমকপ্রদ ঘটনা। তার সুযোগ্য পত্নী প্রভাবতীর পিতামহ ছিলেন গঙ্গানারায়ণ দত্ত। তার পিতার নাম কাশীনাথ দত্ত। তাদের পরিবার বিখ্যাত হাটখোলার দত্তের একটি শাখা। এই শাখা কলিকাতার অদূরে বরাহনগরে বাস করতেন। গঙ্গানারায়ণ দত্ত তাঁর প্রথমা পৌত্রী প্রভাবতীর বরের অন্বেষণে কলেজে গিয়ে হাজির। দেখলেন একটি কালো রোগা ছাত্র এক জায়গায় বসে কি লিখছে,তখন টিফিনের ছুটি। অন্যেরা খেলাধুলো গল্পগুজবের ব্যস্ত।তিনি সেই ছেলের কাছে গিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন সে কেন অন্যদের মত খেলছে না ? জানকীনাথ বললেন তার বই কেনার সামর্থ্য নেই তাই বন্ধুদের থেকে বই নিয়ে লিখে নিচ্ছেন। গঙ্গানারায়ণ তার পিতার নাম ঠিকানা ইত্যাদি জেনে নেন এবং জানকীনাথ বসুর সঙ্গেই তার অপরুপা সুন্দরী পৌত্রী প্রভাবতীর বিবাহ স্থির করে ফেললেন।

মা প্রভাবতী দেবীর সঙ্গে নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু।

বিবাহের পর প্রভাবতীর পিতা কাশীনাথ দত্ত যখন মেয়েকে দেখতে তার শ্বশুরবাড়ি গেলেন তাদের পারিবারিক অবস্থা দেখে বিমর্ষ হয়ে পড়েন। ফিরে পিতাকে বলেন তবাবামশাই আপনি আমার সোনার প্রতিমার মত মেয়েকে জলে ফেলে দিলেন ?দ

পিতা উত্তর দিলেন তজলে ফেলেছি কি কিসে ফেলেছি সময় এলে দেখোদ । জানকীনাথ ওকালতি করবেন কিন্তু কলকাতায় তার বাসস্থান, জানা পরিচয় কিছুই নেই । পিসেমশাই হরবল্লব বসু কটক এর প্রতিষ্ঠিত খ্যাতিসম্পন্ন উকিল ছিলেন। তিনি জানকীনাথ বসু কে কটকে গিয়ে ওকালতি শুরু করার জন্য আমন্ত্রণ জানান। জানকীনাথ এই সুযোগ গ্রহণ করে আইন ব্যবসা শুরু করেন। ইংরেজ সরকার তাকে তরায়বাহাদুরদ উপাধি দেন এবং Govt plider নিযুক্ত হন। স্বদেশী আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে তিনি রায়বাহাদুর উপাধি পরিত্যাগ করেন।

সেই সময়ে স্টিমার পার হয়ে কটক পৌঁছতে হতো তারপর গরুর গাড়িতে গন্তব্য স্থল। এমন গল্প আমরা মা জননীর কাছে শুনেছি।

প্রভাবতী দেবীর জন্ম ১৮৬৯ সালে উত্তর কলকাতার বরানগরের দত্ত পরিবারে। বাবা গঙ্গানারায়ণ দত্ত, মা কমলা কামিনী দেবী। আট ভাই ও ছয় বোনের মধ্যে প্রভাবতী দেবী ছিলেন সবচেয়ে বড়। ১৮৮০ সালে মাত্র ১১ বছর বয়সে প্রভাবতী দেবীর বিয়ে হয় সোনারপুরের কাছে কোদালিয়ার বিখ্যাত বসু পরিবারের ২০ বছরের জানকীনাথ বসুর সাথে।

জানকীনাথ বসু ছিলেন কটকের বড় উকিল তাই তিনি সংসারের জন্যে খুব বেশী সময় দিতে পারতেন না। কটকে থাকাকালীন প্রভাবতী দেবী একা হাতে সামলাতেন গোটা সংসার। প্রভাবতী দেবীর পাঁচ ভাইও তার কাছে থেকে পড়াশোনা করতেন। প্রভাবতী দেবীর দুই বোন খুব অল্প বয়সেই বিধবা হয়ে যান তাই তারাও থাকতেন প্রভাবতী দেবীর সঙ্গে। এর পাশাপাশি বাড়ির বিভিন্ন কাজের লোকদেরকেও একাই সামলাতেন। সময় পেলে অবশ্য জানকীনাথ বসু এবং প্রভাবতী দেবী গাড়ি করে সন্ধ্যাবেলা কটকে নদীর ধারে ঘুরতে যেতেন। প্রভাবতী দেবী ছিলেন অত্যন্ত উদার এবং সম্পূর্ণ কুসংস্কারমুক্ত। জাতপাত এবং ধর্মীয় ভেদাভেদে তিনি একেবারেই বিশ্বাস করতেন না। সেই শিক্ষাই তিনি নিজের ভাইবোন এবং ছেলেমেয়েদের দিয়েছিলেন। সকল ছেলেমেয়ে , ভাইবোনদের 'কথামৃত' পড়ে শোনাতেন তিনি। ভাইবোন, ছেলেমেয়েরা ঠিকমত পড়াশোনা করছে কিনা তাই নিয়েও প্রভাবতী দেবীর ছিল সজাগ দৃষ্টি। কেউ পড়াশোনায় ফাঁকি দিলে ধরে ফেলতেন। খুব অল্প বয়সে বিয়ে হয়েছিল বলে নিজে বেশিদূর পড়তে পারেননি প্রভাবতী দেবী। তাই বাড়িতে শিক্ষক রেখে নিজে পড়াশোনা করতেন। এমনকি ইংরেজি ভাষাতেও বিশেষ পারদর্শী হয়ে ওঠেন তিনি। প্রভাবতী দেবীর হাতের লেখা ছিল মুক্তোর মত। তাঁর হাতের লেখা দেখেই বাড়ির ছোটরা হাতের লেখা অভ্যাস করত। এমনকি সেলাইয়ের কাজেও অসম্ভব পারদর্শী ছিলেন প্রভাবতী দেবী। হাতের তৈরী চন্দ্রপুলি বসু বাড়িতে খুব বিখ্যাত ছিল। কেনাকাটার ব্যাপারেও তীক্ষ্ণ নজর ছিল প্রভাবতীদেবীর। এলগিন রোডের বাড়িতে আম বিক্রি করতে আসত আমওয়ালারা। বসু বাড়িতে একবারে আম কেনা হত কয়েকশো। সেই আম কেনার সময় দাঁড়িয়ে থেকে সব আম দেখে নিতেন প্রভাবতী দেবী, একটি আমও খারাপ দিতে পারত না আমওয়ালারা। এমনকি দরদামেও প্রভাবতী দেবীর সঙ্গে পেরে উঠত না তারা। ১৯৪১ সালের ১৭ জানুয়ারী দেশকে স্বাধীন করার লক্ষ্যে দেশ ছাড়লেন নেতাজি। ১৯৪৩ সালের শেষদিকে কলকাতায় প্রয়াণ ঘটে 'সুভাষ জননী' প্রভাবতী দেবীর। তিনি শুধু মা নয় যেন সাক্ষাৎ দেবী।

চর্চাবাসর ১১৯

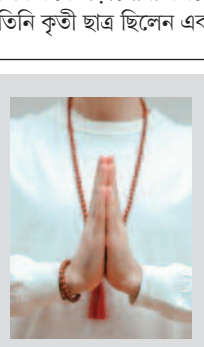

এটি সংস্কৃত শব্দ **নমিন্‌ত্‌রণ** (নিমন্ত্রণ) থেকে উদ্ভূত হয়েছে। এটি **নি** (নি - নিচে, মধ্যে, অথবা একটি নেতিবাচক/তীব্রকারী উপসর্গ) এবং **মন্‌ত্‌রণ** (মন্ত্রণ - আহ্বান বা পরামর্শ দেওয়া) উপসর্গের সমন্বয়ে গঠিত। ঐতিহ্যগতভাবে এটি একটি আমন্ত্রণকে বোঝায়, বিশেষত কোনো ভোজ বা নৈশভোজের আনুষ্ঠানিক আমন্ত্রণ। যদিও 'আমন্ত্রণ' প্রায়শই সাধারণ আমন্ত্রণের জন্য ব্যবহৃত হয়।

— কলমবীর

লেখা পাঠান

সময়োপযোগী উত্তর সম্পাদকীয় লেখা পাঠান। যে কোনও বিষয়ে আপনার মতামত বা অভিযোগ জানিয়ে পাঠান চিঠিপত্র। অবশ্যই Unicode-এ টাইপ করে পাঠাতে হবে।

email : dailyekdin1@gmail.com

মমতার নির্বাচনী সভার ২৪ ঘণ্টা আগে মালদায় চলল গুলি

দুই বন্ধুকে খুনের চেষ্টা

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: বাড়ি থেকে ডেকে নিয়ে গিয়ে দুই বন্ধুকে গুলি করে খুনের চেষ্টা চালানোর অভিযোগ উঠল স্থানীয় দুষ্কৃতীদের বিরুদ্ধে। একজনের পেটের বাম দিকে গুলি লাগায় তাঁকে চিকিৎসার জন্য ভর্তি করানো হয়েছে ইংরেজবাজার শহরের একটি নার্সিংহোমে। অপরজনের বাম পায়ে গুলি ছুঁয়ে বেরিয়ে গিয়েছে। তাঁকেও রক্তাক্ত অবস্থায় সিলামপুর গ্রামীণ হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য ভর্তি করানো হয়েছে। বুধবার বিকেলে চাঞ্চল্যকর ঘটনাটি ঘটেছে কালিয়াচক থানার মোজামপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের হারুচক এলাকায়। পুলিশের প্রাথমিক অনুমান, জায়গা ও জমির বেচাকেনা টাকার লেনদেনকে ঘিরেই এই শুটআউটের ঘটনাটি ঘটেছে। এদিকে, বৃহস্পতিবার মালদার বৈষ্ণবনগরে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নির্বাচনী সভা করার কথা রয়েছে। তাঁর ঠিক ২৪ ঘণ্টা আগেই ওই বিধানসভা কেন্দ্র থেকে ঢিল ছোড়া দূরত্বে সুজাপুরে বিধানসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত কালিয়াচকের এমন শুট আউটের ঘটনায় প্রশাসনিক মহলে চরম হইচই পড়ে গিয়েছে। ইতিমধ্যে দুষ্কৃতীদের চিহ্নিত করে তাদের খোঁজ শুরু করেছে কালিয়াচক থানার পুলিশ।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, আহত গুলি বিদ্ধের নাম মহম্মদ রহমাতুল্লাহ (৩২) এবং এনামুল শেখ (৩০)। এরা সম্পর্কে দুই বন্ধু। এদিন বিকেলে কয়েকজন দুষ্কৃতী হারুচক এলাকার একটি ফাঁকা আম বাগানে ওই দুইজনকে বাড়ি থেকে ডেকে নিয়ে গিয়ে গুলি করে বলে অভিযোগ। গুলিবিদ্ধ রহমতুল্লাহকে মালদার ইংরেজবাজার শহরের একটি নার্সিংহোমে ভর্তি করানো হয়েছে। কর্তব্যরত চিকিৎসকেরা জানিয়েছেন, রহমাতুল্লাহর পেটের বাম দিকের একপাশে গুলি লেগেছে। অপরদিকে আহত এনামুলের বাম পা ছুঁয়ে গুলি বেরিয়ে গিয়েছে। ফলে তাঁকে কালিয়াচক থানার সিলামপুর প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে ভর্তি করানো হয়। পুলিশি জিজ্ঞাসাবাদে গুলিবিদ্ধ রহমতুল্লাহর বাবা মুসা শেখ জানিয়েছেন, তিনি পেশায় মুদি ব্যবসায়ী। তাঁর ছেলে এলাকায় জমি বেচাকেনার কাজ করেন। এই দিন দুপুরে ফোন আসলে তাঁর ছেলে এক বন্ধুর সঙ্গে মোটর বাইকে করে বাড়ি থেকে বেরিয়ে যায়। এরপরই বিকালে দোকানে তিনি খবর পান, কেউ বা কারা তার ছেলে ও অপর বন্ধুকে গুলি করে পালিয়েছে। কালিয়াচক থানার পুলিশ জানিয়েছে, জমি ও জায়গা বেচাকেনার টাকার লেনদেনকে ঘিরেই এই গুলি চালানোর ঘটনাটি ঘটেছে। আহতদের কাছ থেকে হামলাকারীদের নাম জানা গিয়েছে। তদন্তের স্বার্থে এখনই সেই নাম প্রকাশ করা হচ্ছে না। অভিযুক্তদের খোঁজে গোটা এলাকা জুড়ে তল্লাশি শুরু করা হয়েছে।

প্রকৃত এসআইআর ছাড়া ভোট দেওয়া যাবে না: শমীক ভট্টাচার্য

নিজস্ব প্রতিবেদন, আসানসোল: বুধবার মনোনয়ন জমা দেওয়াকে কেন্দ্র করে জিটি রোড সংলগ্ন বিএনআর-এ এক প্রকার বিজেপি ও সিপিএমের উন্মাদনা ছিল তুঙ্গে। এদিন প্রথমে মনোনয়ন জমা দেওয়ার জন্য বর্ণাঢ্য মিছিল নিয়ে রবীন্দ্রভবনের বাইরে হাজির হন বামফ্রন্ট মনোনীত প্রার্থীরা। যার মধ্যে ছিলেন আসানসোল দক্ষিণ ও জামুড়িয়ার সিপিআইএম প্রার্থী এবং কুলটির ফরওয়ার্ড ব্লক প্রার্থী, বারাবনির আইএসএফ প্রার্থী, আসানসোল উত্তরের সিপিআইএম প্রার্থী। বর্ণাঢ্য মিছিল করে রবীন্দ্রভবনের সামনে এসে সিপিআইএম প্রার্থীরা মহকুমা শাসকের দপ্তরে এবং বাকিরা জেলাশাসকের দপ্তরে মনোনয়ন জমা দেন। বামফ্রন্ট মনোনয়ন দেওয়ার পর নিজ নিজ বিধানসভা কেন্দ্র থেকে প্রার্থীরা সমর্থকদের সঙ্গে মিছিল করে এক একত্রিত হন রবীন্দ্রভবনের বাইরে। সেখানে পথসভার আয়োজন করা হয়। এই পথ সভায় কুলটি বিধানসভার বিজেপি প্রার্থী ডাক্তার অজয় পোদ্দার, বারাবনির অরিজিৎ রায়, আসানসোল উত্তরের কৃষ্ণেন্দু মুখোপাধ্যায়, আসানসোল দক্ষিণের অগ্নিমিত্রা পল এবং জামুড়িয়া বিধানসভায় প্রার্থী ডাক্তার বিজন মুখোপাধ্যায়ের সমর্থনে বক্তব্য রাখেন। পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বিজেপির সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য। তিনি তাঁর বক্তব্যে বিজেপির মনোনীত প্রার্থীদের জয় নিশ্চিত বলে দাবি করেন। তাঁর অভিযোগ, 'এক সম্প্রদায়ের মানুষ যারা বহিরাগত বা রোহিঙ্গা তাঁদের ভোটার লিস্ট থেকে নাম বাদ যাওয়ার কারণে আতঙ্কিত হয়ে পড়েছেন। যেন কোনও প্রকারে তাদের নাম ভোটার লিস্টে তোলা যায়, বিভিন্ন পন্থা অবলম্বন করছেন। কিন্তু বিজেপি সেটা হতে দেবে না। প্রকৃত ভোটাররাই ভোটে অংশগ্রহণ করবেন। প্রকৃত এসআইআর ছাড়া ভোট কিছুতেই হবে না। এর জন্য বিজেপি পথে নেমেছে।' উল্লেখ্য, সোমবার আসানসোল উত্তরের প্রার্থী কৃষ্ণেন্দু মুখোপাধ্যায় মনোনয়ন জমা করেছেন। এবং বারাবনির প্রার্থী অরিজিৎ রায় এদিন মনোনয়ন জমা করেননি, তিনি বৃহস্পতিবার মনোনয়ন জমা করবেন।

কোন্নগরে মদ্যপদের দ্বারা আক্রান্ত দুই বাম কর্মী, বিক্ষোভ মীনাক্ষির

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: বাড়ির সামনে মদ্যপ অবস্থায় হুল্লোড় করছিল একদল যুবক। প্রতিবাদ করতেই বাবা ও ছেলেকে বেধড়ক মারধর করা হয় বলে অভিযোগ ওঠে। মঙ্গলবার সন্ধ্যায় হুগলির কোন্নগরের কানাইপুরের আদর্শনগরের এই ঘটনায় তীব্র চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। জখম বাবা ও ছেলে বামপন্থী সমর্থক বলে দাবি করে তাঁদের হাসপাতালে দেখতে যান উত্তরপাড়ার সিপিএম প্রার্থী মীনাক্ষি মুখোপাধ্যায়। তৃণমূল আশ্রিত দুষ্কৃতীরাই হামলা চালিয়েছে বলে দাবি করেছেন তিনি। তবে সমস্ত অভিযোগ অস্বীকার করেছে তৃণমূল।

এদিন কানাইপুরে প্রচারে গিয়েছিলেন মীনাক্ষি। বিকেলে সিপিএম কর্মী-সমর্থকদের নিয়ে মিছিল করেন তিনি। বাড়ি বাড়ি যান। এলাকার মানুষের সঙ্গে কথাও বলেন। মিছিলে গিয়েছিলেন সিপিএম কর্মী সুশীল দাস এবং তাঁর ছেলে সঞ্জীব দাসও। সন্ধ্যা নাগাদ ফেরার সময়ে দেখেন তাঁদের বাড়ির সামনে মদ্যপান করছে কয়েকজন যুবক। প্রতিবাদ জানান সুশীল। বাড়ির সামনে থেকে সরে যেতে বলেন। এতেই ঘটে বিপত্তি। অভিযোগ, বাবা ও ছেলের উপরে চড়াও হন মদ্যপরা। বেধড়ক মারধর করে তাঁদের। স্থানীয়রাই রক্তাক্ত অবস্থায় তাঁদের কানাইপুর হাসপাতালে ভর্তি করেন। প্রচার শেষ হয়ে গেলেও তখন এলাকাতেই ছিলেন মীনাক্ষী। খবর পাওয়া মাত্র হাসপাতালে ছুটে যান তিনি। দোষীদের শাস্তির দাবিতে অবস্থান বিক্ষোভ শুরু করেন। এ দিকে কানাইপুর ফাঁড়ির সামনে বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করেন সিপিএম কর্মী-সমর্থকরা। হাসপাতালের সামনে দাঁড়িয়ে মীনাক্ষি বলেন, 'তৃণমূলের গুন্ডারা লোহার রড দিয়ে আমাদের কর্মী-সমর্থকের উপরে হামলা চালিয়েছে।' দোষীদের গ্রেপ্তারের পাশাপাশি কানাইপুর হেলথ সেন্টারেও পর্যাপ্ত নিরাপত্তারক্ষী মোতায়েনের দাবি জানিয়েছেন মীনাক্ষি। তবে সমস্ত অভিযোগ অস্বীকার করে উত্তরপাড়া তৃণমূলের সভাপতি ইন্দ্রজিৎ ঘোষ বলেন, 'আমাদের এক পঞ্চায়েত সদস্যের মৃত্যু হয়েছে। তাঁর দাহ কাজ করে একটি বাড়ির সামনে কয়েক জন কর্মী বসেছিলেন। মিছিল থেকে ফেরার সময়ে সিপিএম কর্মীরা তাঁদের কটূক্তি করে। তখনই গন্ডগোল হয়।'

তৃণমূল ছেড়ে বিজেপিতে ১০ আইনজীবী

নিজস্ব প্রতিবেদন, বনগাঁ: তৃণমূল ছেড়ে বিজেপিতে দশ আইনজীবী, 'বর্ণচোরা দল বদলু' বলে কটাক্ষ তৃণমূলের। বুধবার বনগাঁ সাংগঠনিক জেলাও বিজেপি কার্যালয়ে তৃণমূল ছেড়ে বিজেপিতে যোগ দিলেন আদালতের দশ আইনজীবী। এদিন আইনজীবী সমীর ঘোষের নেতৃত্বে ১০ আইনজীবী বিজেপিতে যোগদান করেন। বনগাঁ সাংগঠনিক জেলা বিজেপি সভাপতি এবং বনগাঁ উত্তরের বিজেপি প্রার্থী অশোক কীর্তনীয়া তাঁদের হাতে দলীয় পতাকা তুলে দিয়ে এবং উত্তরীয় পরিয়ে বিজেপিতে স্বাগত জানান। তৃণমূল দলের দুর্নীতির কারণেই বিজেপিতে যোগ দিয়েছেন বলে জানান সমীর ঘোষ। ১০ আইনজীবীর বিজেপিতে যোগদানের ফলে দলের সংগঠন আরও বেশি মজবুত হবে বলে জানিয়েছেন বনগাঁ উত্তরের বিজেপি প্রার্থী অশোক কীর্তনীয়া। তবে সমীর ঘোষের নেতৃত্বাধীন আইনজীবীদের বিজেপিতে যোগদানে দলে কোনও প্রভাব পড়বে না বলেই দাবি করেছে তৃণমূল নেতৃত্ব। বনগাঁ সাংগঠনিক জেলা তৃণমূল সহ-সভাপতি প্রসেনজিৎ ঘোষ বলেন, 'যিনি তৃণমূলের আইনজীবী বলে বিজেপিতে যোগদান করলেন তিনি আসলে একজন বর্ণচোরা, দল বদলু। তিনি বিভিন্ন অভিযোগে অভিযুক্ত, হাজতবাস করেছেন। এতে দলে কোনও প্রভাব পড়বে না, ওনার নিজের বাড়ির ভোটও ওনার কথায় হবে না।'

প্রার্থী পছন্দ নয়, শ্রীরামপুরে কংগ্রেস পার্টি অফিস ভাঙচুর

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: প্রার্থী পছন্দ না হওয়ায় শ্রীরামপুরে জেলা কংগ্রেস পার্টি অফিস চলল ভাঙচুর। প্রার্থী তালিকা প্রকাশ হতেই একাধিক জেলায় বিক্ষোভ দেখিয়েছেন কংগ্রেস কর্মীরা। এবার সেই বিক্ষোভের আঁচ হুগলি জেলাতেও। দলীয় নেতৃত্বের বিরুদ্ধে তীব্র অসন্তোষ প্রকাশ করলেন কর্মীদের একাংশ।

শ্রীরামপুর বিধানসভার কংগ্রেস কর্মীদের অভিযোগ, রাজ্য নেতৃত্বকে ভুল বুঝিয়ে জেলার অধিকাংশ বিধানসভায় অযোগ্যদের মনোনীত করেছেন জেলা সভাপতি। আর এই কারণেই মঙ্গলবার রাতে দলের কার্যালয়ে ভাঙচুর করেন কর্মীদের একাংশ। তাঁদের দাবি, জেলা অফিসে ভাঙচুরের মধ্যে দিয়ে দলীয় নেতৃত্বের একাংশের বিরুদ্ধে নেতা, কর্মীদের ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে। সমস্ত দলের প্রার্থী ঘোষণা হয়ে যাওয়ার পরেও এখনও পর্যন্ত শ্রীরামপুর কেন্দ্রে কংগ্রেসের প্রার্থীর নাম ঘোষণা করা হয়নি। ওই কর্মীদের দাবি, এক সময়ে শ্রীরামপুর ছিল কংগ্রেসের ঘাঁটি। সেই কেন্দ্রে এখনও প্রার্থী ঘোষণা না করা কংগ্রেস কর্মীদের কাছে একটা অপমান। এই কারণে মঙ্গলবার রাতে জেলা অফিসের বাইরে একজোট হয়ে কংগ্রেস কর্মীরা যুব নেতা সত্যম সিংকে শ্রীরামপুর কেন্দ্রে প্রার্থী করার দাবি তোলেন। এরপরেই কংগ্রেস কর্মীরা প্রতিবাদ মিছিল করেন। সত্যম সিং বলেন, 'আমাদের কাছে কংগ্রেস একটা আবেগ। কিন্তু দলের একাংশ এই আবেগকে নিয়ে ছিনিমিনি খেলছে। তারই প্রতিবাদ করেছে কর্মীরা।' কংগ্রেস প্রার্থী নিয়ে ক্ষোভ আছে চাঁপদানিতেও। যদিও এ বিষয়ে কোনও মন্তব্য করতে চাননি জেলা কংগ্রেস সভাপতি সুব্রত মুখোপাধ্যায়।

বড় মাছ হাতে নিয়ে মনোনয়ন যাত্রা জিতেন্দ্র তিওয়ারির

নিজস্ব প্রতিবেদন, পাণ্ডবেশ্বর: কথায় আছে মাছের যাত্রা শুভ হয়, আর সে কারণেই দুর্গাপুজোয় বিজয়া দশমীর দিন মাছের ডালি নিয়ে বসে থাকতে দেখা যায় বহু মানুষকে। বিজয়ার পর যাত্রা শুভ করার জন্য। মাছের যাত্রা শুভ বলেই যে কোন শুভ অনুষ্ঠানের মাছের প্রচলন রয়েছে। পাণ্ডবেশ্বর বিজেপি প্রার্থী জিতেন্দ্র তিওয়ারি এক অভিনবভাবে এদিন তাঁর নমিনেশন যাত্রা শুরু করেন। বুধবার সকালে দুর্গাপুর মহকুমা শাসক দপ্তরে ছিল নমিনেশন পর্ব। সব দলের প্রার্থীরাই এদিন নমিনেশনে মহকুমা শাসক দপ্তরে হাজির হয়েছিলেন। বিজেপি প্রার্থীও তাঁর নমিনেশন যাত্রা শুরু করেন মাছের যাত্রা করে। তার দলেরই কর্মী সমর্থকরা এদিন ডালি করে ছোট মাছ নিয়ে এসে তাঁদের প্রার্থীর ভোটের মনোনয়ন যাত্রা শুভ করার উদ্দেশ্যে হাজির হন। ছোট মাছের পাশাপাশি বড় আকারের একটা মাছও প্রার্থীকে হাতে নিয়ে বেরোতে দেখা গেল। ফুল চন্দনের টিপ দিয়ে মাছের যাত্রা করে এদিন প্রার্থী দুর্গাপুর মহকুমা শাসক দপ্তরে হাজিরা দেওয়ার জন্য রওনা হন।

মনোনয়ন জমা দিলেন ডেবরার তৃণমূল প্রার্থী

নিজস্ব প্রতিবেদন, মেদিনীপুর: বুধবার খড়গপুরের মহকুমা শাসকের কার্যালয়ে মনোনয়নপত্র জমা দিলেন ডেবরা বিধানসভা কেন্দ্রের তৃণমূল প্রার্থী রাজীব ব্যানার্জি। ডেবরার ব্লকের নেতৃত্বদের সঙ্গে নিয়ে এদিন তিনি খড়্গপুরে নমিনেশন জমা দিতে আসেন। সাংবাদিকদের তিনি জানান, 'এতদিন যেখানকারই জনপ্রতিনিধি ছিলাম সেখানেই নিষ্ঠার সঙ্গে কাজ করেছি। ডেবরা কেন্দ্রেও আগামী পাঁচ বছর নিষ্ঠার সঙ্গে কাজ করব।' জানা গেছে, তৃণমূলের গোষ্ঠী কোন্দলের কারণে ডেবরা ব্লকে আজও ব্লক কমিটি গঠন হয়নি। কোর কমিটির মাধ্যমে দল পরিচালিত হচ্ছে। তবে এই ব্লকে দল যে সংগঠিত তা প্রমাণ করতে এদিন দলের সমস্ত নেতৃত্বকে সাথে নিয়েই রাজিব ব্যানার্জি মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছেন। যদিও কোর কমিটির অন্যতম নেতৃত্ব তথা প্রাক্তন বিধায়ক রাধাকান্ত মাইতি এদিন সঙ্গে ছিলেন না। মনোনয়ন জমা দেওয়ার পর ডেবরা বিধানসভায় তৃণমূলের গোষ্ঠীকোন্দলের তত্ত্ব উড়িয়ে দিয়ে সংবাদ প্রচার মাধ্যমকেই কাঠগড়ায় তোলেন রাজীব।

পুরুলিয়ায় বিজেপির মনোনয়ন পেশ

নিজস্ব প্রতিবেদন, পুরুলিয়া: পুরুলিয়া বিধানসভা কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী কাল্টু অর্থাৎ সুদীপ কুমার মুখার্জী নমিনেশন জমা করলেন। বুধবার বহু মানুষের সমাগম এবং উচ্ছ্বাস লক্ষ্য করা গেল তাঁর নমিনেশন জমা করার সময়। এদিন বিজেপি প্রার্থীর সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন প্রদেশ বিজেপির সাধারণ সম্পাদক তথা পুরুলিয়া লোকসভার সাংসদ জ্যোতির্ময় সিং মাহাতো-সহ অন্যান্য জেলা ও রাজ্য নেতৃত্ব।

অস্মিতা খেলো ইন্ডিয়ায় বাঁকুড়ার জয়জয়কার

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: আবার বাঁকুড়ার মেয়েরা নজর কারলো জাতীয় যোগাসন স্পোর্টস খেলায়। খেলো ইন্ডিয়া অস্মিতা যোগাসন লিগ (ন্যাশনাল) ২৯ থেকে ৩১শে মার্চ নিউ দিল্লির আনন্দ ধাম আশ্রমে শেষ হল। এই খেলায় অল বাঁকুড়া যোগাসনা স্পোর্টস অ্যাসোসিয়েশনের চার জন খেলোয়াড় অল বেঙ্গল যোগাসনা স্পোর্টস অ্যাসোসিয়েশনের মাধ্যমে অংশগ্রহণ করেছিল। ১৮ বছরের নিচের বিভাগে কোতুলপুর আটলাস ক্লাবের ছোট্ট মেয়ে সমাপ্তি সেন ট্র্যাডিশনাল গ্রুপ ইভেন্টে স্বর্ণপদক ও ট্র্যাডিশনাল ইন্ডিভিজুয়াল ইভেন্টে ব্রোঞ্জ পদক লাভ করে। শুভ আরম্ভ যোগা একাডেমির সম্পূর্ণা সিল ও কোতুলপুর ফিটনেস সেন্টারের সিমরন পাল আর্টিস্টিক গ্রুপ ইভেন্টে স্বর্ণপদক লাভ করে। ১৮ বছরের উর্ধ্ব বিভাগে কোতুলপুর ইলেভেন বুলেটস ক্লাবের অঙ্কিতা ধারা ট্রেডিশনাল গ্রুপ ইভেন্টে রৌপ পদক লাভ করেছে। সেই সঙ্গে সমাপ্তি সেন প্রাইজ মানি পাবে ২৫০০০ টাকা, সিমরন পাল ১৫০০০ টাকা, সম্পূর্ণা সিল ১৫০০০ টাকা, অঙ্কিতা ধারা ১২০০০ টাকা। অল বাঁকুড়া যোগাসনা স্পোর্টস অ্যাসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে সকল প্লেয়ার, কোচ ও কর্মকর্তাদের অভিনন্দন জানান সম্পাদক অল বাঁকুড়া যোগাসনা স্পোর্টস অ্যাসোসিয়েশনের দীপ্তাম্বর হালদার।

AXIS BANK

অ্যাক্সিস ব্যাঙ্ক লি.
কনকারবাগ শাখা, ঠিকানা - ৩য় তল, লোন সেন্টার, সীতা উষা স্কোয়ার কমপ্লেক্স, কনকারবাগ মেন রোড, পাটনা, বিহার - ৮০০০২০

(২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট এনফোর্সমেন্ট রুলসের রুল ৮(১) সহিত পঠিত পরিশিষ্ট IV অনুযায়ী)

দখল নোটিশ (স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

যেহেতু, নিম্নস্বাক্ষরকারী, অ্যাক্সিস ব্যাঙ্ক লি.-এর অনুমোদিত অফিসার স্বরূপ সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(১২) ধারা এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস রুল ৩ সংস্থান অধীনে নিম্নোক্ত তারিখে সংশ্লিষ্ট ঋণগ্রহীতাগণ/জামিনদাতাগণকে উক্ত নোটিশ পাওয়ার তারিখ থেকে চুক্তির হার অনুযায়ী সুদ, জরিমানা সুদ, চার্জ, শুল্ক ইত্যাদি সহ ৬০ দিনের মধ্যে আদায় দেওয়ার জন্য এক দাবি নোটিশ ইস্যু করেছেন।
ঋণগ্রহীতাগণ/জামিনদাতাগণ উক্ত বকেয়া পরিমাণ আদায়দানে ব্যর্থ হওয়ায় ঋণগ্রহীতাগণ/ জামিনদাতাগণকে বিশেষভাবে এবং সাধারণকে সাধারণভাবে অবগত করা হচ্ছে উক্ত আইনের ১৩(৪) ধারা এবং উক্ত রুলসের রুল ৮ সংস্থান অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে নিম্নোক্ত জামিনদত্ত সম্পত্তির নিম্নোক্ত তারিখ অনুযায়ী নিম্নস্বাক্ষরকারী কর্তৃক স্বত্ব দখলীকৃত হয়েছে।
ঋণগ্রহীতাগণ/জামিনদাতাগণকে বিশেষভাবে এবং সাধারণকে সাধারণভাবে সতর্কিত করা হচ্ছে তারা যেন উক্ত জামিনদত্ত সম্পত্তির কোনরূপ লেনদেন না করতে এবং কোনরূপ লেনদেন অ্যাক্সিস ব্যাঙ্ক লি.-এর নিকট বকেয়া, পরবর্তী সুদ, জরিমানা সুদ, শুল্ক ইত্যাদি নোটিশে উল্লিখিত দাবি নোটিশের তারিখ থেকে আদায়দান সাপেক্ষ।
ঋণগ্রহীতার অবগতির জন্য জ্ঞাত করা হচ্ছে ২০০২ সালের সারফেসি আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৮) সংস্থান অধীনে সংশ্লিষ্ট বকেয়া পরিমাণ নির্ধারিত সময়ের মধ্যে আদায় দিয়ে উক্ত জামিনদত্ত সম্পত্তি উদ্ধার করতে পারেন।

ঋণগ্রহীতাগণ/জামিনদাতাগণের নাম এবং ঠিকানা	ক) তারিখ অনুযায়ী বকেয়া পরিমাণ খ) দাবি নোটিশের তারিখ গ) দখলের তারিখ (প্রতীকী)
(ঋণগ্রহীতা) ডিজি রাজ হাইওয়ে সার্ভিসেস এবং জামিনদাতাগণ - শ্রী দাদন প্রসাদ এবং শ্রীমতি গীতা দেবী	ক) ১,১০,৯২,৯৬৯ টাকা (এক কোটি দশ লাখ বিরানব্বই হাজার নশো উনসত্তর টাকা) লোন এ/সি নং PCR014210942993, ১৩.০১.২০২৬ অনুযায়ী বকেয়া খ) ১৩.০১.২০২৬ গ) ২৭.০৩.২০২৬

স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ

তপশিল এ
সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমি ডুপ্লেক্স নং ৪৭ এবং ৪৮, বিক্রম বিহার কমপ্লেক্স হোল্ডিং নং ৪৯৩/বি/৫৭, জি টি রোড (দক্ষিণ) ওয়ার্ড নং ৩৬, থানা-শিবপুর, জেলা -হাওড়া, পশ্চিমবঙ্গ- ৭১১১০২, উল্লেখ্য স্বত্ব দলিল নং ১১২৬৭ তারিখ ০২.১২.২০১০, সম্পত্তি শ্রী দাদন প্রসাদ এবং গীতা দেবী এর নামে, **জমির চৌহদ্দি : উত্তরে :** হোল্ডিং নং ৪৯৩/বি৫৮, জি টি রোড। **দক্ষিণে :** হোল্ডিং নং ৪৯৩/বি৬০ জি টি রোড। **পূর্বে :** সাধারণ চলার পথ। **পশ্চিমে :** সীমা পাঁচিল -৪৯৩/বি/৫৭ জি টি রোড।

তারিখ : ০২.০৪.২০২৬
স্থান : হাওড়া
স্বা/-
অনুমোদিত অফিসার, অ্যাক্সিস ব্যাঙ্ক লি.

AXIS BANK

অ্যাক্সিস ব্যাঙ্ক লিমিটেড
১ শেক্সপীয়র সরণি, ৪র্থ তল, এসি মার্কেট বিল্ডিং, কলকাতা - ৭০০০৭১

দাবি নোটিশ

এতদ্বারা ঋণগ্রহীতাগণের অবগতির জন্য বিজ্ঞাপিত হচ্ছে ব্যাঙ্ক থেকে গৃহীত ঋণ সুবিধার মূল এবং সুদ আদায়দানে ব্যর্থ হওয়ায় তাঁর ঋণ অ্যাকাউন্ট নন পারফর্মিং অ্যাসেটস শ্রেণিভুক্ত হয়েছে। উক্ত নোটিশ ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস এন্ড এনফোর্সমেন্ট অব সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(২) ধারা অধীনে ইস্যু করা হয়েছে এবং সর্বশেষ জ্ঞাত ঠিকানায় প্রেরণ করা হয়েছিল, কিন্তু তা অবণ্টিত অবস্থায় ফিরে এসেছে ফলে এই নোটিশ মারফত অবগত করা হচ্ছে।

ঋণগ্রহীতা এবং জামিনদাতার নাম এবং ঠিকানা	সম্পত্তির ঠিকানা যার বিনিময়ে ঋণ প্রাপ্ত	ক) নোটিশের তারিখ খ) এনপিএ তারিখ (কার্যকর)	বকেয়া (দাবি) টাকা	সুবিধা পরিমাণ টাকা
শ্রী রাজীব চৌধুরী পিতা প্রয়াত বিশ্বরূপ চৌধুরী এবং প্রয়াত সুমিতা চৌধুরী (মেসার্স এস ডি এজেন্সি) ৪/৪৫ বিজয়গড়, থানা- যাদবপুর, কলকাতা- ৭০০০৩২। **আরও ঠিকানা :** ৫৪/৫০ রাইপুর রোড, কলকাতা- ৪৭	**তপশিল 'এ' (জমি সম্পত্তি)** সংশ্লিষ্ট সকল অংশ বসবাসের জমি পরিমাপ ৩ কাঠা ১৫ ছটাক কমবেশি ই পি নং ৫০, এসপি নং ৬৯, সিএস প্লট নং ১২৬, (অংশ), মৌজা- রাইপুর,জেএল নং ৩৩, থানা : যাদবপুর, কলকাতা পৌর সংস্থা অধীন প্রেমিসেস নং ৫৪/৫০, রাইপুর রোড, ডাক প্রেমিসেস নং ৩/৫৫, সংহতি কলোনি, থানা-যাদবপুর, ওয়ার্ড নং ৯৯,	ক) ৩১.০১.২০২৬ খ) ১৮.০৮.২০২৫	৩৫,৫৭,২২৭.১২ টাকা লোন এ/সি নং ******** ৪২৬২, ৩১.০১.২০২৫ অনুযায়ী (সংশ্লিষ্ট পরিমাণ ৩১.০১.২০২৫ পর্যন্ত সুদ সহ) ৬২৩৪২৭৮.১৫ টাকা, লোন এ/সি নং ******** ৪৩০১, ০৫.০৮.২০২৫ অনুযায়ী (সংশ্লিষ্ট পরিমাণ ০৫.০৮.২০২৫ অনুযায়ী সুদ সহ) ৪২৭২৮৬.৬৮ টাকা লোন এ/সি নং ******** ২১৪৪, ৩১.০৭.২০২৫ অনুযায়ী (সংশ্লিষ্ট পরিমাণ ৩১.০৭.২০২৫ অনুযায়ী সুদ সহ) মোট ১,০২,১৮,৭৯১.৯৫ টাকা (এক কোটি দুই লাখ আঠার হাজার সাতশ একানব্বই টাকা এবং পঁচানব্বই পয়সা) বকেয়া।	৪০,০০,০০০ টাকা ৬৩,০০,০০০ টাকা ৭,০০,০০০ টাকা

অ্যাসেসি নং ২১-০৯৯-০৪-০৫৭৫-০, কলকাতা ৭০০০৪৭, জেলা -দক্ষিণ ২৪ পরগনা, চৌহদ্দি : উত্তরে : সিএস প্লট নং ১২৬। দক্ষিণে : কলোনি রোড। পূর্বে : ইপি নং ৫১। পশ্চিমে : ইপি নং ৪৯। **তপশিল 'বি' (উক্ত ইউনিট)** সংশ্লিষ্ট সকল অংশ ফ্ল্যাট পরিমাপ ৬৯৭ বর্গফুট কমবেশি সুপার বিল্ট আপ এরিয়া দোতলায়, দক্ষিণ পূর্ব দিকে উক্ত জি-৩ তলা ভবনে কমবেশি এবং অবিভক্ত অচিহ্নিত, পার্টিশনহীন জমির যথাযথ ভাগ অংশ ইউনিট প্রেমিসেস নং ৫৪/৫০, রাইপুর রোড, ডাক প্রেমিসেস নং ৩/৫৫, সংহতি কলোনি, থানা-যাদবপুর, ওয়ার্ড নং ৯৯, অ্যাসেসি নং ২১-০৯৯-০৪-০৫৭৫-০, কলকাতা ৭০০০৪৭, জেলা -দক্ষিণ ২৪ পরগনা, সংশ্লিষ্ট প্রেমিসেসের বিস্তারিত আরও বিস্তারিতভাবে তপশিল এ পরবর্তীতে লিখিতভাবে উল্লিখিত সুবিধা এবং পরিষেবা সিঁড়ি, অন্যান্য সুবিধা উক্ত ভবনে ভোগ দখলের অধিকার সহ যা পৃথকভাবে স্বত্ব দলিলের তপশিলে উল্লিখিত রয়েছে।

নোটিশের বিকল্প পরিষেবার জন্য পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে। উপরোক্ত ঋণগ্রহীতাদের এবং/অথবা গ্যারান্টারদের (যেখানে প্রযোজ্য) তাদের এই নোটিশ প্রকাশের তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে ভবিষ্যতের সুদ এবং প্রযোজ্য চার্জ সহ উপরে উল্লিখিত বকেয়া পাওনার পরিমাণ পরিশোধ করার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে যা ব্যর্থ হলে এই নোটিশের তারিখের ৬০ দিনের মেয়াদ শেষ হওয়ার পরে ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইন অনুসারে পরবর্তী পদক্ষেপ নেওয়া হবে।
অনুগ্রহ করে মনে রাখবেন যে উক্ত আইনের ধারা ১৩(১৩) এর অধীনে, কোন ঋণগ্রহীতা, উপ-ধারা (২) তে উল্লেখিত নোটিশ প্রাপ্তির পরে, বিক্রয়, ইজারা বা অন্যথায় উল্লিখিত তার সুরক্ষিত সম্পদের মাধ্যমে হস্তান্তর করবেন না সুরক্ষিত পাওনাদারের পূর্ব লিখিত সম্মতি ছাড়াই।
সারফায়েসি আইন, ২০০২-এর ধারা ১৩-এর উপধারা (৮) এর বিধানগুলির প্রতি ঋণগ্রহীতার দৃষ্টি আকর্ষণ করা হচ্ছে, ঋণগ্রহীতাদের কাছে সুরক্ষিত সম্পদগুলি উদ্ধার করার জন্য উপলব্ধ সময়ের জন্য।

তারিখ : ০২.০৪.২০২৬
স্থান : কলকাতা
অনুমোদিত অফিসার
অ্যাক্সিস ব্যাঙ্ক লি.

SBI

স্ট্রেসড অ্যাসেটস রিকভারি ব্রাঞ্চ, সাউথ বেঙ্গল
জীবনদীপ বিল্ডিং, ৩য় তল, ১, মিডলটন স্ট্রিট, কলকাতা - ৭০০ ০৭১
ফোন - (০৩৩) ২২৮৮ ৪৪৩৭, ফ্যাক্স - (০৩৩) ২২৮৮ ৪৩০২, ই-মেল - sbi.15196@sbi.co.in

ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ

অনুমোদিত অফিসারের বিস্তারিত - নাম - জয়ন্ত অগাস্টিন মুন্ডু, ই-মেল আইডি - sbi.15196@sbi.co.in মোবাইল নং - ৯০৫১১০৮৭৪৫

স্থাবর সম্পদ বিক্রির জন্য ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইন এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৯(১) তৎসহ পঠিত রুল ৮(৬) অধীনে স্থাবর সম্পত্তির ক্ষেত্রে।
এতদ্বারা সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে এবং ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতাগণ/বন্ধকদাতাগণের প্রতি বিশেষভাবে অবগত করা হচ্ছে জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট বন্ধকদত্ত নিম্নোক্ত বিস্তারিত মতে স্থাবর সম্পত্তি জামিন অধীনে ঋণদাতা স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার অনুমোদিত অফিসার কর্তৃক **স্বত্ব দখলীকৃত** এবং 'যেখানে যা আছে', 'যেখানে যেমন আছে' এবং 'যেখানে যে অবস্থায় আছে' ভিত্তিতে বকেয়া আদায়ের জন্য বিক্রয় করা হবে নিম্নোক্ত তারিখ মোতাবেক।

ই-নিলামের তারিখ এবং সময় - তারিখ - ২৮.০৪.২০২৬
নিলামের সময় - সকাল ১১টা থেকে বেলা ৪টে পর্যন্ত প্রতিটি অসীমামিয়ত ১০ মিনিটের সম্প্রসারণ সহ

ক্রম নং	ইউনিট/ঋণগ্রহীতা/ জামিনদাতাগণের নাম	বিক্রয়দত্ত সম্পত্তির বিস্তারিত	বকেয়া পরিমাণ	ক) সংরক্ষিত মূল্য খ) ইএমডি ১০ শতাংশ গ) ডাক বর্ধিত পরিমাণ
১.	**ঋণগ্রহীতা : দ্য ৩ গাইজ নেটওয়ার্ক প্রা লি., ঠিকানা :** গ্ল্যামার বিল্ডিং , ৪র্থতল, আন্দুল রোড, পো -দুইল্যা, থানা : সাঁকরাইল, হাওড়া - ৭১১৩০২। **ডিরেক্টর তথা জামিনদাতাগণ : ১) গৌতম খারা,** পিতা শ্রী নিত্যানন্দ খারা, **ঠিকানা :** জে সি চক্রবর্তী রোড, পাতকুয়াতলা, গ্রাম এবং পো : দুইল্যা, হাওড়া-৭১১৩০২। **আরও ঠিকানা :** গ্ল্যামার বিল্ডিং, ৪র্থতল, আন্দুল রোড, পো দুইল্যা, থানা সাঁকরাইল, হাওড়া -৭১১৩০২। **২) শ্রী শ্যামলেন্দু ভট্টাচার্য,** পিতা শ্রী বাসুদেব ভট্টাচার্য, ঠিকানা : চরকডাঙ্গা, পো দুইল্যা, থানা সাঁকরাইল, হাওড়া-৭১১৩০২। **আরও ঠিকানা :** গ্ল্যামার বিল্ডিং , ৪র্থতল, আন্দুল রোড, পো দুইল্যা, থানা সাঁকরাইল, হাওড়া -৭১১৩০২। **৩) শ্রী গৌতম ঘোষ,** পাতকুয়াতলা, দুইল্যা, পো : দুইল্যা, হাওড়া-৭১১৩০২। **আরও ঠিকানা :** গ্ল্যামার বিল্ডিং , ৪র্থতল, আন্দুল রোড, পো দুইল্যা, থানা সাঁকরাইল, হাওড়া -৭১১৩০২	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ অফিস স্পেস নং ৩বি, ৩সি এবং ৩ডি, পরিমাপ ৩২০০ বর্গফুট সুপার বিল্ট আপ এরিয়া ৪র্থতলে ভবনের নাম **''গ্ল্যামার বিল্ডিং''** অবিভক্ত সম্পত্তির যথাযথ ভাগ অংশ জমির পরিমাপ ৭ কাঠা ৯ ছটাক ১৫ বর্গফুট কমবেশি অবস্থিত আরএস দাগ নং ৭৭৫,আরএস খতিয়ান নং ৭১৮, এলআর দাগ নং ৭৯১, এলআর খতিয়ান নং ৪২১/১, জেএল নং ৩৫, মৌজা : দুইল্যা, দুইল্যা গ্রাম পঞ্চায়েত, আন্দুল রোড, থানা : সাঁকরাইল, জেলা : হাওড়া। **(হস্তান্তর দলিল নং ৩৭২০-২০০৯ সালের তারিখ ১৫.০৯.২০০৯,** বুক নং ১, ভলুম নং ১১, পৃষ্ঠা ৫৫৪ থেকে ৫৮০, সম্পত্তি **মেসার্স ৩ গাইজ,** প্রতিনিধিত্বকারী **১) শ্রী গৌতম ঘোষ, ২) শ্রী গৌতম খারা এবং ৩) শ্রী শ্যামলেন্দু ভট্টাচার্য)। সম্পত্তির চৌহদ্দি :** উত্তরে : ৫০ ফুট চওড়া আন্দুল রোড; দক্ষিণে : জমি এবং ভবন দাগ নং ৭৮০, ;পূর্বে : জমি এবং ভবন দাগ নং ৭৭৯; পশ্চিমে : জমি এবং ভবন দাগ নং ৭৭৩। **সম্পত্তি ব্যাঙ্কের স্বত্ব দখলীকৃত।**	২,৮৩,৭৬,০৯৮.০০ টাকা (দুই কোটি তিরাশি লাখ ছিয়াত্তর হাজার আটানব্বই টাকা) ১১.০৮.২০২৫ অনুযায়ী আপনারা উক্ত পরিমাণের সহিত চুক্তি মোতাবেক হারে পরবর্তী সুদ, তাৎক্ষণিক ব্যয়, মূল্য, চার্জ ইত্যাদি দিতে দায়বদ্ধ	ক) ৫৩,৪৬,০০০.০০ টাকা খ) ৫,৩৪,৬০০.০০ টাকা গ) ১০,০০০.০০ টাকা যোগাযোগের ব্যক্তি ৯০৫১১০৮৭৪৫ ৭৫৫০৯০০০৪৯ পর্যবেক্ষণের তারিখ ২১.০৪.২০২৬ এবং ২৫.০৪.২০২৬ পর্যবেক্ষণের সময় সকাল ১১টা থেকে দুপুর ৩টে পর্যন্ত
২	**শ্রীমতি গীতাঞ্জলি নায়ক,** ১০/৭ শান্তি পল্লি রোড, পর্ণশ্রী, সার্কাস এভিনিউ, কলকাতা- ৭০০০৬০ এবং পানশিলা গভ. কলোনি, সুশীল ভবন, একতলা, ফ্ল্যাট নং এবি এবং এবি-১, সোদপুর, থানা : খড়দহ, উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা -৭০০১১২	**দুই (২) ফ্ল্যাটের বিবরণ (কেবল বিক্রির জন্য)** ১) সংশ্লিষ্ট সকল অংশ এক স্বয়ংসম্পূর্ণ বসবাসের ফ্ল্যাট টাইলস মেঝে লিফট ব্যতীত ফ্ল্যাট নং এবি পূর্ব উত্তর দিকে একতলায়, পরিমাপ সুপার বিল্ট আপ এরিয়া ৬৫০ বর্গফুট কমবেশি বহুতল ভবনে নাম **''সুশীল ভবন''**, উক্ত জমিতে, ২ বেড রুম, ১ ডাইনিং , ১ কিচেন, ২ টয়লেট , ১ বারান্দা, ফিটিংস, ফিক্সচার সহ এবং অবিভক্ত সম্পত্তির যথাযথ ভাগ অংশ সকলের ব্যবহারের চলার পথ, নিকাশি, জলাধার, সিঁড়ি, সেপটিক ট্যাঙ্ক যাবতীয় সুবিধা ভোগ দখলের অধিকার সহ প্রথম তপশিলে বর্ণিত জমির বিবরণ অনুযায়ী **(দলিল নং ১৯০১০২৭০৬-২০২৩ সালের)** উল্লেখ্য নিম্নে বর্ণিত একটি ফ্ল্যাট এবং অবিভক্ত সম্পত্তির যথাযথ ভাগ অংশ সহ। **ফ্ল্যাটের চৌহদ্দি :** উত্তরে : খোলা জায়গা, দক্ষিণে : সিঁড়ি এবং গ্যারাজ, পূর্বে : খোলা জায়গা, পশ্চিমে : অন্যান্য ফ্ল্যাট। ২) লিফট ছাড়া সমস্ত স্বয়ংসম্পূর্ণ আবাসিক টাইলস মেঝে ফ্ল্যাট নং এবি- ১, পূর্ব উত্তর দিকের গ্রাউন্ড ফ্লোরের উপর ৬৫০ বর্গফুট অতি-নির্মিত এলাকা পরিমাপ করে। কমবেশি বহুতল ভবনটি ''সুশীল ভবন'' নামে এবং স্টাইলে নির্মিত, যার উপরে ২টি শোবার ঘর, ১টি ডাইনিং, ১টি রান্নাঘর, ২টি টয়লেট এবং ১টি বারান্দা রয়েছে। এই জমিতে ফিটিং, ফিক্সচার সহ জমির আনুপাতিক অ-বিভাজিত অংশ এবং সমস্ত অধিকার বা সাধারণ পথ, নিষ্কাশন, ভূগর্ভস্থ এবং ওভারহেড জলাধার, সিঁড়ি, সেপটিক ট্যাঙ্ক এবং সমস্ত সুবিধার অধিকার, এর সংলগ্ন অংশটি নীচে উল্লিখিত প্রথম তফসিল **(২০২৩ সালের জন্য দলিল নং ১৯০১০২৭০৬)** অনুসারে জমিতে অবস্থিত এবং অবস্থিত, যেখানে একটি ফ্ল্যাট অবিভক্ত এবং অপ্রচলিত আনুপাতিক অংশ জমি এবং অন্যান্য সমস্ত সাধারণ ইউটিলিটি সুযোগ-সুবিধা সহ রয়েছে। **ফ্ল্যাটের চৌহদ্দি** - উত্তরে : খোলা জায়গা, দক্ষিণে : গ্যারেজ, পূর্বে : অন্যান্য ফ্ল্যাট, পশ্চিমে : খোলা জায়গা (উপরে বর্ণিত ১ এবং ২) **শ্রীমতি গীতাঞ্জলি নায়কের নামে ২০২৩ সালের দলিল নং ১৯০১০২৭০৬** অনুসারে রয়েছে। এবং ২০২৩ সালের দলিল নং ১৯০১০২৭০৬ অনুসারে নীচে উল্লিখিত জমি এবং ভবনে অবস্থিত। **উপরে উল্লিখিত দুটি (২) ফ্ল্যাট (১ এবং ২) যেখানে অবস্থিত জমি এবং ভবনের বিবরণ :** মৌজা-পানশিলা, জে.এল. নং- ৬, আর.এস. নং ১০৩, তৌজি নং ১৫৫-এ অবস্থিত ৪ (চার) কাঠা জমি পরিমাপ করে বাস্তু জমির সমস্ত টুকরো এবং অংশ, যা সি.এস. দাগ নং-২০০(পি) এবং ২৮৩(পি) এর সাথে সম্পর্কিত এবং সি.এস. দাগ নং-২০০(পি) এবং ২৮৩(পি) এর অন্তর্গত এবং অন্তর্ভুক্ত। এল.ও.পি. নং ২২, এল.আর. খতিয়ান ১১২৫, ১৩১৬ এর অধীনে আর.এস., এল.আর. দাগ নং ৫৫২, পানিহাটি পৌরসভা, ওয়ার্ড নং ১৯, পৌর হোল্ডিং নং ২৮, পানশিলা সরকারি কলোনির স্থানীয় সীমানার মধ্যে, সোদপুর, থানা খড়দা, জেলা - উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা - ৭০০১১২ এডিএসআরও -এর নিবন্ধন অধিক্ষেত্রের অধীনে। ''সুশীল ভবন'' নামে নির্মিত বহুতল নতুন ভবনের সাথে, যা নিম্নরূপ বেষ্টিত : উত্তরে : এলওপি নং ৯ দ্বারা রাজ কুমার চক্রবর্তীর সম্পত্তি, দক্ষিণে ১৪ ফুট প্রশস্ত পানশীলা সরকারি কলোনি রোড, পূর্বে এলওপি নং ২১ দ্বারা উপেন্দ্র নাথ মজুমদারের সম্পত্তি, পশ্চিমে এলওপি নং ২৩ দ্বারা উষা রানী দত্তের সম্পত্তি। **সম্পত্তি ব্যাঙ্কের স্বত্ব দখলীকৃত ।**	৪৩,৪৩,৫৯৫.০০ টাকা (তেতাল্লিশ লাখ তেতাল্লিশ হাজার পাঁচশ পঁচানব্বই টাকা) ১০.০৮.২০২৫ অনুযায়ী আপনারা উক্ত পরিমাণের সহিত চুক্তি মোতাবেক হারে পরবর্তী সুদ, তাৎক্ষণিক ব্যয়, মূল্য, চার্জ ইত্যাদি দিতে দায়বদ্ধ	ক) ২৩,৯৪,০০০.০০ টাকা খ) ২,৩৯,৪০০.০০ টাকা গ) ১০,০০০.০০ টাকা যোগাযোগের ব্যক্তি ৯০৫১১০৮৭৪৫ ৭৫৫০৯০০০৪৯ পর্যবেক্ষণের তারিখ ২১.০৪.২০২৬ এবং ২৫.০৪.২০২৬ পর্যবেক্ষণের সময় সকাল ১১টা থেকে দুপুর ৩টে পর্যন্ত

ক) বিক্রয়ের বিশদ নিয়ম এবং শর্তাবলীর জন্য, অনুগ্রহ করে স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, সিকিউরড ক্রেডিটরের ওয়েবসাইট www.sbi.co.in এবং নির্দিষ্ট ই-নিলামের জন্য নির্দিষ্ট লিঙ্কে দেওয়া লিঙ্কটি দেখুন https://BAANKNET.com
খ) ইচ্ছুক দরদাতা/গণ তার ইএমডির পরিমাণ PSB Alliance Pvt. Ltd. সাথে রক্ষণাবেক্ষণ করা তার বিডার অ্যাকাউন্টে তৈরি করা চালানের মাধ্যমে স্থানান্তর করতে হবে। নিলামের তারিখের আগে তার ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট থেকে NEFT/RTGS স্থানান্তর করে। কোনও জিজ্ঞাস্য থাকলে অনুগ্রহ করে support.baanknet@psballiance.com বা ৮২৯১২২০২২০ যোগাযোগ করুন

আগ্রহী দরদাতাকে নিলাম প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণের পূর্বে উপরোক্ত সাইটে আপলোড করা বিস্তারিত নিয়ম ও শর্তাবলী ভালোভাবে পড়ে নেওয়ার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।

তারিখ : ০২.০৪.২০২৬
স্থান : কলকাতা
সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে কোনও বিতর্কের সৃষ্টি হলে ইংরাজি মাধ্যমকেই সঠিক গণ্য করতে হবে
অনুমোদিত অফিসার
স্টেট ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া

কার্গিল ও অপারেশন সিঁদুরে অংশগ্রহণকারী সেনা জওয়ানের নাম ভোটার লিস্টে বাতিল!

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাদুড়িয়া: কার্গিল যুদ্ধ থেকে অপারেশন সিঁদুরে অংশগ্রহণকারী সেনা আধিকারিকের নাম ভোটার লিস্টের থেকে বাতিল। ঘটনাটি উত্তর ২৪ পরগনার বাদুড়িয়া ব্লকের রামচন্দ্রপুর পুর গ্রামের। ওই গ্রামের বাসিন্দা আজাদ আলি, ১৯৯৫ সালে ভারতীয় সেনাবাহিনীর 'কোরপস্ অফ ইলেকট্রনিক এন্ড মেকানিক্যিল ইঞ্জিনিয়ার্স' যোগদান করেন। জীবনের ৩০টা বছর দেশের অখ ন্ডতা রক্ষার জন্য কাজ করার পর গত অক্টোবরে সুবেদার পদমর্যাদা নিয়ে সেনাবাহিনীর থেকে অবসর গ্রহণ করেছেন। এবার বিচারাধীন

তালিকায় সেই অবসারপ্রাপ্ত ভারতীয় সেনার জুনিয়র কমিশন অফিসার আজাদ আলির নাম। তাঁকে কেন্দ্র করেই রীতিমতো চিন্তিত আজাদ আলি তিনি বলেন, '৩০ বছর দেশ সেবার মধ্যে দিয়ে আমি তিনটে অপারেশনে সক্রিয় ভূমিকা নিয়েছি। ১৯৯৯ সালের অপারেশন বিজয়, ২০০১ সালের অপারেশন পরাক্রম এবং ২০২৫-এর অপারেশন সিঁন্দুর, যা নিয়ে আমি রীতিমতো গর্বিত, তিন বছর জম্মু ও কাশ্মীরে সেবা প্রদান করেছি। গালোয়ানের পরবর্তী সময়ে ইন্দো চায়না বর্ডারে কিছুদিন পোস্টিং ছিলাম, যেটা আমার নৈতিক কর্তব্য দেশের অভ্যন্তরীণ সুরক্ষা সুনিশ্চিতের জন্য এসআইআরের প্রয়োজন রয়েছে। কিন্তু আমাদের মতন নাগরিক যারা রাষ্ট্র সেবা করেছি তাদের ব্যাপারে নির্বাচন কমিশনের একটু বেশি গুরুত্বের সঙ্গে দেখতে হতো। গত ১৫ নভেম্বরে আমার বুথ লেভেল আধিকারিক দেবস্মিতা পাল বিশ্বাসের কাছে আমি আমার এমুলেশন ফর্ম পূরণ করে জমা দিয়েছি, সঙ্গে প্রয়োজনীয় নথিপত্রের প্রতিলিপি আমি সংযুক্ত করেছি। তার সত্বেও আমার নাম বিচারাধীন এটা নিঃসন্দেহে বিস্ময়ের ব্যাপার। রামচন্দ্রপুর স্থানীয় বাসিন্দা তরিকুল ইসলাম জানান, 'সুবেদার সাহেব নিপাট ভদ্রলোক, আমরা ওনাকে খুব সম্মান করি। ওর নাম কেন যে বিচারাধীন তালিকায়, এটা ভাবতেই পারছি না।' বাদুড়িয়ার তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী বুরহানুল মুকাদ্দিম লিটন জানান, 'যাদের দ্বারা দেশের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত হয় তাদেরকে বিবেচনাধীন করে দেওয়া, এটা নিঃসন্দেহে দুর্ভাগ্যজন।'

মমতার আশীর্বাদ নিয়ে মনোনয়ন জমা নরেন্দ্রনাথের

নিজস্ব প্রতিবেদন, দুর্গাপুর: বুধবার দুর্গাপুর মহকুমা শাসক দপ্তরে ভোটের মনোনয়ন জমা দেওয়ার দিন ছিল। এদিন সকাল হতেই পাণ্ডবেশ্বর দুর্গাপুর কেন্দ্রের প্রায় সকল প্রার্থীদের মনোনয়নপত্র জমা দিতে দেখা যায়। কিন্তু তার মধ্যে ব্যতিক্রমী ছিলেন নরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী। এদিন নির্বাচনী প্রচারের জন্য দুর্গাপুরেই ছিলেন তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তাই নিজের ভোটের মনোনয়ন জমা দেওয়ার আগে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের আশীর্বাদ নিতে পৌঁছে যান পাণ্ডবেশ্বরের তৃণমূল প্রার্থী নরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী। দেখা যায়, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় প্রার্থীর মাথায় হাত রেখে আশীর্বাদ করলেন। দলীয় নেত্রীর আশীর্বাদে আগামী ভোটে

জয়লাভ নিশ্চিত হবে বলে মনে করেন প্রার্থী। ঘটনাটি একেবারে বিরল এর আগে কখনও পশ্চিম বর্ধমানে ভোটের মনোনয়ন জমা দেওয়ার সময় তৃণমূলের কোনও প্রার্থীকে সরাসরি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের আশীর্বাদ নিতে দেখা যায়নি।

তুলসিবাড়িতে সেতু নির্মাণের দাবিতে ভোট বয়কটের ডাক

নিজস্ব প্রতিবেদন, পুরুলিয়া: আগে ব্রিজ, পরে ভোট। এই দাবিতে পুরুলিয়ার রঘুনাথপুর ২ নম্বর ব্লকের বড়রা গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত তুলসীবাড়ি গ্রামের বাসিন্দারা বুধবার সেতু নির্মাণের দাবিতে ভোট বয়কটের ডাক দিয়ে তুলসীবাড়ি গ্রামের দেওয়ালে পোস্টার করে আগত বিধানসভা নির্বাচনে ভোট বয়কটের ডাক দিলেন। তুলসীবাড়ি থেকে ব্লক সদর চেলিয়ামা যাওয়ার জন্য রাস্তার উপর কাঞ্জীহারা জোড়ে দীর্ঘ দিন ধরে সেতু নির্মাণের দাবি জানিয়ে আসছেন তুলসীবাড়ি-সহ একাধিক গ্রামের বাসিন্দারা। কিন্তু কোনও কাজ হয়নি। সেই পরিপ্রেক্ষিতেই গ্রামবাসীরা এর আগে দলমত নির্বিশেষে চেলিয়ামার বিডিওর কাছে ডেপুটেশন দিয়ে প্রশাসনের বিভিন্ন স্তরে জানিয়েছিলেন। গ্রামবাসীদের অভিযোগ, কিন্তু কিছুই কাজ হয়নি। গ্রামবাসীদের পক্ষে জীবন মাহাথা পূর্ণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, কল্পনা মল্লিক,চায়না গড়াই, অহল্যা মাহাতোরা জানান, তুলসীবাড়ি-সহ এলাকার ৭টি গ্রামের বাসিন্দাদের ব্লক সদর চেলিয়ামা, স্বাস্থ্য কেন্দ্র-সহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ জায়গায় যাওয়ার জন্য একমাত্র এই রাস্তা। আর সেই গুরুত্বপূর্ণ কাঞ্জীহারা জোড়ে সেতু না থাকায় ভীষণ অসুবিধায় পড়তে হয় সকলকেই। তাই ওই গুরুত্বপূর্ণ রাস্তায় সেতু তৈরি না করার কারণেই ভোট বয়কট করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় তুলসীবাড়ি গ্রাম উন্নয়ন কমিটির পক্ষ থেকে। দলমত নির্বিশেষে সেই সিদ্ধান্তের পরিপ্রেক্ষিতেই এদিন গ্রামের বিভিন্ন দেওয়ালে ভোট বয়কট করার পোস্টার দেওয়া হয়। রঘুনাথপুর ২ নম্বর ব্লকের বিডিও অমিত কুমার চৌরাসিয়া বলেন, 'গ্রামবাসীদের ভোট বয়কটের সিদ্ধান্ত নিয়ে পোস্টার করার খবর পেয়েই বিষয়টি ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ তথা জেলাশাসককে ইতিমধ্যেই জানিয়েছি।'

তৃণমূলের দুই প্রার্থীর সমর্থনে পুরুলিয়ায় মেগা প্রচারে দেব

নিজস্ব প্রতিবেদন, পুরুলিয়া: পুরুলিয়ায় মেগা প্রচার তৃণমূলের। পুরুলিয়ার বান্দোয়ান বিধানসভার বরাবাজারে তৃণমূল প্রার্থী রাজীব লোচন সোরেনের সমর্থনে ও বলরামপুর বিধানসভার তৃণমূল প্রার্থী শান্তিরাম মাহাতোর সমর্থনে রোড শো'তে সামিল টলিউডের তারকা তথা তৃণমূল সাংসদ দেব। হুড খোলা গাড়িতে চড়ে তৃণমূল প্রার্থী রাজীব লোচন সোরেনকে সঙ্গে নিয়ে বরাবাজার শহর জুড়ে রোড শো করেন দেব। অন্যদিকে, বলরামপুর বিধানসভার প্রার্থী শান্তিরাম মাহাতোকে সঙ্গে নিয়ে বলরামপুরে রোড শো করেন দেব। চড়া রোদকে উপেক্ষা করেই অভিনেতা দেবকে দেখতে রাস্তার দুপাশে প্রচুর মানুষের ভিড় জমে যায়। কোনরকম অপ্রীতিকর ঘটনা এড়াতে মোতায়েন করা হয়েছিল বিশাল পুলিশ বাহিনী। এদিন দেবের রোড শো জন সমুদ্রে পরিনত হয়েছিল।

চতুর্থবারের জন্য মুখ্যমন্ত্রী হবেন মমতা-ই, দাবি বাবুল সুপ্রিয়র

নিজস্ব প্রতিবেদন, বসিরহাট: 'যারা মিথ্যা প্রতিশ্রুতি দিয়ে ধর্মের নামে মানুষে মানুষে বিভেদ তৈরি করে, তাদের সঙ্গে আপনারা থাকবেন না। এই নিধান আপনারাই লিখে দিয়েছেন। তাই তাদের একটি ভোটও দেবেন না' বলে দাবি রাজ্যসভার সাংসদ বাবুল সুপ্রিয়র। বসিরহাট দক্ষিণের তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী সুরজিত মিত্র ওরফে বাদলের প্রচারে এসে এমনি মন্তব্য করেন। তিনি এখানেই থেমে থাকেননি, তিনি আরও বলেন, 'পিকচার আভি থোরাসা বাকি হে মেরে দোস্ত, ২৩ ও ২৯ এপ্রিল হয়ে গেলেই পিকচার রিলিজ হয়ে যাবে। চতুর্থ বারের জন্য মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আবার মুখ্যমন্ত্রী হবেন।' ভোটের প্রচারে বুধবার টাকিতে এসে এমনই বাবুল সুপ্রিয়। বসিরহাট দক্ষিণ বিধানসভার তৃণমূল প্রার্থী

শুরজিৎ মিত্রের সমর্থনে বুধবার টাকির সাংস্কৃতিক মঞ্চে বাবুল সুপ্রিয়র সভা করেন। সাংসদ, প্রার্থী ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন বসিরহাট দক্ষিণের প্রাক্তন বিধায়ক ডাঃ সপ্তর্ষি ব্যানার্জি-সহ অন্যান্যরা। এদিনের সভায় কর্মী সমর্থকদের উপস্থিত ছিল চোখে পড়ার মতো। এদিন সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে বাবুল আরও বলেন, 'যাদের ভোটার তালিকা থেকে নাম বাদ গেছে তারা যদি ভোট না দিতে পারেন তাহলে তাঁদের রাগের বহিঃপ্রকাশ ঘটবে। যদিও আমরা চাই না কোথাও অশান্তি হোক, কিন্তু রাগের বহিঃপ্রকাশ ঘটাটাও স্বাভাবিক বলে দাবি করেন বাবুল সুপ্রিয়।

বিজেপি প্রার্থীর সৌজন্য

নিজস্ব প্রতিবেদন, ঝাড়গ্রাম: জল, ঝড়ে মাটিতে পড়ে থাকা তৃণমূলের পতাকা তুলে পুনরায় যথাস্থানে রেখে সৌজন্যতার নজির গড়লেন গোপীবল্লভপুরের বিজেপি প্রার্থী রাজেশ মাহাতো। বুধবার সকালে রোহিনী ব্লকের ধানঘোরি অঞ্চলের দুধিয়ানালা গ্রামে প্রচারে বেরিয়ে তিনি দেখেন মঙ্গলবার রাতের ঝড় বৃষ্টিতে তৃণমূল কংগ্রেসের একটি দলীয় পতাকা মাটিতে পড়ে রয়েছে। পতাকাটি সসম্মানে উঠিয়ে তিনি পুনরায় তুলে যথাস্থানে লাগিয়ে দেন।

বিজেপি ছেড়ে তৃণমূলে যোগ জেলার যুব নেতার

নিজস্ব প্রতিবেদন, পূর্ব বর্ধমান: রাজ্যে প্রতিবার নির্বাচনের সময় দেখা যায় দল বদলের ঘটনা। সামনেই বিধানসভা নির্বাচন। আর এর মধ্যেই একের পর এক রাজ্যে দল বদলের ঘটনা প্রকাশ্যে আসতে শুরু করেছে। জানা গিয়েছে, পূর্ব বর্ধমান জেলা বিজেপির এসসি, এসটি, ওবিসি যুব মোর্চার প্রাক্তন জেলা সভাপতি, পাশাপাশি জেলার যুব মোর্চার প্রাক্তন সহ-সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক, মঙ্গলকোট ব্লকের কনভেনর এবং মণ্ডল সভাপতি বুদ্ধদেব ধারা বুধবার আনুষ্ঠানিকভাবে তৃণমূল কংগ্রেসে যোগদান করেন। তাঁর এই যোগদানের বিষয় নিয়ে জেলায় রাজনৈতিক মহলে আলোড়ন পড়ে গিয়েছে। ভোটের আগে বিজেপি নেতার তৃণমূলে যোগদান বিজেপির সংগঠনে প্রভাব ফেলতে পারে বলে মনে করা হচ্ছে। তৃণমূলের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, বুদ্ধদেব ধারার মতো অভিজ্ঞ সংগঠকের আগমনে দল আরও শক্তিশালী হবে মঙ্গলকোট ও পূর্ব বর্ধমান জেলায়। অন্যদিকে, বিজেপির পক্ষ থেকে এখ নও পর্যন্ত এই বিষয়ে কোনো প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি।

জোৎশ্রীরাম অঞ্চলে প্রতিটি দেওয়াল জোড়াফুলের দখলে

নিজস প্রতিবেদন, পূর্ব বর্ধমান: বাংলার ভোট মানেই দেওয়াল দখলের লড়াই, স্লোগান পাল্টা স্লোগানের আস্ফালন আর পতাকার রঙে এলাকা চিনে নেওয়ার চেনা ছবি। কিন্তু সেই চেনা ছক ভেঙে এক অন্য চিত্র ধরা পড়ছে জোৎশ্রীরাম অঞ্চলে। এখানে প্রচারের ময়দানে 'বিরোধী' শব্দটাই যেন ব্যাকরণে ব্রাত্য। মাইলের পর মাইল গ্রাম্য পথ কিংবা হাট-বাজার সর্বত্রই দেওয়াল দখল করে রাজত্ব করছে তৃণমূল কংগ্রেসের প্রতীক। অঞ্চলটি ঘুরে দেখা যায়, মাটির দেওয়াল থেকে শুরু করে পাকা বাড়ির সীমানা, সবই দখল করে নিয়েছেন তৃণমূল প্রার্থী ভূতনাথ মালিকের সমর্থনে লেখা দেওয়াল লিখন। কোথাও উন্নয়নমূলক প্রকল্পের খতিয়ান, তো কোথাও বিরোধীদের উদ্দেশ্যে কড়া রাজনৈতিক কটাক্ষ। তবে গোটা এলাকায় চোখে পড়েনি বিজেপি বা বামপন্থীদের কোনও একটি পোস্টার বা ফ্ল্যাগ। মোড়ে মোড়ে উড়ছে শুধুই জোড়াফুলের ঝাণ্ডা। তৃণমূল নেতা তাবারক আলি মন্ডলের দাবি, এই চিত্র কোনও পেশী শক্তির আস্ফালন নয়, বরং মানুষের স্বতঃস্ফূর্ত সমর্থনের বহিঃপ্রকাশ। তাবারক বাবু আত্মবিশ্বাসের সুরে বলেন, 'এখানে তৃণমূলের উন্নয়নের জোয়ার বইছে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের জনমুখী প্রকল্পগুলো মানুষের দুয়ারে পৌঁছে গিয়েছে। অন্যদিকে বিরোধীরা মানুষের থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন। তাঁদের সংগঠন তাসের ঘরের মতো ভেঙে পড়েছে। বিজেপি বা বামেরা মানুষের পাশে নেই, তাই আজ মানুষের মনের দেওয়ালে যেমন তাদের জায়গা নেই, গ্রামের দেওয়ালেও তাদের কোনও অস্তিত্ব নেই।' বিরোধীদের দাবি অবশ্য ভিন্ন

হতে পারে, কিন্তু জোৎশ্রীরামের মাটিতে দাঁড়িয়ে সেই দাবির সপক্ষে কোনো প্রমাণ মেলেনি। বাম বা বিজেপি শিবিরের কোনও প্রচারক বা কর্মীকে এই এলাকায় সক্রিয় ভূমিকায় দেখা যায়নি। স্থানীয় রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকদের মতে, সংগঠনের এই চরম দৈন্যদশা বিরোধীদের জন্য বড়সড় সতর্কবার্তা। প্রচারের ময়দানে লড়াই শুরুর আগেই কি তবে মানসিকভাবে পিছু হটেছে পদ্ম বা কাস্তে-হাতুড়ি শিবির?

র‍্যালি করে মনোনয়ন জমা দিলেন মালদার কংগ্রেস প্রার্থী

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: মালদা বিধানসভা কেন্দ্রের কংগ্রেস দলের প্রার্থী অর্জুন হালদার দলীয় নেতৃত্বকে সঙ্গে নিয়ে প্রশাসনিক ভবনে মনোনয়নপত্র জমা দিলেন। বুধবার দুপুরে সংশ্লিষ্ট বিধানসভা কেন্দ্রের সাহাপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের সেতুমোড় এলাকা থেকে বিশাল একটি র‍্যালি করে এই মনোনয়নপত্র জমা দেওয়ার কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয় তাঁর। এদিন মনোনয়নপত্র জমা দেওয়ার আগে বাড়িতেই বৃদ্ধ মা-বাবার আশীর্বাদ নেন তিনি। এরপর

দলীয় কর্মী-সমর্থকদের নিয়ে এক বিশাল মিছিল করে নমিনেশন জমা দিতে রওনা দেন প্রার্থী। মিছিলে অংশ নেন দক্ষিণ মালদার সাংসদ ইশা খান-সহ বহু কংগ্রেস নেতা, কর্মী ও সমর্থকরা। গোটা এলাকাজুড়ে উৎসবের আবহ তৈরি হয়,কর্মীদের স্লোগান, উচ্ছ্বাস ও সমর্থনের জোয়ারে মুখর হয়ে ওঠে চারপাশ।

কংগ্রেস প্রার্থী অর্জুন হালদার বলেন, 'মানুষ আমার সাথে রয়েছে আজকে এই নমিনেশনের মিছিল দেখেই বোঝা যাচ্ছে এবং আমার সকল কর্মী এবং সাধারণ মানুষকে আমি কথা দিচ্ছি বিগত দিনে নির্বাচিত হয়ে মানুষের পাশে যেভাবে ছিলাম আগামী দিনেও মানুষের সাথে থাকবো এবং সকলের কাছে আশীর্বাদ চাইছি।' মালদা জেলা কংগ্রেসের সভাপতি তথা সাংসদ ইশা খান চৌধুরী বলেন, 'আমি সাধারণ মানুষের কাছে আবেদন করছি প্রার্থীর নিরিখে আপনারা জাতীয় কংগ্রেসকে ভোট দিন এবং বিজেপি ও তৃণমূল এসআইআর নিয়ে যে খেলা খেলছে তার যোগ্য জবাব দিতে হবে আপনাদের। আপাতত আজকে একজন কংগ্রেস প্রার্থী মনোনয়ন জমা দিয়েছেন। আগামী ৬ এপ্রিলের মধ্যে অন্যান্য বিধানসভা কেন্দ্রের প্রার্থীরাও মনোনয়নপত্র জমা দেওয়ার কাজ সম্পন্ন করবেন।'

একসঙ্গে মনোনয়নপত্র দাখিল করলেন সিপিএমের চার প্রার্থী

নিজস্ব প্রতিবেদন, দুর্গাপুর: দুর্গাপুর মহকুমা শাসক দপ্তরে একসঙ্গে মনোনয়নপত্র দাখিল করলেন সিপিএমের চার প্রার্থী। দুর্গাপুর পূর্ব কেন্দ্রের প্রার্থী সীমান্ত চট্টোপাধ্যায়, দুর্গাপুর পশ্চিমের প্রভাস সাঁই, রানিগঞ্জের নারান বাউড়ি এবং পাণ্ডবেশ্বরের প্রবীর মণ্ডল এই চারজন একসঙ্গে মনোনয়ন জমা দেন। এদিন দলীয় কর্মী, সমর্থকদের

উপস্থিতিতে তাঁরা মিছিল করে মহকুমা শাসকের দপ্তরে পৌঁছান। মনোনয়নপত্র তাঁরা জমা দেন।

বালুরঘাটে মিছিল করে বামেদের মনোনয়ন পেশ

নিজস্ব প্রতিবেদন, বালুরঘাট: বুধবার দক্ষিণ দিনাজপুর জেলায় শক্তি প্রদর্শনের মধ্য দিয়ে আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনের মনোনয়ন পর্ব শুরু করল বামফ্রন্ট। এদিন বালুরঘাটে জেলা নির্বাচনী আধিকারিকের দপ্তরে বামফ্রন্ট মনোনীত চার প্রার্থী আনুষ্ঠানিকভাবে তাঁদের মনোনয়নপত্র জমা দেন। প্রার্থীদের এই মনোনয়ন দাখিলকে কেন্দ্র করে এদিন সকাল থেকেই বালুরঘাট শহর ছিল বাম কর্মী-সমর্থকদের দখলে।

এদিন মনোনয়ন পেশ করা প্রার্থীদের মধ্যে ছিলেন বালুরঘাট কেন্দ্রের আরএসপি প্রার্থী অর্ণব চৌধুরী, কুমারগঞ্জের সিপিআইএম প্রার্থী মোফজ্জল হোসেন, তপনের আরএসপি প্রার্থী বাপ্পাই হাঁসদা এবং গঙ্গারামপুর কেন্দ্রের সিপিআইএম প্রার্থী বিপ্লব বর্মন। প্রশাসনিক ভবনে প্রবেশের সময় নির্বাচন কমিশনের বেঁধে দেওয়া নিয়ম মেনেই প্রার্থীরা তাঁদের নথিপত্র জমা দেন। মনোনয়ন জমা দেওয়ার আগে বালুরঘাটের মঙ্গলপুরস্থ 'শ্রমিক কৃষক ভবন' থেকে একটি সুবিশাল পদযাত্রা বের করা হয়। প্রায় দুই হাজারেরও বেশি কর্মী, সমর্থক এবং জেলা স্তরের শীর্ষ নেতাদের উপস্থিতিতে এই মিছিলটি শহর পরিক্রমা করে। মিছিলে লাল পতাকার আধিক্য এবং কর্মী, সমর্থকদের স্লোগানে নির্বাচনী উত্তাপ ছড়িয়ে পড়ে শহরজুড়ে। ঐক্যবদ্ধ লড়াইয়ের বার্তা দিতেই এই বিশাল মিছিলের আয়োজন করা হয়েছিল বলে দলের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে। মিছিল শেষে আয়োজিত এক সভায় জেলা বামফ্রন্টের কনভেনার নন্দলাল হাজরা তৃণমূল কংগ্রেস এবং বিজেপি উভয় দলকেই কড়া ভাষায় আক্রমণ করেন। রাজ্যে শিক্ষক নিয়োগ-সহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে দুর্নীতির অভিযোগ তুলে তিনি বলেন, 'মানুষ বর্তমান শাসন ব্যবস্থায় বীতশ্রদ্ধ।' সাধারণ মানুষের হয়রানি ও রাজনৈতিক বিভাজনের বিরুদ্ধে আগামী ২৩ এপ্রিল ব্যালট বক্সেই যোগ্য জবাব দেওয়া হবে বলে তিনি হুঁশিয়ারি দেন। জেলা বামফ্রন্ট সূত্রে খবর, জেলার বাকি দুই কেন্দ্র অর্থাৎ কুশমণ্ডি ও হরিরামপুরের প্রার্থীরা আগামী ৪ এপ্রিল বুনিয়াদপুর মহকুমা শাসকের দপ্তরে তাঁদের মনোনয়ন পত্র জমা দেবেন। এদিনের কর্মসূচির মাধ্যমে দক্ষিণ দিনাজপুরে বামেদের নির্বাচনী প্রচার এক অনন্য মাত্রা পেল।

বিজেপির গর্ভে মমতার জন্ম: বিস্ফোরক নওশাদ

নিজস্ব প্রতিবেদন, বসিরহাট: বিজেপির গর্ভে মমতা ব্যানার্জির জন্ম, বিস্ফোরক মন্তব্য নওশাদ সিদ্দিকীর। বুধবার বসিরহাট উত্তরের আইএসএফ প্রার্থী মুছা করিমুল্লার সমর্থনে বসিরহাট উত্তরের বেকি খে লার মাঠে নওশাদ সিদ্দিকীর জনসভা করেন। জনসভায় বক্তব্য রাখতে উঠে নওশাদ সিদ্দিকী তৃণমূল এবং বিজেপিকে নিশানা করে বলেন, 'বিজেপির গর্ভে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের জন্ম হয়েছে। আপনারা ভাবছেন তৃণমূলকে দিয়ে বিজেপিকে তাড়াবেন? সেটা কোনও দিনই সম্ভব নয়। তার কারণ এই রাজ্যে বিজেপিকে এনেছে তৃণমূল। আবার তৃণমূলকে তৈরি করেছে বিজেপি। সেই কারণে পরিবর্তন চাইতে গেলে তৃণমূল-বিজেপিকে বয়কট করুন।' তিনি আরও বলেন, 'ভালো করে নজর দিয়ে দেখুন ২০১১ সালের পর থেকে এরাজ্যে বিজেপির বাড়বাড়ন্ত হয়েছে। তাই বিজেপিকে আটকাতে গেলে তৃণমূলের সাপ্লাই লাইন কেটে দিন। দেখবে বিজেপি চলে গেছে।'

বহিরাগত প্রার্থী নিয়ে অস্বস্তি, গোঘাটে চাপে তৃণমূল শিবির

নিজস্ব প্রতিবেদন, আরামবাগ: আরামবাগ মহকুমার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বিধানসভা কেন্দ্র গোঘাট আবারও রাজনৈতিক বিতর্কের কেন্দ্রবিন্দুতে। একসময় বামফ্রন্টের শক্ত ঘাঁটি হিসেবে পরিচিত এই কেন্দ্র পরবর্তীকালে তৃণমূল কংগ্রেসের দখলে আসে। তবে ২০২১ সালের বিধানসভা নির্বাচনে এই কেন্দ্র বিজেপির দখলে চলে যায়। ফলে এবারের নির্বাচনকে ঘিরে রাজনৈতিক লড়াই অত্যন্ত তীব্র হয়ে উঠেছে। এই পরিস্থিতিতে হারানো জমি পুনরুদ্ধারের লক্ষ্যে তৃণমূল কংগ্রেস গোঘাটে বহিরাগত প্রার্থী হিসেবে ডাঃ নির্মল মাঝিকে প্রার্থী করেন। দলীয় নেতৃত্বের একাংশের আশা ছিল, দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতা এবং প্রশাসনিক কাজের ভিত্তিতে নির্মল মাঝি সহজেই গোঘাটবাসীর আস্থা অর্জন করতে পারবেন। কিন্তু বাস্তব চিত্র তার সম্পূর্ণ বিপরীত বলেই অভিযোগ উঠছে। ভোট প্রচারে নেমে তাঁর একাধিক মন্তব্য

ও আচরণ ঘিরে তৃণমূলের অন্দরমহলেই অসন্তোষ দানা বাঁধছে বলে সূত্রের খবর। সাধারণ মানুষের মধ্যেও তাঁর বিরুদ্ধে বিরূপ প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করা যাচ্ছে। অভিযোগ, প্রচার সভায় তিনি একাধিক অবাস্তব ও অবিশ্বাসযোগ্য প্রতিশ্রুতি দিচ্ছেন, যা নিয়ে ভোটারদের মধ্যে বিভ্রান্তি তৈরি হচ্ছে। শুধু তাই নয়, রাজনৈতিক প্রতিপক্ষকে আক্রমণ করতে গিয়ে তিনি ব্যক্তিগত কটাক্ষে নেমে পড়ছেন বলেও অভিযোগ উঠেছে। বিজেপি প্রার্থীকে 'সোনা চোর' বলে কটাক্ষ করা নিয়েও ইতিমধ্যেই বিতর্ক তৈরি হয়েছে। রাজনৈতিক মহলের মতে, এই ধরনের মন্তব্য নির্বাচনী পরিবেশকে আরও উত্তপ্ত করে তুলছে এবং তা শালীনতার সীমা অতিক্রম করছে। সবচেয়ে বড় বিতর্কের সৃষ্টি হয়েছে তাঁর দলীয় নেতাদের বিরুদ্ধে করা মন্তব্য ঘিরে। সংবাদমাধ্যমের সামনে তিনি সরাসরি দাবি করেন, গোঘাটের প্রাক্তন বিধায়ক মানস মজুমদার এবং আরামবাগের সাংসদের আমলেও এলাকায় কোনও উন্নয়ন হয়নি। এই মন্তব্য সামনে আসতেই তৃণমূলের অন্দরে তীব্র প্রতিক্রিয়া তৈরি হয়েছে। দলীয় কর্মী-সমর্থকদের একাংশের মতে, নিজের দলেরই নেতাদের বিরুদ্ধে এভাবে প্রকাশ্যে মন্তব্য করা রাজনৈতিক শৃঙ্খলার পরিপন্থী এবং এতে সংগঠনের ক্ষতি হতে পারে। উল্লেখযোগ্যভাবে, নির্মল মাঝি পূর্বে ২০১৮ থেকে ২০২১ সাল পর্যন্ত শ্রম দপ্তরের রাষ্ট্রমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। পাশাপাশি তিনি ইন্ডিয়ান মেডিক্যাল অ্যাসোসিয়েশনের বাংলা শাখার সভাপতির পদেও ছিলেন। কিন্তু তাঁর এই প্রশাসনিক অভিজ্ঞতা ও পদমর্যাদা প্রচারের ময়দানে ইতিবাচক প্রভাব ফেলছে না বলেই মত রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের একাংশের। বরং তাঁর আচরণে অহংকারের প্রকাশ ঘটছে বলে অভিযোগ উঠছে, যা সাধারণ মানুষের সঙ্গে দূরত্ব বাড়াচ্ছে। এছাড়াও, অতীতের একাধিক বিতর্কও নতুন করে সামনে আসছে। জুনিয়র ডাক্তারদের সঙ্গে দুর্ব্যবহার এবং এক স্বাস্থ্য আধিকারিককে হেনস্থা করার অভিযোগ, এই সব বিষয় ফের আলোচনায় উঠে এসেছে। বিরোধীদের দাবি, এই ধারাবাহিক বিতর্কই প্রমাণ করে যে তিনি বিতর্কিত চরিত্রের রাজনীতিবিদ, যা ভোটের আগে তৃণমূলের ভাবমূর্তিতে নেতিবাচক প্রভাব ফেলতে পারে। এই বিষয়ে গোঘাটের বিজেপি প্রার্থী প্রশান্ত দিগার বলেন, 'ওনার মাথা খারাপ হয়ে গেছে। গোঘাটের মানুষ বহিরাগত অহংকারী মানুষকে কখনোই ভোট দেবে না। ওনাকে রাঁচিতে চিকিৎসা করিয়ে সুস্থ করা প্রয়োজন। গোঘাটের মানুষ বিজেপির সঙ্গে আছে।' সব মিলিয়ে, গোঘাট বিধানসভা কেন্দ্রে তৃণমূল প্রার্থী নির্মল মাঝিকে ঘিরে যে পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে, তা নিঃসন্দেহে দলের জন্য অস্বস্তিকর।

হিমালয় সন্নিহিত রাজ্যগুলিতে প্রাথমিক সতর্কতা ব্যবস্থা নিয়ে লোকসভায় তথ্য পেশ

নয়াদিল্লি, ১ এপ্রিল: হিমালয়ের হিমবাহ গলা এবং গঠনগত পরিবর্তনের বিষয়টি উপগ্রহ-ভিত্তিক রিমোট সেন্সিং সিস্টেমের মাধ্যমে নজরদারি করা হয়। ইসরো অত্যাধুনিক রিমোট সেন্সিং এবং জিওগ্রাফিক ইনফরমেশন সিস্টেম প্রযুক্তিকে হিমবাহ গঠনগত পরিবর্তন নজরদারিতে কাজে লাগাচ্ছে। ভূ-বিজ্ঞান, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি (স্বাধীন দায়িত্বপ্রাপ্ত) কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী ডঃ জিতেন্দ্র সিং লোকসভায় বুধবার এই তথ্য পেশ করেছেন।

উল্লেখ্য, কেন্দ্রীয় ভূ-বিজ্ঞান মন্ত্রক একটি সর্বাত্মক মাল্টি-হ্যাজার্ড আর্লি ওয়ার্নিং সিস্টেম গড়ে তুলেছে। এর অন্তর্ভুক্ত পর্যবেক্ষণ নেটওয়ার্ক, পূর্বাভাস মডেল এবং ক্রমাগতভাবে গড়ে তোলা জিআইএস-ভিত্তিক ডিসিশন সাপোর্ট সিস্টেম। প্রবল বৃষ্টি, ঘূর্ণিঝড় এবং ঝুঁকিপূর্ণ আবহাওয়ার গতিপ্রকৃতি পর্যবেক্ষণ এবং প্রকৃত চিহ্নিতকরণে প্রাথমিক সতর্কতামূলক ব্যবস্থা হিসেবে কাজ করবে। এই ব্যবস্থাকে আধুনিক টেলিযোগাযোগ প্রযুক্তির সঙ্গে সংযুক্ত করা হয়েছে, যাতে সময়-ভিত্তিক তথ্য সরবরাহ করা যায়। জলশক্তি মন্ত্রকের অধীন দ্য সেন্ট্রাল ওয়াটার কমিশন স্বল্প পরিসরের বন্যার পূর্বাভাস দিয়ে থাকে।

উত্তরাখণ্ড-সহ হিমালয় সন্নিহিত রাজ্যগুলি চিহ্নিত আগাম-ভিত্তিক সংশ্লিষ্ট রাজ্য সরকারগুলিকে ২৪ ঘণ্টার সময়কালে এই সতর্কবার্তা প্রদান করা হয়ে থাকে। বন্যার ক্ষেত্রে সুনির্দিষ্ট চরম সীমা স্পর্শ করার আগেই এই সতর্কবার্তা দেওয়া হয়ে থাকে। এছাড়াও, সিডব্লিউসি বন্যার সতর্কবার্তা ৭ দিনের পরামর্শ বিষয়ে তথ্যাদি পাওয়া যায়। খনি মন্ত্রকের অধীন ভূতাত্ত্বিক সর্বেক্ষণ কেন্দ্র আঞ্চলিক ভূমিধ্বসের পূর্বাভাস দিয়ে থাকে। উত্তরাখণ্ড সহ ৮টি রাজ্যের ২১টি জেলায় এই পূর্বাভাস প্রদান করা হয়। উত্তরাখণ্ডে আবহাওয়া পরিকাঠামোকে বিগত তিন বছরে আধুনিক প্রযুক্তি ও বিজ্ঞান-ভিত্তিক উপায়ে অনেক উন্নত করা হয়েছে। একটি নতুন এক্স-ব্যান্ড ডপলার ওয়েদার র‍্যাডার স্থাপন করা হয়েছে ২০২৪ সালের ২৩ ফেব্রুয়ারি। সেইসঙ্গে, ২০২৫ সালে ৬টি নতুন স্বয়ংক্রিয় আবহাওয়া স্টেশন স্থাপন করা হয়েছে। উত্তরাখণ্ডে ২০টি স্বয়ংক্রিয় বৃষ্টির পরিমাপক যন্ত্র রয়েছে। এছাড়াও, জেলা-ভিত্তিক বৃষ্টিপাত নজরদারিতে ৭১টি স্টেশন কাজ করে।

দেশে অপরিশোধিত তেলের মজুত পর্যাপ্ত: সুজাতা শর্মা

নয়াদিল্লি, ১ এপ্রিল: পশ্চিম এশিয়ায় উদ্ভূত সংঘাত পরিস্থিতি নিয়ে বুধবার আন্তঃমন্ত্রক পর্যায়ের বৈঠক হয়। এদিন পেট্রোলিয়াম ও প্রাকৃতিক গ্যাস মন্ত্রকের যুগ্ম সচিব সুজাতা শর্মা বলেন, 'আপনারা সকলেই অবগত আছেন, আমাদের অপরিশোধিত তেলের মজুত পর্যাপ্ত এবং ভারত সরকার আগামী দু' মাসের জন্য অপরিশোধিত তেল সরবরাহের পর্যাপ্ত ব্যবস্থা করেছে। আমাদের শোধনাগারগুলো সর্বোচ্চ ক্ষমতায় কাজ করছে। ব্রেন্ট ক্রুড, যা প্রায় দুই মাস আগে ব্যারেল প্রতি ৭০ ডলারের কাছাকাছি দামে লেনদেন হচ্ছিল, এখন তা ১০০ ডলারের সীমা অতিক্রম করেছে। তা সত্ত্বেও, দেশীয় গ্রাহকদের জন্য পেট্রোল এবং ডিজেলের দাম বাড়ানো হয়নি। ২০২২ সালের ৬ এপ্রিলের পর থেকে পেট্রোল এবং ডিজেলের দাম বাড়ানো হয়নি, উপরন্তু, ২০২৪ সালের মার্চ মাসে উভয় জ্বালানির দাম ২ টাকা কমানো হয়েছিল। আন্তর্জাতিক বাজারে তেলের দামের অস্থিরতা থেকে দেশীয় গ্রাহকদের রক্ষা করার জন্য, ভারত সরকার অন্তঃশুল্ক কমিয়েছিল, যাতে গ্রাহকরা সুরক্ষিত থাকেন এবং কোনও মূল্যবৃদ্ধি তাদের ওপর চাপানো না হয়।' সুজাতা শর্মা আরও বলেন, অভ্যন্তরীণ জ্বালানির মূল্য স্থিতিশীল রাখতে এবং উপভোক্তাদের আন্তর্জাতিক বাজারের অস্থির দাম থেকে রক্ষা করতে ভারত সরকার বেশ কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। জ্বালানির মূল্যবৃদ্ধি রোধ করতে, আধিকারিকেরা আবগারি শুল্ক কমিয়েছেন এবং রফতানি শুল্ক আরোপ করেছেন, যাতে দেশের অভ্যন্তরে পেট্রোল ও ডিজেল সহজলভ্য থাকে। তরল পেট্রোলিয়াম গ্যাসের বৈশ্বিক আমদানির মানদণ্ড উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পাওয়া সত্ত্বেও, সরকার জনসাধারণের মধ্যে আতঙ্ক রোধ করতে এবং আতঙ্কিত হয়ে কেনাকাটা নিরুৎসাহিত করতে সরবরাহের ধারাবাহিকতা বজায় রাখাকে অগ্রাধিকার দিচ্ছে।

গত অর্থ বছরে রেল ৭৬,৩৫২টি বিশেষ ট্রেন চালিয়েছে: রেলমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ১ এপ্রিল: রেলমন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব বলেছেন, রেলের জন্য রেকর্ড পরিমাণ বাজেট বরাদ্দ করা হয়েছে, যা দেশের প্রতিটি নাগরিক, বিশেষ করে দরিদ্র ও মধ্যবিত্তদের উপকৃত করছে। বুধবার লোকসভায় প্রশ্নোত্তর পর্বে এক প্রশ্নের জবাবে অশ্বিনী বৈষ্ণব বলেন, গত দশকে রেল সেক্টরে করা উল্লেখযোগ্য বিনিয়োগ দেশের প্রতিটি নাগরিককে সরাসরি উপকৃত করেছে। তিনি বলেন, গত অর্থ বছরে রেল ৭৬ হাজার ৩৫২টি বিশেষ ট্রেন পরিচালনা করেছে। তিনি আরও উল্লেখ করেন, বর্তমানে রেল নেটওয়ার্ক জুড়ে প্রতিদিন প্রায় ২৫ হাজার ট্রেন চলাচল করছে। মন্ত্রী জানান, এই বছর রেল এক হাজার ৬৭০ মিলিয়ন মেট্রিক টন পণ্য পরিবহনের রেকর্ডও অর্জন করেছে। বৈষ্ণব বলেন, নিরাপত্তার ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য উন্নতি হয়েছে। তিনি বলেন, রেল রেকর্ড পরিমাণ আয় করেছে, যা এর শক্তিশালী কার্যক্রম এবং ক্রমবর্ধমান পরিধির প্রতিফলন।

পশ্চিমবঙ্গ ছাড়া দেশে জনগণনা শুরু

নয়াদিল্লি, ১ এপ্রিল: দেশজুড়ে বুধবার, পয়লা এপ্রিল থেকে জনগণনার কাজ শুরু হয়েছে। তবে, পশ্চিমবঙ্গে এই সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি এখনো জারি হয়নি বলে ভারতের রেজিস্টার জেনারেল মৃত্যুঞ্জয় কুমার নারায়ণ জানিয়েছেন। তবে একইসঙ্গে এও বলেছেন, প্রথম পর্যায়ে যেহেতু ৩০ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত এই প্রক্রিয়া চলবে, তাই এ রাজ্য খুব শীঘ্রই এ সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি জারি করবে বলে আশা করা যায়। এবার প্রক্রিয়াটি সম্পূর্ণ ডিজিটাল পদ্ধতিতে পরিচালিত হওয়ায় অধিকাংশ পরিসংখ্যান ও তথ্য ২০২৭ সালে প্রকাশ করা হবে বলে জানিয়েছেন দেশের রেজিস্ট্রার জেনারেল ও সেনসাস কমিশনার মৃত্যুঞ্জয় কুমার নারায়ণ। তিনি জানান, জাতভিত্তিক সমীক্ষা জনগণনার দ্বিতীয় ধাপে করা হবে। তবে সেই সমীক্ষার পদ্ধতি ও কাঠামো এখনও চূড়ান্ত হয়নি। এ বিষয়ে বিভিন্ন মহল থেকে আসা সুপারিশগুলি খতিয়ে দেখা হচ্ছে। প্রথম পর্যায়ের গণনায় মোট ৩৩টি প্রশ্নের ভিত্তিতে তথ্য সংগ্রহ করা হবে। গণনাকারীরা প্রতিটি পরিবারের বাড়ির নম্বর (পুরসভা বা স্থানীয় প্রশাসনের দেওয়া), সেনসাস হাউস নম্বর, মেঝে, দেওয়াল ও ছাদে ব্যবহৃত নির্মাণসামগ্রী সংক্রান্ত তথ্য নথিভুক্ত করবেন।

লর্ডস ক্লোরো অ্যালকালি লিমিটেড
CIN NO : L24117RJ1979PLC002099
রেজি. অফিস : এসপি-৪৬০, মৎস্য ইন্ডাস্ট্রিয়াল এরিয়া, আলওয়ার - ৩০১০৩০ (রাজস্থান)
কর্পো অফিস : এ-২৮১, ২য় তল, ডিফেন্স কলোনি, নিউ দিল্লি - ১১০০২৪
ফোন : ০১১-৪০২৩৯০৩৪/৩৫
ওয়েবসাইট : www.lordschloro.com
ইমেল : secretarial@lordschloro.com
নোটিশ
এতদ্বারা সেবি সার্কুলার এইচও/৩৮/১৩/১১(২)২০২৬-এমআইআরএসডি-পিওডি/আই/৩৭৫০/২০২৬ তারিখ ৩০ জানুয়ারি ২০২৬ অনুযায়ী কোম্পানি/আরটিএ ফিজিক্যাল আকারে সার্টিফিকেট নং ৩৫৩৩২ এবং ডিস্টিংটিভ নং [illegible] শ্রী প্রদীপ কুমার চেরিয়া এর নামে স্থানান্তর করার অনুরোধ পেয়েছে। [illegible] নোটিশ প্রকাশের ৩০ দিনের মধ্যে কোম্পানি/আরটিএ কর্তৃক কোনও আপত্তি গৃহীত না হওয়া সাপেক্ষে।
লর্ডস ক্লোরো অ্যালকালি লিমিটেড এর পক্ষে
স্বা/-
স্থান : নিউ দিল্লি পঙ্কজ মিত্র
তারিখ : ১ এপ্রিল ২০২৬ কোম্পানি সেক্রেটারি

পূর্ব রেলওয়ে
টেন্ডার নং : এসডিএসটিই-এএমসি-ইএলডিওয়াইএনই-৭৯এনডিপি, তারিখ ৩০.০৩.২০২৬। ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, হাওড়া, নিউ ডিআরএম বিল্ডিং, রেল ডিভিশনাল অফিস, হাওড়া-৭১১১০১ কর্তৃক টেন্ডার নং : এসডিএসটিই-এএমসি-ইএলডিওয়াইএনই-৭৯এনডিপি-এর পরিপ্রেক্ষিতে নিম্নলিখিত কাজের জন্য ওপেন ই-টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে। [illegible] টেন্ডার মূল্য : ৮,৬২,০৯,৬২২.৪০ টাকা। বায়না অর্থ/ দরপত্রের জামিন : ৫,৯৪,৮০০.০০ টাকা। টেন্ডার নথির মূল্য : ০.০০ টাকা। সম্পূর্ণ করার মেয়াদ : ২৪ মাস। প্রস্তাবের বৈধতা : ৯০ দিন। টেন্ডার আপলোড করার তারিখ ও সময় : ৩০.০৩.২০২৬ তারিখ সন্ধ্যা ৬টা ৩৯ মিনিটে। দরপ্রস্তাব প্রদান শুরুর তারিখ : ১৩.০৪.২০২৬। বন্ধের তারিখ ও সময় : ২৭.০৪.২০২৬ তারিখ বিকেল ৩টেয়। বিশদ পাওয়া যাবে যে ওয়েবসাইটে : www.ireps.gov.in
HWH-03/2026-27
টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।
আমাদের অনুসরণ করুন : @EasternRailway
@easternrailwayheadquarter

বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন
৯৮৩১৯১৯৭৯১

EXIT OFFER FOR THE ATTENTION OF RESIDUAL SHAREHOLDERS OF
JAIN TUBE COMPANY LIMITED
Corporate Identity Number: L25111DL1964PLC004235
Registered Office: B-292, Office No. 202, Second Floor, Chandra Kanta Complex, New Ashok Nagar, Delhi-110096, India
Telephone No.: +91 7428860315;
Website: www.jaintubes.in; E-mail ID: jaintubes.india@gmail.com

This Exit Offer Public Announcement (**"Exit Offer PA"**) is being issued in continuation to the earlier announcement made on April 04, 2025, July 01, 2025, October 05, 2025 and January 07, 2026 with regard to the Voluntary Delisting of Jain Tube Company Limited (**"Company"**) from The Calcutta Stock Exchange of India Limited (**"CSE"**), intimating about the Exit Offer being given to the remaining Public Shareholders (**"Residual Shareholders"**) who continue to hold Equity Shares after the Delisting offer and wish to tender their equity shares to the Acquirers at an exit price of Rs 541/- per Equity Share (**"Exit price"**) from Thursday, January 16, 2025 to Friday, January 15, 2027 (**"Exit Window"**). The Exit Letter of Offer along with the exit application form (**"Exit Letter of Offer"**) is being sent to the Residual Shareholders on 02.04.2026. The payment shall be made on a monthly basis, within 10 working days from the end of the relevant calendar month in which the Exit Application Form has been received from the Acquirer (**"Monthly Payment Cycle"**).
Kindly access the Exit Letter of Offer along with the exit application form ("Exit Letter of Offer") from the website of the Company at www.jaintubes.in, website of the Registrar at www.alankit.com and website of the Manager to the Offer at www.corporateprofessionals.com or scan the below link:

(Please scan this QR code for reading the Exit Letter of Offer)

In case of any further details or query, you may contact the Manager to the Exit Offer or Registrar to the exit offer as per the details specified below:

Manager to the Exit Offer	Registrar to the Exit Offer
CORPORATE PROFESSIONALS CAPITAL PRIVATE LIMITED D-28, South Extension Part-1, New Delhi – 110049, India Contact Person: Ms. Anjali Aggarwal Telephone: 011-40622230/40622209; Email: mb@indiacp.com Website: www.corporateprofessionals.com SEBI Registration No.: INM000011435 Validity Period: Permanent CIN: U74899DL2000PTC104508	ALANKIT ASSIGNMENTS LIMITED 205-208, Anarkali Complex, Jhandewalan Extension, New Delhi-110055, India Contact Person: Mr. Virender Sharma Telephone: +91 8929955302 Email: virenders@alankit.com Website: www.alankit.com SEBI Registration No.: INR000002532 Validity Period: Permanent Corporate Identity Number: U74210DL1991PLC042569

For Acquirers
Sd/- Sd/-
Sushil Jain Ishaan Jain
Acquirer 1 Acquirer 2
Place: New Delhi
Date: April 01, 2026

ময়দান

রজভি, স্টাবস জুটিতে জয়ের হাসি দিল্লির!

নিজস্ব প্রতিবেদন: প্রথম ম্যাচেই লখনউ ৬ উইকেটে পরাজয়ের স্বাদ পেল দিল্লি ক্যাপিটালস-এর বিরুদ্ধে। সব মিলিয়ে ২০ ওভারে ১৪১ রানে থামে লখনউয়ের ইনিংস। ১৪২ রানের সহজ লক্ষ্যে ব্যাট করতে নেমে দিল্লিও শুরুতে ধাক্কা খায়। মাত্র ২৬ রানে ৪ উইকেট হারিয়ে চাপে পড়ে যায় দল। সেই সময় মনে হচ্ছিল ম্যাচে ফিরতে পারে লখনউ। মহম্মদ শামি-র আগ্রাসী বোলিংয়ে শুরুতেই আউট হন লোকেশ রাহুল। পাশাপাশি দ্রুত আউট হন পাথুম নিশঙ্ক ও নীতীশ রানাও। কিন্তু এরপর ম্যাচের মোড় ঘুরিয়ে দেন দুই তরুণ ব্যাটার;সমীর রিজভি ও ট্রিস্টান স্টাবস। পঞ্চম উইকেটে তাঁদের ১১৯ রানের দুর্দান্ত জুটি দিল্লিকে নিশ্চিত জয়ের পথে এগিয়ে দেয়। রিজভি ৭০ রানের অপরাজিত ইনিংস খেলেন, যেখানে ছিল একাধিক আকর্ষণীয় শট। অন্যদিকে স্টাবস ৩৯ রানে স্থির থেকে দলকে জয়ের শেষ প্রান্তে পৌঁছে দেন। লখনউয়ের বোলারদের মধ্যে প্রিন্স যাদব কিছুটা লড়াই দেখালেও বাকিরা ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে পারেননি। কম রানের চাপ থাকলে বোলারদের নিখুঁত হতে হয়, কিন্তু সেই জায়গাতেই পিছিয়ে পড়ে দলটি। প্রথম ম্যাচেই হার লখনউয়ের জন্য সতর্কবার্তা, আর দিল্লির জন্য আত্মবিশ্বাস বাড়ানোর বড় সুযোগ।

ইডেনে সবুজ উইকেট! গ্রিনকে নিয়ে চিন্তা, চমক ক্যারিবিয়ান তারকা!

নিজস্ব প্রতিবেদন: ইডেন গার্ডেন্সের বাইশ গজ নিয়ে বরাবরই কৌতূহল থাকে। কিন্তু এ বার যেন সেই কৌতূহল আরও বেড়েছে। কারণ, কলকাতা নাইট রাইডার্সের দলে সুনীল নারিন, বরুণ চক্রবর্তী এবং অনুকূল রায়, এই তিন স্পিনারের শক্তিশালী উপস্থিতি থাকলেও, ইডেনের পিচে স্পিনের চেয়ে পেসারদের জন্যই যেন বাড়তি সুবিধা রাখা হয়েছে। সবুজ ঘাসে মোড়া এই উইকেট যেন সরাসরি ফাস্ট বোলারদের আমন্ত্রণ জানাচ্ছে। ইডেন পিচ কিউরেটর সুজন মুখার্জি এ বিষয়ে জানান,'প্রথম কয়েক ওভারে পেসাররা সাহায্য পাবে, কিন্তু পরে স্পিনাররাও খেলায় ফিরবে। ইডেনের ঐতিহ্যই হল ব্যালান্সড পিচ দেওয়া, যাতে সব বিভাগই ভূমিকা নিতে পারে।' আবহাওয়া ও আর্দ্রতার কথাও মাথায় রাখা হয়েছে বলে জানান তিনি। তাঁর মতে, দর্শকরা একটা প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ ম্যাচই দেখতে পাবেন। এই পরিস্থিতিতে কেকেআরের পরিকল্পনায় বড়সড় ধাক্কা হতে পারে ক্যামেরন গ্রিনকে ঘিরে। প্রায় ২৫ কোটির এই অজি অলরাউন্ডারকে নিয়ে প্রত্যাশা ছিল আকাশছোঁয়া। কিন্তু অনুশীলনে দেখা গেল, তিনি পুরোপুরি বোলিং করতে পারছেন না। রানিং, ফিটনেস ট্রেনিং এবং ব্যাটিংয়ে বেশ স্বচ্ছন্দ থাকলেও, হাতে বল তুলে নেওয়ার পর কয়েকটি ডেলিভারির বেশি এগোতে পারেননি। ফলে তাঁর বোলিং নিয়ে অনিশ্চয়তা থেকেই যাচ্ছে। এই অবস্থায় বৃহস্পতিবারের প্রথম হোম ম্যাচে কেকেআর টিম ম্যানেজমেন্টের সামনে কঠিন সিদ্ধান্ত। দলে ইতিমধ্যেই নিশ্চিত ফিন অ্যালেন এবং সুনীল নারিন। ফলে যদি ক্যারিবিয়ান অলরাউন্ডার রোভমান পাওয়েলকে দলে নেওয়া হয়, তা হলে বসতে হবে গ্রিন বা ব্লেসিং মুজারাবানি, এই দু'জনের মধ্যে একজনকে।

ইডেনে হায়দরাবাদের বিরুদ্ধে ম্যাচের আগে পিচ নিয়ে আলোচনায় সিএবি সভাপতি সৌরভ গাঙ্গুলি ও ইডেন পিচ কিউরেটর সুজন মুখার্জি।

অনুশীলনে রোভমান পাওয়েলের ওপর বিশেষ নজর ছিল টিম ম্যানেজমেন্টের। শুধু ব্যাটিং নয়, বল হাতেও তাঁকে দীর্ঘ সময় অনুশীলন করতে দেখা গিয়েছে। তাতে জল্পনা আরও জোরদার হয়েছে, সবুজ পিচে অতিরিক্ত পেস বিকল্প হিসেবে কি তাঁকেই ভাবছে কেকেআর?গ্রিনের পরিস্থিতি নিয়ে দলের অধিনায়ক অজিঙ্ক রাহানে সরাসরি কিছু না-বললেও ইঙ্গিতপূর্ণ মন্তব্য করেছেন। তাঁর কথায়, গ্রিনের শারীরিক অবস্থার ব্যাপারে শেষ কথা বলতে পারবে ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়া।

অন্যদিকে অস্ট্রেলিয়ার কোচ অ্যান্ড্রু ম্যাকডোনাল্ড স্পষ্ট জানিয়েছেন, গ্রিনকে নিয়ে প্রত্যাশা যেমন বেশি, তেমনই তাঁকে ফিট রাখার জন্য সতর্কতাও জরুরি। ভবিষ্যতের কথা ভেবে তাঁকে ধীরে ধীরে প্রস্তুত করাই বুদ্ধিমানের কাজ। এতেই পরিষ্কার, আইপিএলে খেললেও গ্রিনের ওপর নজর রাখছে অস্ট্রেলিয়া শিবির। বিশেষ করে টেস্ট দলের জন্য তাঁকে প্রস্তুত রাখা তাদের অগ্রাধিকার। ফলে কেকেআর কতটা ঝুঁকি নেবে, সেটাই এখন দেখার।

এদিকে সানরাইজার্স হায়দরাবাদে প্যাট কামিন্সকে ঘিরে তৈরি হয়েছে নতুন জল্পনা। শুরুতে জানানো হয়েছিল, ফিটনেস সমস্যার কারণে নেতৃত্ব দিচ্ছেন ঈশান কিষান। কিন্তু হঠাৎ করেই ইডেনে অনুশীলনে দেখা গেল কামিন্সকে পুরোদমে বোলিং করতে। সন্ধ্যায় তাঁর ফিটনেস পরীক্ষা হয় এবং তার পর প্রায় আধঘণ্টা নেটে জোর কদমে বোলিং করেন তিনি। অনুশীলন শেষে টিম বাসে ওঠার সময় তাঁর আত্মবিশ্বাসী শরীরী ভাষা চোখে পড়ার মতো ছিল।

সব মিলিয়ে প্রশ্ন উঠছে, সবুজ উইকেট দেখে কি দ্রুত মাঠে নামার জন্য প্রস্তুত হয়ে গেলেন কামিন্স?

কৃষ্ণনগরে জায়ান্ট স্ক্রিনে আইপিএল ম্যাচ দেখতে ফ্যান পার্কে ভিড়

নিজস্ব প্রতিবেদন: নদিয়ার কৃষ্ণনগরে যেন নেমে এল আইপিএলের রঙিন আবহ। ফ্যান পার্ককে কেন্দ্র করে দুই দিন ধরে শহরের ক্রিকেটপ্রেমীরা মেতে উঠলেন এক অনন্য উৎসবে। মাঠে না থেকেও মাঠের উত্তেজনা উপভোগ করার এই সুযোগ হাতছাড়া করতে চাননি কেউই। গত চার বছরের মধ্যে তৃতীয়বার এই আয়োজনের দায়িত্ব পেয়ে কৃষ্ণনগর আবারও প্রমাণ করল, বড় মাপের ক্রীড়া আয়োজন সামলাতে তারা কতটা প্রস্তুত। বিসিসিআই ও আইপিএল গভর্নিং কাউন্সিলের উদ্যোগে কৃষ্ণনগর স্টেডিয়াম চত্বরে তৈরি হয় এক জমজমাট পরিবেশ। শুধু ক্রিকেট নয়, ফ্যান পার্কে ছিল নানা ধরনের বিনোদনের ব্যবস্থাও। খাবারের স্টল থেকে শুরু করে গেমস শো;সব মিলিয়ে পরিবার-সহ সময় কাটানোর এক আদর্শ জায়গা হয়ে ওঠে এই আয়োজন। দুই দিনেই প্রায় ৮ থেকে ১০ হাজার মানুষের ভিড় প্রমাণ করে দেয় এই উন্মাদনার মাত্রা। সিএবির প্রাক্তন অ্যাপেক্স কাউন্সিলের সদস্য অর্ধেন্দু ঘোষ এবং নদিয়ার ক্রীড়া সংগঠকদের সক্রিয় সহযোগিতায় সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হয় এই অনুষ্ঠান। স্থানীয়দের উচ্ছ্বাস দেখে খুশি বিসিসিআই কর্তৃপক্ষও। ক্রিকেট আর উৎসব;এই দুইয়ের মেলবন্ধনে কৃষ্ণনগর যেন আরও একবার প্রমাণ করল, খেলার প্রতি ভালোবাসাই পারে গোটা শহরকে এক সুতোয় বাঁধতে।

সাধারণ বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা বিজ্ঞাপিত হচ্ছে যে, কাঞ্জি লীলাধর, মানসিং কে ভাটিয়া এবং রশ্মি কে ভাটিয়া এর নামে আইটিসি লিমিটেডের নিম্নোক্ত শেয়ার সার্টিফিকেটগুলি :

সার্টিফিকেট নং	ডিসটিংটিভ নং	শেয়ার সংখ্যা
২৯৮১৯	৪৯৭৭৮৪৬১-৪৯৭৮৪৬০০	৬১৪০
৯৬০৩১	২৫২৮৩১৮৩৮১-২৫২৮৩২১৪৫০	৩০৭০

হারিয়ে/চুরি গিয়েছে বলে জানানো হয়েছে এবং কোম্পানির ইনভেস্টর সার্ভিস সেন্টার, আইটিসি লিমিটেড, ৩৭, জেএল নেহরু রোড, কলকাতা- ৭০০০৭১ ঠিকানায় বিকল্প শেয়ার সার্টিফিকেটগুলি ইস্যুর জন্য আবেদন করা হয়েছে, এবং কোনও ব্যক্তির কোনও আপত্তি, যদি কিছু থাকে, সংশ্লিষ্ট শেয়ার সার্টিফিকেটগুলির বিকল্প ইস্যুর ক্ষেত্রে, সংশ্লিষ্ট নোটিশ প্রকাশের তারিখ থেকে ১৫ দিনের মধ্যে নোটিশ পাঠাতে পারেন।
সাধারণকে সতর্কিত করা হচ্ছে সংশ্লিষ্ট শেয়ারগুলির কোনওরূপ লেনদেন না করতে।

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক Indian Bank ALLAHABAD
জোনাল অফিস আসানসোল
উদরেজ ভবন, ৩য়তল, ৮, জি টি রোড (পশ্চিম), আসানসোল -৭১৩৩০৪, জেলা - পশ্চিম বর্ধমান, পব
টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি

বেলগ্রাম শাখার সহিত সম্পর্কিত এটিএম/বিএনএ প্রেমিসেস এর লিজের জন্য টেন্ডার আহ্বায়ক বিজ্ঞপ্তি
ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক এক রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্ক **বেলগ্রাম শাখা, গ্রাম-পো : বেলগ্রাম, থানা -গলসি, জেলা-পূর্ব বর্ধমান, পব -৭১৩১৪১** এর জন্য পরিমাপ ৮০-১২০ বর্গফুট কার্পেট এরিয়া একতলায় মেন রোডে ব্যবসায়িক এলাকায় পর্যাপ্ত দৃশ্যমানতা এবং পার্কিং স্পেস সহ ন্যূনতম ১৫ বছরের মেয়াদে শাখা স্থাপনের জন্য লিজের ভিত্তিতে (নির্মিত/নির্মীয়মাণ প্রেমিসেস) দিতে আগ্রহী মালিকগণের কাছ থেকে ২ ডাক ব্যবস্থায় (টেকনিক্যাল এবং ফিনান্সিয়াল) টেন্ডার আহ্বান করছে।
নিম্নোক্ত ঠিকানা থেকে **০২.০৪.২০২৬ থেকে ১৭.০৪.২০২৬ মধ্যে** ২৫০ টাকা (অফেরতযোগ্য) ডিডি/ওআর এর আকারে ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্কের অনুকূলে আসানসোলে প্রদেয় দাখিল করে টেন্ডার ফর্ম সংগ্রহ করা যাবে। টেন্ডার দাখিলের শেষ তারিখ **১৭.০৪.২০২৬ বিকেল ৪ টা পর্যন্ত।**
ব্যাঙ্ক কোনও কারণ না দেখিয়েই যেকোনও বা সকল টেন্ডার বাতিলের অধিকার রাখে।
জোনাল ম্যানেজার/ডিজিএম
ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক জোনাল অফিস, প্রেমিসেস ডিপার্টমেন্ট
উদরেজ ভবন, ৩য়তল, ৮, জি টি রোড (পশ্চিম), আসানসোল -৭১৩৩০৪, পব
বিস্তারিত আমাদের ওয়েবসাইট : **www.Indianbank.in** থেকে পাওয়া যাবে।
তারিখ : ০২.০৪.২০২৬ **অনুমোদিত অফিসার**
স্থান : আসানসোল **ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক**

Kothari Group Imagine Inspire Deliver
গিল্যান্ডার্স আরবুথনট অ্যান্ড কোম্পানি লিমিটেড
রেজিস্টার্ড অফিস- সি-৪, গিল্যান্ডার হাউস, নেতাজি সুভাষ রোড, কলকাতা- ৭০০০০১
CIN : L51909WB1935PLC008194 **ওয়েবসাইট**- www.gillandersarbuthnot.com
টেলিফোন- ০৩৩-২২৩০-২৩৩১ **ফ্যাক্স**- ০৩৩-২২৩০-৪১৮৫
ই-মেইল- secretarial@gillandersarbuthnot.com

ফিজিক্যাল সিকিউরিটিজের স্থানান্তর এবং ডিমেটেরিয়ালাইজেশন জন্য বিশেষ ব্যবস্থার নোটিশ

সেবি সার্কুলার নং HO/38/13/11(2)2026-MIRSD-POD/I/3750/2026 তারিখ ৩০ জানুয়ারি ২০২৬ অনুযায়ী কোম্পানির শেয়ারহোল্ডারগণকে অবহিত করা হচ্ছে যে, ০১ এপ্রিল ২০১৯ তারিখের পূর্বে ক্রয় বা বিক্রি করা ফিজিক্যাল সিকিউরিটিজ এর স্থানান্তর এবং ডিমেটেরিলাইজেশন জন্য ০৫ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ থেকে ০৪ ফেব্রুয়ারি ২০২৭ এর মেয়াদে বিশেষ ব্যবস্থা করা হয়েছে। সংশ্লিষ্ট হস্তান্তর অনুরোধ সম্পাদনের জন্য বিশেষ সুবিধা পাওয়া যাবে যেগুলি পূর্বে দাখিল করা হয়েছিল কিন্তু নথি/প্রক্রিয়া/বা অন্যভাবে ত্রুটির কারণে বাতিল/ফেরত/ব্যবস্থিত হয়নি ।
যে সকল শেয়ারহোল্ডাগণ সংশ্লিষ্ট সুবিধা পেতে আগ্রহী তাদের আমাদের রেজিস্ট্রার এবং শেয়ার ট্রান্সফার এজেন্ট (আরটিএ), মেসার্স মাহেশ্বরী ডেটামেটিকস প্রাইভেট লিমিটেড, **contact@mdplcorporate.com**, যোগাযোগ নং ০৩৩ ২২৪৮২২৪৮, ইউনিট : জিলান্দারস ২৩, আর এন মুখার্জি রোড, কলকাতা,পশ্চিমবঙ্গ - ৭০০০০১ বা কোম্পানি **secretarial@gillandersarbuthnot.com** এর সঙ্গে যোগাযোগ করতে অনুরোধ করা হচ্ছে।
যে সকল শেয়ার স্থানান্তর করা হবে সেগুলি অধিগ্রহণকারীর নামে আবশ্যিকভাবে ডিমাট মোডে জমা করা হবে এবং স্থানান্তর নথিভুক্তির তারিখ থেকে তা এক বছরের মেয়াদে লক-ইন অধীন থাকবে। সংশ্লিষ্ট সময়ে সংশ্লিষ্ট সিকিউরিজিটগুলি হস্তান্তর/লিয়েন মার্কড/প্লেজ করা যাবে না।
কোম্পানির ওয়েবসাইট **www.gillandersarbuthnot.com**, সংশ্লিষ্ট বিশেষ ব্যবস্থার জন্য হালনাগাদ করা হয়েছে এবং পরবর্তী হালনাগাদ যদি কিছু থাকে, তা হালনাগাদ করা হবে।
গিল্যান্ডার্স আরবুথনট অ্যান্ড কোম্পানি লিমিটেডের পক্ষে
স্বা/-
নেহা সিং
স্থান : কলকাতা **কোম্পানি সেক্রেটারি এবং প্রয়োগ অধিকারিক**
তারিখ : ০১ এপ্রিল ২০২৬ **(এফসিএস ১০৫৯৬)**

প্রাপ্তি ফ্যাশনস প্রাইভেট লিমিটেড (দেউলিয়াগ্রস্ত)
রেজিস্টার্ড অফিস : পরিধান-গার্মেন্টস পার্ক,
এসডিএফ-৪, ৫তল, ১৯ ক্যানাল সাউথ রোড, কলকাতা- ৭০০০১৫
লিকুইডেটর : পার্থ কমল সেন
আইবিবিআই ঠিকানা : ফ্ল্যাট ৮সি১, ব্লক টাওয়ার, হাইল্যান্ড পার্ক, ১৯২৫, চক গড়িয়া, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ- ৭০০০৯৪
ইমেল আইডি : partha_kamal@yahoo.com, praptifashions.ibc@gmail.com
যোগাযোগ নং + ৯১ ৯৮৩০২৬৩৩৫২

২০১৬ সালের ইনসলভেন্সি অ্যান্ড ব্যাঙ্করাপসি কোড অধীনে সম্পদের ই-নিলাম বিক্রি
স্ট্যান্ডালোন ভিত্তিতে সম্পদের বিক্রয়ের জন্য ই-নিলামের তারিখ এবং সময় : ১৬ এপ্রিল ২০২৬
সময় : দুপুর ৩টে থেকে বিকেল ৫টা পর্যন্ত (৫ মিনিটের সীমাহীন সম্প্রসারণ সহ)
নিলাম প্ল্যাটফর্মের প্রাক যোগ্যতার নথি পূরণের শেষ তারিখ :
১৪ এপ্রিল ২০২৬ বিকেল ৫ টা পর্যন্ত।
ইএমডি দাখিলের শেষ তারিখ : ১৪ এপ্রিল ২০২৬ বিকেল ৫ টা পর্যন্ত।

কর্পোরেট ডেটরের সম্পদ ২০১৬ সালের আইবিবিআই (লিকুইডেশন প্রসেস) এর রেগুলেশন ৩২(এ) অধীনে স্ট্যান্ডালোন ভিত্তিতে মহামান্য ন্যাশনাল কোম্পানি ল ট্রাইবুনাল, কলকাতা বেঞ্চ কর্তৃক নিযুক্ত লিকুইডেটরের দেউলিয়া এস্টেটের অংশ হিসেবে উল্লেখ্য নির্দেশ তারিখ ১৩.১২.২০২৪ অনুযায়ী বিক্রি করা হবে। বিক্রয় সম্পাদিত হবে নিম্নেস্বাক্ষরকারী কর্তৃক ই-নিলাম প্ল্যাটফর্ম https://ibbi.baanknet.com/eauction- ibbi/home মাধ্যমে।

বিবরণ	সংরক্ষিত মূল্য (আইএনআর)	ইএমডি	বর্ধিতকরণ মূল্য
তৈরি পোশাক, বস্ত্র বেল এবং র‍্যাক বিক্রি রাখা রয়েছে পরিধান-গার্মেন্টস পার্ক, এসডিএফ-৪, ৫মতল, ১৯, ক্যানাল সাউথ রোড, কলকাতা- ৭০০০১৫ (অ্যাসেট নং ৩৫২৪)	৪০,৪০,২৮০ টাকা (চল্লিশ লাখ চল্লিশ হাজার দুশো আশি টাকা)	২,০২,০১৪ টাকা,	৫০,০০০ টাকা

দ্রষ্টব্য- আইবিবিআই (লিকুইডেশন প্রসেস) নিয়ন্ত্রণ, ২০১৬ এর ৩২(এ) ধারা অনুসারে কর্পোরেট ঋণগ্রহীতার সম্পত্তির স্বতন্ত্র ভিত্তিতে বিক্রয় সম্পর্কে স্পষ্টীকরণের জন্য অনুগ্রহ করে EAUCTION/2026/03 নম্বরের ই-নিলাম নং দেখুন।
বিক্রয়ের নিয়ম এবং শর্তাবলী নিম্নরূপ :
১. ই-নিলাম ''যেখানে যেমন আছে'', ''যেখানে যা আছে'', ''যেমন অবস্থায় আছে'' এবং ''কোনও পরিবর্ত ভিত্তি ব্যতীত'' পরিচালিত হবে কারণ এই বিক্রয় কোনও ধরণের ওয়ারেন্টি এবং ক্ষতিপূরণ ছাড়াই আইবিবিআই ই-নিলাম পোর্টালে অনুমোদিত পরিষেবা প্রদানকারীর মাধ্যমে https://ibbi.baanknet.com/ eauction-ibbi/home ঠিকানায় BAANKNET দ্বারা পরিচালিত হয়।
২. সমস্ত আবেদনকারীকে ইএমডি জমা দেওয়ার এবং প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণের আগে ই-নিলাম প্রক্রিয়া নথিতে উল্লিখিত শর্তাবলী উল্লেখ করার জন্য বাধ্যতামূলকভাবে অনুরোধ করা হচ্ছে। লিকুইডেটরের সাথে praptifashions.ibc@gmail.com, মোবাইল নং ৯৮৩০২৬৩৩৫২ এই ঠিকানায় যোগাযোগ করা যেতে পারে।
৩. সম্ভাব্য দরদাতাদের, তাদের দরপত্র জমা দেওয়ার আগে, সম্পত্তির মালিকানা, স্থানীয় করের বকেয়া, বিদ্যুৎ ও পানির চার্জ, রক্ষণাবেক্ষণ চার্জ ইত্যাদি সম্পর্কে স্বাধীনভাবে অনুসন্ধান করতে হবে এবং তাদের নিজস্ব খরচে সম্পত্তি পরিদর্শন করতে হবে এবং নিজেদের সন্তুষ্ট করতে হবে। জনসাধারণের জন্য বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের পর, ১০ এপ্রিল, ২০২৬ পর্যন্ত সকাল ১০.৩০ টা থেকে দুপুর ২.৩০ টা পর্যন্ত, সম্ভাব্য দরদাতারা সমস্ত সপ্তাহের দিনগুলিতে স্থান পরিদর্শন/পরিদর্শন করতে পারবেন।
৪. দরপত্র জমা দেওয়ার আগে তাদের নিজস্ব খরচে সম্পত্তি পরিদর্শন করা এবং সম্পদ এবং স্পেসিফিকেশন সম্পর্কে নিজেদের সন্তুষ্ট করা সম্ভাব্য দরদাতাদের দায়িত্ব হবে। পূর্বে অ্যাপয়েন্টমেন্ট নিয়ে, উপরে উল্লিখিত সম্পত্তিগুলি সম্ভাব্য দরদাতারা উল্লেখিত স্থানে পরিদর্শন করতে পারেন; লিকুইডেটর শ্রী পার্থ কমল সেনের সাথে যোগাযোগ করা।
৫. সর্বোচ্চ দরদাতার সনাক্তকরণ একজন সফল দরদাতার মর্যাদা নিশ্চিত করে না। স্টেকহোল্ডারস কনসালটেশন কমিটির (এসসিসি) সাথে পরামর্শ করে, লিকুইডেটর সফল দরদাতাকে ঘোষণা করার একমাত্র কর্তৃত্ব বজায় রাখে।
৬. সম্ভাব্য দরদাতাদের একটি অঙ্গীকারপত্র জমা দিতে হবে যে, দেউলিয়া ও দেউলিয়া কোড, ২০১৬ এর ধারা ২৯এ এর অধীনে প্রযোজ্য পরিমাণে তারা কোনও অযোগ্যতার শিকার নন এবং যদি কোনও পর্যায়ে অযোগ্য বলে প্রমাণিত হয়, তাহলে ইএমডি বাজেয়াপ্ত করা হবে।
৭. এসসিসির সাথে পরামর্শ করে দরদাতার ঘোষণার পর, লিকুইডেটর সফল দরদাতাকে একটি ইচ্ছাপত্র (এলওআই) জারি করবেন এবং অবশিষ্ট অর্থের বিবেচনা চাইবেন। (ই-নিলাম নথিতে উল্লিখিত বিস্তারিত শর্তাবলী বিবেচনা করে)। প্রাথমিক ইএমডি এবং আরও ইএমডি হিসাবে জমা করা পরিমাণ চূড়ান্ত বিক্রয় মূল্যের সাথে সমন্বয় করা হবে এবং সফল দরদাতাকে অবশিষ্ট অর্থের বিক্রয় মূল্যের একটি সমন্বয়কৃত পরিমাণ প্রদান করতে হবে। ই-নিলাম নথিতে উল্লিখিত সময়সীমার মধ্যে সফল দরদাতা কর্তৃক অবশিষ্ট অর্থ জমা না করলে সফল দরদাতা কর্তৃক জমা করা সম্পূর্ণ পরিমাণ (ইএমডি এবং অন্য কোনও পরিমাণ) বাজেয়াপ্ত করা হবে।
৮. সফল দরদাতাকে বিক্রয় প্রক্রিয়া সম্পন্ন হওয়ার পর যুক্তিসঙ্গত সময়ের মধ্যে, বিশেষ করে ৩ দিনের মধ্যে, তার স্থান থেকে সম্পদ অপসারণ/স্থানান্তর করতে হবে।
৯. ১৪ এপ্রিল, ২০২৬, বিকাল ৫টা বা তার আগে নিলাম নথিতে নির্ধারিত ফর্ম্যাটে নিলাম পোর্টালে নথি জমা দিতে হবে। সম্পূর্ণ ই-নিলাম প্রক্রিয়ার বিস্তারিত শর্তাবলী সহ দরপত্র ফর্ম https//ibbi.baanknet.com/eauction-ibbi/home ওয়েবসাইট থেকে ডাউনলোড করা যাবে।
১০. স্পষ্ট করে বলা হচ্ছে যে এই আমন্ত্রণপত্রটি সম্ভাব্য দরদাতাদের আমন্ত্রণ জানানোর উদ্দেশ্যে এবং বিক্রয় কার্যকর করার জন্য লিকুইডেটর বা কোম্পানির পক্ষ থেকে কোনও ধরণের বাধ্যবাধকতা তৈরি করে না। লিকুইডেটর কোনও কারণ ছাড়াই এবং কোনও দায়বদ্ধতা ছাড়াই প্রক্রিয়াটি বাতিল বা পরিবর্তন করার এবং/অথবা কোনও আগ্রহী পক্ষ/সম্ভাব্য বিনিয়োগকারী/দরদাতাকে গ্রহণ না করার এবং/অথবা অযোগ্য ঘোষণা করার অধিকার সংরক্ষণ করেন।
১১. দরদাতা বাঙ্ক নেট প্ল্যাটফর্ম https//ibbi.baanknet.com/eauction-ibbi/home-এ নিলাম এবং নিবন্ধন নির্দেশিকা পড়তে পারেন। আগ্রহী দরদাতাদের ১৪ এপ্রিল, ২০২৬, বিকাল ৫টার মধ্যে বা তার আগে ওয়ালেটের মাধ্যমে বাঙ্ক নেটে আর্নেস্ট মানি ডিপোজিট (ইএমডি) জমা দিতে হবে।
১২. BAANK NET-এর পক্ষ থেকে কোনও প্রযুক্তিগত ত্রুটি বা সিস্টেমের সমস্যার ক্ষেত্রে, লিকুইডেটর দায়ী থাকবে না। ই-নিলামে অংশগ্রহণের জন্য তাদের সক্ষমতা নিশ্চিত করার জন্য দরদাতা সম্পূর্ণরূপে দায়ী থাকবেন। তবে, কোনও জিজ্ঞাসা বা সহায়তার ক্ষেত্রে আগ্রহী ক্রেতাকে নিলাম নথির আরও শর্তাবলী সাপেক্ষে নির্ধারিত নিলামের ২৪ ঘন্টা আগে লিকুইডেটরের সাথে যোগাযোগ করতে হবে।
১৩. ই-নিলাম পরিষেবা প্রদানকারী নির্ধারিত সময়ে নিলাম পরিচালনা করবে। ই-নিলামের তারিখ এবং সময় : ১৬ এপ্রিল, ২০২৬ বিকাল ৩.০০ টা থেকে ৫.০০ টা পর্যন্ত (৫ মিনিটের সীমাহীন বর্ধিতকরণ সহ)।
লিকুইডেটর
শ্রী পার্থ কমল সেন
স্থান : কলকাতা **প্রাপ্তি ফ্যাশনস প্রাইভেট লিমিটেড**
তারিখ : ০২.০৪.২০২৬ **রেজিস্ট্রেশন নম্বর IBBI/IPA-002/IP-N00022/2016-17/10049**
ই-মেইল : praptifashions.ibc@gmail.com যোগাযোগ নম্বর +৯১৯৮৩০২৬৩৩৫২

Printed and Published by **Krishnanand Singh** on behalf of **Narsingha Broadcasting Pvt. Ltd.** Printed at **LS.Publication, 4, Canal West Road, Kolkata 700015** and Published at **1, Old Court House Corner, 3rd Floor, Room no. 306(S), Tobacco House, Kolkata- 700001 RNI No. WBBEN/2006/17404,** Phone: 033-4001 9663 email- dailyekdin1@gmail.com **Editor: Santosh Kumar Singh**

নরসিংহ ব্রডকাস্টিং প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে কৃষ্ণানন্দ সিং কর্তৃক ১, ওল্ড কোর্ট হাউস কর্ণার, ৪র্থ তল, রুম নম্বর ৩০৬ (এস), টোবাকো হাউস, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত ও এলএস পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা-৭০০০১৫ থেকে মুদ্রিত।
RNI No. WBBEN/2006/17404, ফোন: ০৩৩-৪০০১ ৯৬৬৩, ইমেল: dailyekdin1@gmail.com **সম্পাদক: সন্তোষ কুমার সিং**

ডালিম রায়

ময়নাগুড়ি

তফসিলি ভোটারদের মন ছুঁলেই জয় নিশ্চিত

রামমোহন রায়

শুভাশিস বিশ্বাস

ময়নাগুড়ি বিধানসভা এখন বঙ্গ রাজনীতিতে চর্চার বিষয়। কারণ, আদি,নব্য তীব্র দ্বন্দ্বের জেরে ময়নাগুড়ি কেন্দ্রে প্রার্থী বদল করতে বাধ্য হল বিজেপির শীর্ষ নেতৃত্ব। ২০২১-এর জয়ী বিধায়ক কৌশিক রায়ের বদলে ২০২৬-এর নির্বাচনে টিকিট পেলেন ডালিম রায়। এই প্রসঙ্গে বলে রাখা শ্রেয়, এলাকায় 'অনুপস্থিত' থাকার অভিযোগে কৌশিকের বিরুদ্ধে সরব হয়েছিলেন কর্মীরা। কর্মীদের অভিযোগ, গত পাঁচ বছরে নিজের কেন্দ্রেই বিধায়ককে দেখা যায়নি। ফলে কৌশিক রায়ের নাম ঘোষণা হতেই ক্ষোভ ছড়িয়ে পড়ে কর্মীদের মধ্যে। ভাঙচুর চলে ময়নাগুড়ির বিজেপির কার্যালয়ে। এমনকী বিজেপির জেলা সভাপতিকে বিজেপি কার্যালয়ে তালা বন্ধ করে রাখার অভিযোগও ওঠে।

এদিকে কৌশিক রায়কে প্রার্থী ঘোষণার তিনদিন পর উত্তরবঙ্গের অন্যতম শৈব তীর্থ জল্পেশ ও জটিলেশ্বর মন্দিরে পুজো দিয়ে ময়নাগুড়ির গ্রামীণ এলাকাগুলিতে নির্বাচনী জনসংযোগেও নামতে দেখা গিয়েছিল। এরপর দলের মধ্যেই প্রবল ক্ষোভের জেরে প্রচারে আর কৌশিক রায়কে সেভাবে দেখা যায়নি। তবে বিজেপির তরফ থেকে চতুর্থ প্রার্থী তালিকা প্রকাশ হতেই বোঝা গেল, শেষরক্ষা আর হল না কৌশিকের। ক্ষোভ সামাল দিতে শেষ মুহূর্তে ডালিম রায়ের ওপরই ভরসা রাখল গেরুয়া শিবির। গত পাঁচ বছর এলাকায় না থাকার যে অভিযোগ কৌশিকের বিরুদ্ধে উঠেছিল, এই প্রার্থী বদল তারই প্রতিফলন বলে মনে করছে রাজনৈতিক মহল।

মঙ্গলবার ময়নাগুড়ি বিজেপি মহলে প্রার্থী পরিবর্তন হতেই যেন উৎসবের আমেজ। দলীয় সূত্রে খবর, নতুন প্রার্থীকে নিয়ে কোমর বেঁধে মাঠে নেমে পড়েছেন কর্মীরা। শুধু তাই নয়, এই নতুন প্রার্থী পেয়ে এতোটাই আপ্লুত বিজেপির কর্মীরা যে জলপাইগুড়ি জেলা কার্যালয়ে প্রায় ১০০টি ঢাকের বাদ্যিতে ডালিম রায়কে সংবর্ধনাও দেন তাঁরা। মঙ্গলবার প্রার্থী ঘোষণা হওয়ার পর ডালিম রায় জানায়, তিনি সবেমাত্র জানতে পারলেন তাঁর নাম এবারের বিধানসভায় লড়াইয়ের জন্য বিজেপি ঘোষণা করেছে। ফলে তিনি ভীষণ আপ্লুত এবং জয়ের বিষয়ে পুরোপুরি আশাবাদী। তাঁর কথায়, ময়নাগুড়ি বিধানসভার আসনটি বিজেপির শক্ত ঘাঁটি ছিল এবং তাই থাকবে। নির্বাচনী প্রচার থেকে শুরু করে পরবর্তী কর্মসূচি দলীয় নির্দেশিকা পাওয়ার পরেই জানাবেন বলেও জানান ডালিমবাবু। তবে প্রার্থী বদলের ঘটনায় রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের ধারনা, বিজেপি বারবার প্রমাণ করছে যে তারা জনগণের কথা শুনতে জানে এবং সংগঠনের তৃণমূল স্তরের মতামতকে গুরুত্ব দিয়ে সিদ্ধান্ত নেয়। পাশাপাশি রাজনৈতিক মহলের ধারনা, বিধানসভা নির্বাচনের আগে ময়নাগুড়িতে এই প্রার্থী পরিবর্তন বিজেপির সাংগঠনিক শক্তি ও জনসংযোগের দিক আরও মজবুত করবে। তবে এটাও ঠিক যে এই প্রার্থী বদলের পর বিজেপি কর্মী-সমর্থকদের মধ্যেও নজরে আসছে এক নতুন উদ্দীপনা। যা নিঃসন্দেহে ময়নাগুড়িতে দলীয় প্রচার আরও গতি আনবে বলেই আশাবাদী গেরুয়া শিবির। সঙ্গে তাঁরা প্রত্যয়ী এই কেন্দ্রে জয়ের ক্ষেত্রেও।

অন্যদিকে নির্বাচনের নির্ঘণ্ট ঘোষণা হতেই ময়নাগুড়ি বিধানসভা কেন্দ্রে বামফ্রন্টের নির্বাচনী প্রচার তুঙ্গে ওঠে। বিশেষত এই প্রচারের তেজ বাড়ে রবিবার বা যে কোনও ছুটির দিনে।সাধারণ মানুষের নাগালে পৌঁছতে সকাল থেকেই এলাকা চষে ফেলতে দেখা যায় বামফ্রন্ট মনোনীত আরএসপি প্রার্থী সুদেব রায়কে। প্রচারে নেমে দোমহনী-১ গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায়। সুদেব রায় দলীয় কর্মীদের নিয়ে এলাকায় বাড়ি বাড়ি যান। শুধুমাত্র ভোট প্রার্থনা নয়, বরং প্রতিটি পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে কথা বলে তাঁদের সুবিধা-অসুবিধার খোঁজ নেন প্রার্থী। জনসংযোগ চলাকালীন প্রার্থী বর্তমান রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে বামফ্রন্টের প্রাসঙ্গিকতা ও বিকল্প উন্নয়নমূলক চিন্তাধারা মানুষের কাছে তুলে ধরেন। এলাকার মানুষের অভাব-অভিযোগ মনোযোগ দিয়ে শোনেন এবং আশ্বাস দেন যে, মানুষের অধিকার রক্ষায় বামপন্থীরাই সবসময় ময়দানে থাকে। এরপরই বাম শিবিরের তরফ থেকে এও দাবি করা হয়, গ্রামীণ এলাকাগুলিতে সাধারণ মানুষের স্বতঃস্ফূর্ত সাড়ায় স্পষ্ট যে, মানুষ পরিবর্তনের পরিবর্তন চাইছে।

এদিকে ইতিহাস ঘাঁটতে গিয়ে জানা গেল, ময়নাগুড়িকে 'মাইনগুড়ি' নামেও উল্লেখ করা হয়েছে বহু জায়গায়। এটি জলপাইগুড়ি জেলার একটি পৌর শহর এবং তফসিলি জাতি-সংরক্ষিত বিধানসভা কেন্দ্র, যা উত্তরবঙ্গের চা বাগান, বনভূমি এবং বন্যপ্রাণী পর্যটনের প্রবেশদ্বার হিসেবেই পরিচিত। স্পষ্ট ভাবে বললে, এই বিধানসভা কেন্দ্রটি জলপাইগুড়ি লোকসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত। এর আওতায় পড়ে ময়নাগুড়ি পৌরসভা এবং ময়নাগুড়ি ব্লক। অঞ্চলটির ভৌগোলিক চরিত্র সমতল ও পললভূমিভিত্তিক। তিস্তা ও জলঢাকা নদীসহ একাধিক নদী এই এলাকার ওপর দিয়ে বহমান। এর চারপাশে রয়েছে চা-বাগান, বনঘেঁষা জনপদ ও ছোট ছোট বাজার এলাকা। ময়নাগুড়ির স্থানীয় অর্থনীতি মূলত চা-শিল্প, কৃষি ও কাঠের ব্যবসার উপর নির্ভরশীল। এছাড়াও, পর্যটনের কেন্দ্রবিন্দু হিসেবে রয়েছে কাছের গোরুমারা ও জলদাপাড়া জাতীয় উদ্যান, ডুয়ার্সের বনাঞ্চল এবং বিভিন্ন মন্দিরভিত্তিক তীর্থপথ। সড়ক ও রেল, উভয় মাধ্যমেই ময়নাগুড়ির যোগাযোগ ব্যবস্থা ভালো। নিউ জলপাইগুড়ি,নিউ কোচবিহার রেলপথে অবস্থিত নিউ ময়নাগুড়ি স্টেশন এই এলাকার গুরুত্বপূর্ণ রেল সংযোগ কেন্দ্র। আর এই ময়নাগুড়ি শহর জলপাইগুড়ি জেলা সদর থেকে প্রায় ১৭ কিলোমিটার এবং সিলিগুড়ি থেকে সড়কপথে প্রায় ৬০,৬২ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত। বাস ও ছোট যানবাহনে যোগাযোগ ভালো। রাজ্য রাজধানী কলকাতা সড়ক ও রেলপথে প্রায় ৫৫০ কিলোমিটার দূরে। নিউ ময়নাগুড়ি ও আশপাশের স্টেশন থেকে কলকাতার সঙ্গে সরাসরি ট্রেন যোগাযোগ রয়েছে। ডুয়ার্স করিডরের মধ্যে অবস্থানের কারণে এই এলাকার ভৌগোলিক গুরুত্ব যথেষ্ট। ভুটানের সীমান্ত শহর জয়গাঁও (ফুনশোলিং-এর বিপরীতে) ময়নাগুড়ি থেকে সড়কপথে প্রায় ৮৫ থেকে ৯০ কিলোমিটার দূরে। আর বাংলাদেশ সীমান্ত জলপাইগুড়ি, কোচবিহার অঞ্চলে মাত্র ২৫ থেকে ৩০ কিলোমিটারের মধ্যেই, ফলে সীমান্তপারের সাংস্কৃতিক ও বাণিজ্যিক যোগাযোগের সুযোগ রয়েছে।

ময়নাগুড়ির রাজনৈতিক ইতিহাস বলছে, ১৯৫১ সালে প্রতিষ্ঠিত ময়নাগুড়ি বিধানসভা কেন্দ্রে এখন পর্যন্ত ১৮টি বিধানসভা নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে। যার মধ্যে ২০১৪ সালের উপনির্বাচনও রয়েছে। দীর্ঘ সময় ধরে ভোটাররা বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের প্রতি সমর্থন দেখিয়েছে, তবে সেই সমর্থন পৃথক পৃথক পর্বে বিভক্ত ছিল। প্রথম সাতটি নির্বাচনে কংগ্রেস ও হাত শিবির বিভক্ত হয়ে গঠিত বাংলা কংগ্রেস মিলিয়ে জয়লাভ করে। এর মধ্যে কংগ্রেস পাঁচবার এবং বাংলা কংগ্রেস দু'বার জেতে। পরে আবার বাংলা কংগ্রেস আবার কংগ্রেসে মিশে যায়। এরপর ১৯৭৭ থেকে ২০১১ সাল পর্যন্ত টানা আটটি নির্বাচনে আরএসপি এই কেন্দ্রে আধিপত্য বজায় রাখে। এই সময় ময়নাগুড়িকে কার্যত তাদের দুর্গে পরিণত করেছিল। তবে ২০১১-এর পর ধীরে ধীরে তৃণমূল কংগ্রেস এবং পরে বিজেপি এখানে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় উঠে আসে।

২০১৪ সালের উপনির্বাচনে তৃণমূল কংগ্রেস প্রথমবার এই কেন্দ্রে জয় পায়। ২০১১ সালে আরএসপি প্রার্থী হিসেবে জয়ী অনন্ত দেব অধিকারী তৃণমূলে যোগ দিলে উপনির্বাচনের পরিস্থিতি তৈরি হয়। ওই উপনির্বাচনে তিনি তাঁর প্রাক্তন দলের প্রার্থী দীনবন্ধু রায়কে ৩১,৭৯০ ভোটে হারিয়ে জয়ী হন। ২০১৬ সালের বিধানসভা নির্বাচনেও তিনি তৃণমূলের প্রার্থী হিসেবে আরএসপি'র ছায়া দে (রায়)-কে ৩৪,৯০৭ ভোটে পরাজিত করে আসনটি ধরে রাখেন। অন্যদিকে বিজেপি ২০১১ সালে মাত্র ৩.৬২ শতাংশ এবং ২০১৬ সালে ১৪.৫৯ শতাংশ ভোট পেয়েছিল। অবশেষে ২০২১ সালে এই কেন্দ্রে জয় পায়। বিজেপি প্রার্থী কৌশিক রায় তৃণমূলের মনোজ রায়কে ১১,৯১১ ভোটে হারিয়ে জয়ী হন, যা স্থানীয় রাজনীতিতে বড় পরিবর্তনের ইঙ্গিত দেয়।

এর পাশাপাশি লোকসভা নির্বাচনের ভোটের ধরনেও এই পরিবর্তনের প্রতিফলন দেখা যায়। ২০০৯ সালে ময়নাগুড়ি বিধানসভা অংশে সিপিআই(এম) কংগ্রেসের থেকে ২০,৫৪৮ ভোটে এগিয়ে ছিল। ২০১৪ সালে তৃণমূল কংগ্রেস সিপিআই(এম)-এর থেকে ২৮,১৬৭ ভোটে এগিয়ে যায়। এরপর বিজেপি দ্রুত উত্থান ঘটিয়ে ২০১৯ সালে তৃণমূলের থেকে ১৪,৭৪৭ ভোটে এবং ২০২৪ সালে ৪,৭৪৫ ভোটে এগিয়ে থাকে। এর ফলে সংসদীয় নির্বাচনে বিজেপির শক্ত অবস্থান স্পষ্ট হলেও বিধানসভা স্তরে তৃণমূল এখনও লড়াইয়ে টিকে রয়েছে।

নির্বাচন কমিশনের কাছ থেকে পাওয়া তথ্য অনুসারে ২০২৬ সালের বিধানসভা নির্বাচনের জন্য প্রকাশিত খসড়া ভোটার তালিকায় ময়নাগুড়িতে মোট ভোটারের সংখ্যা ২,৩৪,৮৯৯ জন। এটি ২০২৪ সালের তুলনায় ৩৭,৭২৬ কম। যা অমুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ এই আসনের ক্ষেত্রে একটি অস্বাভাবিক প্রবণতা। এর আগে ভোটার সংখ্যা ছিল;২০১১ সালে ১,৯৮,৬১৫ জন, ২০১৬ সালে ২,৩৬,৬৬৩ জন, ২০১৯ সালে ২,৫০,৭৬৯ জন আর ২০২১ সালে ২,৬৪,২৬৫ জন। অর্থাৎ এসআইআর এর আগে পর্যন্ত ভোটার সংখ্যা ধারাবাহিকভাবে বেড়েছে। তবে ময়নাগুড়ি সম্পর্কে এটা মাথায় রাখতেই হবে, সামাজিক গঠনের দিক থেকে এই কেন্দ্রটিতে তফসিলি জাতির জনসংখ্যার প্রাধান্য বেশি। প্রায় ৭১.১৩ শতাংশ। মুসলিম জনসংখ্যা ৯.৬০ শতাংশ এবং তফসিলি উপজাতি মাত্র ১.৩১ শতাংশ। আর এই এলাকা প্রধানত গ্রামীণ। ৮৮.৪৮ শতাংশ মানুষ গ্রামে বাস করেন, শহুরে জনসংখ্যা মাত্র ১১.৫২ শতাংশ।

ময়নাগুড়ি বিধানসভার লক্ষণীয় বিষয় হল, উত্তরবঙ্গের এই বিধানসভায় ভোটদানের উপস্থিতির হার বরাবরই বেশি। ২০১১ সালে ভোট পড়েছিল ৮৭.৮৪ শতাংশ, ২০১৬ সালে তা বেড়ে হয় ৮৯.১২ শতাংশ। ২০১৯ সালের লোকসভা নির্বাচনে ভোট পড়ে ৮৮.৯২ শতাংশ, ২০২১ সালের বিধানসভা নির্বাচনে ৮৯.৫২ শতাংশ এবং ২০২৪ সালেও তা ছিল ৮৬.৩৩ শতাংশ।

এদিকে রাজ্যে বিধানসভা ভোটের নির্ঘণ্ট প্রকাশের পর ক'দিনেই ময়নাগুড়িতে প্রচারে ঝড় তোলে তৃণমূল কংগ্রেস। কার্যত ফাঁকা ময়দানে বিরোধীদের 'গোল' দিতে থাকে তারা। কারণ, প্রধান বিরোধী বিজেপি হোক বা বাম-কংগ্রেস; কারও প্রচারই সেই অর্থে দানা বাঁধেনি তখনও। সঙ্গে রয়েছে প্রার্থী নিয়ে অসন্তোষের ঘটনাও। এছাড়াও নির্বাচন নির্ঘণ্ট প্রকাশের বহু পরেও বেশ কিছু আসনে প্রার্থী ঘোষণাই করতে পারেনি বিজেপি। আর বামেদের তরফে সিংহভাগ প্রার্থীর নাম ঘোষণা হলেও বাড়ি বাড়ি প্রচার ছাড়া নজরকাড়া কোনো প্রচার কৌশল সামনে আনতে দেখা যায়নি। উলটোদিকে তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং দলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় রাজ্যজুড়ে বেশ কয়েকটি জনসভা সেরে ফেলেছেন ইতিমধ্যে। তাদের সাংগঠনিক স্তরেও প্রতিদিন চলছে নানা কর্মকাণ্ড। সার্বিক পরিস্থিতি দেখে রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের একাংশ মনে করছেন, প্রচারের প্রথম ১৫ দিনেই কার্যত একের পর এক ছক্কা হাঁকিয়েছে তৃণমূল। বিরোধীদের প্রচার সেই তুলনায় অনেক ম্রিয়মান। শুধু তাই নয়, ময়নাগুড়ির সভা থেকে যে ভাবে বিজেপিকে বিঁধে গেলেন তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা তাও ছিল নজরকাড়া। ময়নাগুড়ি থেকে তৃণমূল সুপ্রিমো তৃণমূলকে আবার ক্ষমতায় আনার কারণ হিসেবে সরকারের জনকল্যাণমুখী প্রকল্পগুলোর কথাও তুলে ধরতে দেখা যায়। এলাকার বাসিন্দাদের কাছে তাঁর আশ্বাস, 'তৃণমূল এলে যতদিন বাঁচবেন ততদিন লক্ষ্মীর ভাণ্ডার পাবেন। বিনামূল্যে বাচ্চাদের শিক্ষা পাবেন। বিনামূল্যে রেশন পাবেন। সকলে ফ্রি তে চিকিৎসা পাবেন।' সঙ্গে এও বলেন, 'ওদের মতো আমরা মিথ্যে প্রতিশ্রুতি দিই না। যা বলি তাই করি।' সঙ্গে এও মনে করিয়ে দেন, ১ এপ্রিল থেকে লক্ষ্মীর ভাণ্ডার বাড়ানোর কথা বলা হলেও ইতিমধ্যেই সকলে বর্ধিত টাকা পেয়েছেন।' অন্যদিকে বিজেপি ময়নাগুড়ির তৃণমূল প্রার্থীকে গাছে বেঁধে মারার হুমকি দিয়েছে বলে অভিযোগ তুলে সুপ্রিমোর পাল্টা হুঁশিয়ারি, 'ওরা ভুলে গেছে গাছটাও তৃণমূলের। ভোটের পর ওরাই বলবে আমরা বিজেপি করি না।' বিরোধীপক্ষকে এইভাবে ঠাণ্ডা মাথায় মোকাবিলাই তো ইউএসপি মমতার।

আর এখানেও রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের ব্যাখ্যা, ২০২৬-এর নির্বাচনী প্রচারে অনেকটাই অ্যাডভান্টেজে তৃণমূল। ভোট ঘোষণা হওয়ার পর পরই তৃণমূল তাদের নির্বাচনী ইস্তেহারও প্রকাশ করেছে। সেখানে তুলে ধরা হয়েছে গত ১৫ বছর ধরে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকার বাংলাজুড়ে কী কী উন্নয়ন করেছে তার খুঁটিনাটি তথ্য। পাশাপাশি আগামী পাঁচ বছরে তৃণমূল কী কী করতে চায়, সেই প্রতিশ্রুতিও দেওয়া হয়েছে। সেই সঙ্গে ইস্তাহারে তাদের 'দশ প্রতিজ্ঞা' জানিয়েছে তৃণমূল। এখানেই শেষ নয়, এই ১৫ দিনে মমতা ও অভিষেক মোট ৩০টির বেশি সভাও করে ফেলেছেন। তৃণমূলের তরফে একটি প্রচারমূলক গান প্রকাশ করা হয়েছে; 'যে লড়ছে সবার ডাকে, সেই জেতাবে বাংলা মা-কে।' তৃণমূলে যখন এই তৎপরতা, তখন রাজ্যের প্রধান বিরোধী শিবিরের অবস্থাটা কিন্তু বড়ই এলোমেলো। বিজেপি সাধারণত নরেন্দ্র মোদী কিংবা অমিত শাহকে সামনে রেখে প্রচারে ঝড় তোলে। কিন্তু নির্বাচনী নির্ঘণ্ট ঘোষণার পর এখনও প্রধানমন্ত্রী কোনো জনসভা বা রোড-শোয়ে আসেননি উত্তরবঙ্গে।তবে তাঁর আসার কথা ৫ এপ্রিল। ভোটের বাংলায় মোদীর প্রথম সভা করার কথা ছিল আলিপুরদুয়ারে। ৫ এপ্রিলের ওই সভা বাতিল করা হয়। তার পরিবর্তে ওই দিনই প্রধানমন্ত্রী সভা করবেন কোচবিহারের রাসমেলার মাঠে।পাঁচ দিন পর ফের বাংলায় আসবেন মোদী। ১০ এপ্রিল শিলিগুড়িতে তিনি রোড শো করবেন বলেই খবর।

তবে খুঁটিয়ে দেখতে গেলে এই বিধানসভায় জয় আর টানা দুইটি লোকসভা নির্বাচনে এগিয়ে থাকার সুবাদে ২০২৬ সালের বিধানসভা নির্বাচনের আগে বিজেপি তৃণমূল কংগ্রেসের তুলনায় সামান্য এগিয়ে রয়েছে। বামফ্রন্ট আর কংগ্রেস জোট কার্যত প্রান্তিক শক্তিতে পরিণত হয়েছে। গত দুই নির্বাচনে তাদের ভোট তিন শতাংশেরও কম।

তবে ময়নাগুড়ির রাজনৈতিক ইতিহাস বলছে, এখানে কেউই জয় নিশ্চিত ধরে নিতে পারে না। বিজেপির জয়ের ব্যবধান তুলনামূলকভাবে কম হওয়ায় তৃণমূলের ঘুরে দাঁড়ানোর সুযোগ এখনও রয়ে গেছে। ফলে ২০২৬ সালে এই কেন্দ্রে বিজেপি ও তৃণমূলের মধ্যে তীব্র ও হাড্ডাহাড্ডি লড়াইয়ের সম্ভাবনা রয়েছে। যার ফলাফল অনেকটাই নির্ভর করবে তফসিলি জাতির ভোটারদের মন জয় আর ছোট জাতিগত ও সামাজিক গোষ্ঠীগুলির ভোট কতটা ঐক্যবদ্ধ বা বিভক্ত হয় তার উপর।

নজরকাড়া কেন্দ্র

২০২১ সালের বিধানসভা ভোটের হিসেবনিকেশ

প্রার্থীর নাম	দল	ভোট	ভোট শতাংশ
কৌশিক রায়	বিজেপি	১,১৫,৩০৬	৪৮.৮৪ %
মনোজ রায়	তৃণমূল কংগ্রেস	১,০৩,৩৯৫	৪৩.৭৯ %
নরেশচন্দ্র রায়	আরএসপি	৫,৭৬০	০২.৪৪ %
কোনও দলকে নয়	নোটা	৩,০৯৫	০১.৩১ %

২০২৬ সালের বিধানসভা ভোটারের হিসেবনিকেশ

কেন্দ্র	২০২৪ সালের ভোটার লিস্টে মোট ভোটার	২০২৬ সালের এসআইআর-এ খসড়া তালিকা	২০২৬ সালের এসআইআর-এ চূড়ান্ত তালিকা
ময়নাগুড়ি	২,৫৭,০০০	২,৬৬,৩২৯	২,৬৪,৭৪৯

এছাড়াও বিচারাধীন রয়েছেন বেশ কিছু ভোটার

যাদুর কপালে ভোট দিয়ে যা, ভোট দিয়ে যা, আয় ভোটার আয়...

প্রচারে সল্টলেক কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী শারদ্বত মুখোপাধ্যায়

প্রচারে কসবা কেন্দ্রের তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী জাভেদ খান।

প্রচারে বেলেঘাটা কেন্দ্রের বামফ্রন্ট সমর্থিত সিপিএম প্রার্থী পারমিতা রায়।